নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

হরবল্লভ রায়	…	…	ভূতনাথের জমীদার।
ব্রজেশ্বর	…	…	ঐ পুত্র।
ভবানী পাঠক	…	…	দস্যু-সর্দ্দার।
রঙ্গরাজ	…	…	ঐ শিষ্য।

ব্রজেশ্বরের শ্বশুর, জেনারল সাহেব, সিপাহীগণ ও
লাঠিয়ালগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

গিন্নী	…	…	হরবল্লভের স্ত্রী।
প্রফুল্ল	…	…	ব্রজেশ্বরের ১মা স্ত্রী।
নয়ান-বৌ	…	…	ঐ ২য়া ঐ
সাগর-বৌ	…	…	ঐ ৩য়া ঐ
ব্রহ্ম-ঠাকুরুণ	…	…	হরবল্লভের পিতৃষ্বসা।
নিশি, দিবা	…	…	ভবানী পাঠকের শিষ্যা।
অলকমণি, ফুলমণি	…	…	প্রফুল্লর মা'র প্রতিবেশিনী।

গোবরার মা, তারার মা, দাসী ইত্যাদি।

দেবী চৌধুরাণী

প্রথম অঙ্ক

——:o:——

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুটীর-প্রাঙ্গণ

প্রফুল্লের মাতা আসীনা

প্র-মা। ও পি! ও-পি-পি! ও পিফুল্ল! ও পোড়ারমুখী!

নেপথ্যে। যাই মা!

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফুল্ল। কেন মা?

প্র-মা। যা না মা! ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।

প্রফুল্ল। আমি পার্‌ব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।

প্র-মা। তবে খাবি কি? আজ ঘরে কিছু নেই।

প্রফুল্ল। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা ?

প্র-মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি। কাঙ্গাল-গরীবের চাইতে লজ্জা কি ?

প্রফুল্ল। রোজ রোজ লোকের কাছে চেয়ে খাব কেন ?

প্র-মা। তুই তবে ভাত চড়িয়ে দে, আমি কিছু তরকারীর চেষ্টায় যাই।

প্রফুল্ল। আমার মাথা খাও, আর চাইতে যেও না। ঘরে চাল আছে, নুণ আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে, মেয়েমানুষের তাই ঢের।

প্র-মা। ভাল, তাই হবে। (ধুচুনি লইয়া যাইতে যাইতে) ও মা, এ কি ! চাল কই ! এই আধ মুটোতে ত এক জনের আধপেটাও হবে না, দেখছি যেতেই হলো। (গমনোদ্যোগ)

প্রফুল্ল। কোথা যাও ?

প্র-মা। চাল ধার ক'রে আনি, নইলে শুধু ভাতই কপালে জোটে কৈ।

প্রফুল্ল। আমরা লোকের কত চাল ধারি, শোধ দিতে পারি নি। তুমি আর চাল ধার করো না।

প্র-মা। আবাগীর মেয়ে, খাবি কি ? ঘরে যে একটিও পয়সা নেই।

প্রফুল্ল। উপোস করবো।

প্র-মা। উপোস ক'রে ক'দিন বাঁচবি ?

প্রফুল্ল। না হয় মরবো।

প্র-মা। আমি ম'লে যা হয় করিস্। তুই উপোস ক'রে মরবি, আমি

চোখে দেখতে পারবো না। যেমন ক'রে পারি, ভিক্ষে ক'রে তোকে খাওয়াব।

প্রফুল্ল। ভিক্ষাই বা কেন করতে হবে? এক দিনের উপোসে মানুষ মরে না। এস না মায়ে ঝিয়ে আজ পৈতে তুলি। কাল হাটে বেচে কড়ি করবো।

প্র-মা। সূতো কৈ?

প্রফুল্ল। কেন? চরকা আছে।

প্র-মা। পাঁজ কই?

প্রফুল্ল। তাই ত! হা অদৃষ্ট! (রোদন)

প্র-মা। তুই আর আমাকে বাধা দিস্ নি, আমি চাল ধার ক'রে আনি।

প্রফুল্ল। মা, যেও না, আমি কেন ধার ক'রে খাব? আমার তো সবই আছে।

প্র-মা। সবই ত আছে মা? কপালে ঘটলো কৈ?

প্রফুল্ল। কেন ঘটে না মা? আমি কি অপরাধ করিছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকতে খেতে পাব না?

প্র-মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলি, এই অপরাধ আর তোমার কপাল। নইলে তোমার অন্ন খায় কে?

প্রফুল্ল। শোনো মা? আমি আজ মন ঠিক করেছি। শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে তবে খাব, নইলে আর খাব না। তুমি চেয়ে চিন্তে যে প্রকারে পার এনে খাও। খেয়ে আমাকে সঙ্গে ক'রে শ্বশুরবাড়ী রেখে এস।

প্র-মা। সে কি মা! তাও কি হয়?

প্রফুল্ল। কেন হয় না মা?

প্র-মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে?

প্রফুল্ল। পরের বাড়ী চেয়ে খেতে আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুরবাড়ী যেতে নেই?

প্র-মা। তারা যে কখনো তোমার নাম করে না।

প্রফুল্ল। না করুক্, তাতে আমার অপমান নেই যাদের ওপর আমার ভরণ-পোষণের ভার, তাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করুতে আমার অপমান নেই। আপনার ধন আপনি চেয়ে খাব, তাতে আমার লজ্জা কি? মা! তোমাকে একা রেখে আমি যেতে চাইতেম না, কিন্তু আমার দুঃখ ঘুচ্‌লে তোমারও দুঃখ কম্‌বে, এই ভরসায় যেতে চাচ্ছি।

প্র-মা। তুমি যদি মা, ভাল বুঝে থাক, তবে তাই কর।

প্রফুল্ল। তবে আর বেলা কাটিয়ে কি হবে? অনেক পথ!

প্র-মা। তবে আয়, তোর চুল্‌টো বেঁধে দিই।

প্রফুল্ল। না, থাক্। (স্বগত) সেজেগুজে কি ভুলোতে যাব? ছিঃ!

প্র-মা। থাক্। (স্বগত) আমার মেয়েকে সাজাতে হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হরবল্লভের অন্তঃপুর

তারার মা ও গিন্নী

গিন্নী। জানিস্ তারার মা! কর্ত্তাটি রোজ রোজ বলেন যে, তোমাদের দৌরাত্ম্যে দিনের বেলা ঘুম হবার যো নেই, খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম কর্‌বার যো নেই, তেম্‌নি বেলা যায়, এখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

(প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মাতার প্রবেশ)

তোমরা কে গা!

প্র-মা। কি বলেই বা পরিচয় দেব ?

গিন্নী। কেন, পরিচয় আবার কি ব'লে দেয় ?

প্র-মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নী। কুটুম্ব ? কে কুটুম্ব গা ?

তারার মা। ওগো, চিনিছি গো চিনিছি! কে বেয়ান!

গিন্নী। বেয়ান ? কোন্ বেয়ান ?

তা-মা। দুর্গাপুরের বেয়ান গো! তোমার ছেলের বড় শাশুড়ী।

গিন্নী। বোস। এ মেয়েটি কে গা ?

প্র-মা। তোমার বড় বউ।

গিন্নী। তোমরা কোথায় এসেছিলে ?

প্র-মা। তোমার বাড়ীতেই এসেছি।

গিন্নী। কেন গা ?

প্র-মা। কেন? আমার মেয়েকে কি শ্বশুরবাড়া আস্‌তে নেই?

গিন্না। আস্‌তে থাক্‌বে না কেন, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী যখন আন্‌বেন, তখন আস্‌বে। ভাল মানুষের মেয়েছেলে কি গায়ে প'ড়ে আসে?

প্র-মা। শ্বশুর-শ্বাশুড়া যদি সাত জন্ম নাম না করে?

গিন্নী। নামই যদি না করে, তবে আসা কেন?

প্র-মা। (রুক্ষভাবে) খাওয়ায় কে? আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার ব্যাটার বৌকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে?

গিন্নী। যদি খাওয়াতেই পারবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন?

প্র-মা। তুমি কি খাওয়া-পরা হিসেব ক'রে বেটা পেটে ধরেছিলে? তা হ'লে সেই সঙ্গে বেটার বোয়ের খোরাক-পোষাকটা ধ'রে নিতে পার নি?

গিন্নী। আ মলো! মাগী বাড়ী ব'য়ে কোঁদল করতে এসেছে!

প্র-মা। না, কোঁদল কর্‌তে আসি নি, তোমার বউ একা আস্‌তে পারে না, তাই রাখতে সঙ্গে এসেছি। এখন তো তোমার বৌ পৌঁছেছে, আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

গিন্নী। তোমার মা গেল, তুমিও যাও। (ক্ষণ পরে) এ কি, নড় না যে? কি জ্বালা! আবার তোমার সঙ্গে কি একটা লোক দিতে হবে না কি?

প্রফুল্ল। মা! আমি যাব ব'লে আসি নি।

তা-মা। আহা! চাঁদপানা বৌ মা,—চাঁদপানা বৌ।

গিন্নী। তা কি করবো মা, আমার কি অসাধ যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, লোকে একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমাকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা! একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

গিন্নী। কি করবো মা, জেতের ভয়।

প্রফুল্ল। হলেম যেন আমি অজাত, কত শূদ্দুরের মেয়ে তোমার ঘরে দাসীপণা করছে। আমি তোমার ঘরে দাসীপণা করবো, তোমার ঘরে দাসীপণা করতে দোষ কি মা?

গিন্নী। আহা, মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথাতেও বটে। তা যাই কর্তার কাছে, দেখি তিনি কি বলেন।

প্রফুল্ল। তাঁকে মা একটা কথা জিজ্ঞাসা করো। আমার মা চরকা কেটে খায়, তাতে এক জন মানুষের এক বেলা আহার কুলোয় না। আমি বাগ্দী হই আর যা হই, তাঁর পুত্রবধূ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তাঁর পুত্রবধূ কি ক'রে দিনপাত করবে?

গিন্নী। অবিশ্যি বলবো। ওই যে কর্তা আসছেন, তুমি ও ঘরে যাও।

[সাগর-বৌয়ের প্রবেশ—প্রফুল্লকে হস্ত দ্বারা আহ্বান ও উভয়ের প্রস্থান।

(হরবল্লভের প্রবেশ)

গিন্নী। এর মধ্যে আবার কে ঘুম ভাঙ্গালে? আমি এত ক'রে বারণ করি, তবু কেউ শোনে না।

হর। (স্বগত) ঘুম ভাঙ্গাবার আঁখি নিজে, আজ বুঝি কি দরকার আছে! (প্রকাশ্যে) কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নি, বেশ ঘুমিয়েছি, এখন কথাটা কি!

গিন্নী। আজ একটা কাণ্ড হয়েছে!

হর। কি, ব্যাপারটা কি?

গিন্নী। তোমার সেই বড়বৌ এয়েছে।

হর। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! সেই বাগ্দী বেটী আমার বাড়ীতে ঢোকে, এখনি ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর।

গিন্নী। ছিঃ! ছিঃ! অমন কথা বল্‌তে আছে? হাজার হোক্ ব্যাটার বৌ, আর বাগ্দীর মেয়ে বা কি ক'রে হ'লো। লোকে বল্‌লেই কি হয়?

হর। লোকে কি! কেন, তোমার কি মনে নেই? বৌ-ভাতের দিন বাগ্দী মাগীর প্রতিবাসারা কি ব'লে পাঠিয়েছিল? আর আমি নিজেও দেখেছিলেম, বিবাহের দিন কন্যাযাত্রীরা কেউ ওর বাড়ীতে জলগ্রহণ করে নি। ও বাগ্দী নয় ত কি?

গিন্নী। আমি সব শুনেছি, কেন, তুমি কি দেখ নি? বরযাত্রীদের জন্যে লুচি-মোণ্ডা আর তাঁদের জন্যে চিঁড়ে-দই হয়েছিল ব'লে।

হর। আমি তোমার ও কথা শুন্‌তে চাই নে, তুমি বাগ্দী বেটীকে এখনি ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর।

গিন্নী। ঝাঁটা মার্‌তে হয়, তুমি মার গে। আমি আর তোমার ঘরকন্নার কথায় থাক্‌বো না, বিদেয় কর্‌তে হয়, তুমি কর গে,

আমি প্রাণ ধ'রে অমন সুন্দরী বৌকে তাড়াতে পারবো না। আহা, বৌ ত নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

হর। ওগো! বাগ্দীর ঘরে অমন একটা আধটা সুন্দরী হয়। আচ্ছা, আমিই বিদেয় কচ্ছি। কে আছিস্ র‍্যা, একবার ব্রজকে ডাক্ তো।

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

বাপু! তোমার তিনটি সংসার, মনে হয়? প্রথম বিবাহ মনে হয়? সেই বাগ্দী মাগীর সঙ্গে, সে আজ এখানে এসেছে, সে জোর ক'রে থাকবে। তোমাব গর্ভধারিণীকে বললুম, ঝাঁ্যাটা মেরে বিদেয় কর। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের গায়ে কি হাত তুলতে পারে? এ তোমারই কাজ। তুমি পাববে, তুমি এখনই তাকে ঝাঁ্যাটা মেরে বিদেয় কর। নইলে রাত্রে আমার ঘুম হবে না।

ব্রজ। যে আজ্ঞে।

গিন্নী। ছিঃ! বাবা! মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল না। ওঁর কথা রাখতেই হবে, আমার কথা কি কিছু চলবে না? তা যা কর, ভাল কথায় বিদেয় কর।

ব্রজ। ভাল।

গিন্নী। তুমি যে বৌকে তাড়িয়ে দেবে, বৌ খাবে কি ক'রে?

হর। যা খুসী করুক,—চুরি করুক, ডাকাতী করুক, ভিক্ষা করুক।

গিন্নী। বাবা ব্রজ! তাড়াবার সময় বৌমাকে এই কথা বলো, সে জিজ্ঞাসা করেছিল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগর-বৌয়ের কক্ষ

(সাগর-বৌ ও প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফুল্ল। দোর দিলে কেন ভাই?

সাগর। কেউ না আসে, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব তাই।

প্রফুল্ল। তোমার নাম কি ভাই?

সাগর। আমার নাম সাগর, ভাই?

প্রফুল্ল। তুমি কে ভাই?

সাগর। আমি ভাই তোমার সতীন।

প্রফুল্ল। তুমি আমায় চেন না কি?

সাগর। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুন্‌লেম।

প্রফুল্ল। তবে তুমিই ঘরণী-গিন্নী?

সাগর। দূর! তা কেন? পোড়াকপাল আর কি! আমি কেন সে হ'তে গেলুম। আমার কি তেমনি দাঁত উঁচু, না আমি তত কা'ল?

প্রফুল্ল। সে কি? কার দাঁত উঁচু?

সাগর। কেন, যে ঘরণী-গিন্নী।

প্রফুল্ল। সে আবার কে?

সাগর। জান না? তুমি কেমন করেই বা জান্‌বে? কখনও ত এস নি। আমাদের আর এক সতীন আছে,—জান না?

প্রফুল্ল। আমি ত আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জানি। আমি মনে করেছিলেম, সেই তুমি।

সাগর। না, সে সেই। আমার তো এই সবে তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

প্রফুল্ল। সে বুঝি বড় কুচ্ছিৎ?

সাগর। রূপ দেখে আমার কান্না পায়।

প্রফুল্ল। তাই বুঝি আবার তোমায় বিয়ে করেছে?

সাগর। না, তা নয়? তোমাকে বলি, কারও সাক্ষাতে বলো না। আমার বাপের ঢের টাকা আছে। তাতে আবার আমি এক সন্তান। তাই সেই টাকার জন্যে।

প্রফুল্ল। বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। তা তুমি সুন্দরী! যে কুচ্ছিৎ, সে ঘরণী-গিন্নী হলো কি সে?

সাগর। আমি বাপের একটি সন্তান, আমাকে তিনি পাঠান না। আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের বড় বনেও না, তাই আমি এখানে কখন থাকি না। কাজে-কর্ম্মে কখন আনে। এই দু'চার দিন এয়েছি. আবার শীগ্‌গির যাব।

প্রফুল্ল। তা তুমি আমায় ডাক্‌লে কেন?

সাগর। তুমি কিছু খাবে?

প্রফুল্ল। কেন? এখন খাব কেন?

সাগর। তোমার মুখ শুক্‌নো, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমার তেষ্টা পেয়েছে। কেউ তোমায় কিছু খেতে বল্‌লেন না, তাই তোমায় ডেকেছি।

প্রফুল্ল। শাশুড়ী গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝতে, আমার অদৃষ্টে কি হয়, তা না জেনে আমি কিছু খাব না। ঝাঁটা খেতে হয় তো তাই খাব। আর কিছু খাব না।

সাগর। না, না, তোমার এদের কিছু খেয়ে কাজ নেই, আমার বাপের বাড়ীর সন্দেশ আছে—বেশ সন্দেশ।

(মুখে সন্দেশ দেওন)

প্রফুল্ল। (জলপানান্তে) আঃ, আমি শীতল হলেম, কিন্তু আমার মা না খেয়ে মারা যাবেন।

সাগর। তোমার মা কোথায় গেলেন ?

প্রফুল্ল। কি জানি, বোধ হয় পথে দাঁড়িয়ে আছেন।

সাগর। এক কাজ কর্‌বো ?

প্রফুল্ল। কি ?

সাগর। বেম্ম ঠান্‌দিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব ?

প্রফুল্ল। তিনি কে ?

সাগর। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসী। এই সংসারে থাকেন।

প্রফুল্ল। তিনি কি কর্‌বেন ?

সাগর। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্রফুল্ল। মা এ বাড়ীতে কিছু খাবেন না।

সাগর। দূর্‌! তাই কি বল্‌ছি ? কোন বামুনবাড়ীতে।

প্রফুল্ল। যা হয় কর, মা'র কষ্ট আর সহ্য হয় না।

সাগর। তবে একটু ব'স।

[প্রস্থান।

প্রফুল্ল। (স্বগত) বাঃ, সাগরটি ত দিব্বি মেয়ে! সতীন ব'লে কৈ ওর ওপর আমার হিংসা হচ্ছে না—রাগ হচ্ছে না?

(সাগরের প্রবেশ)

সাগর। ঠান্‌দিদি শুনেই ছুটে গেল।

প্রফুল্ল। আচ্ছা। এখন ভাই যে গল্প কচ্ছিলে, সেই গল্প কর।

সাগর। গল্প আর কি, আমি তো এখানে থাকি না, থাক্‌তে পার্‌বও না। আমার অদৃষ্ট মাটীর আঁবের মত, তাকে তোলা থাক্‌বো, দেবতার ভোগে কখন লাগবো না। তা তুমি এয়েছ, যেমন ক'রে পার থাক, আমরা কেউ সেই কালপ্যাচানীটাকে দেখতে পারি নে।

প্রফুল্ল। থাক্‌বো ব'লে ত এসেছি, থাক্‌তে পেলে হয়।

সাগর। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয় ত এখনি চ'লে যেও না।

প্রফুল্ল। না গিয়ে কি কর্‌বো? আর কি জন্যে থাক্‌বো? থাকি যদি—

সাগর। যদি কি?

প্রফুল্ল। যদি তুমি আমার জন্মসার্থক কর্‌তে পার।

সাগর। সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল। কিসে হবে, বুঝলে না ভাই? (দীর্ঘনিশ্বাস)

সাগর। তুমি সন্ধ্যার পরে এই ঘরে ব'সে থেকো। দিনের বেলায় ত আর দেখা হবে না।

প্রফুল্ল। কপালে কি হয়, আগে তা জেনে আসি। তার পর এখানে এসে বস্‌বো। কপালে যাই থাক্, একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যাব। তিনি কি বলেন, শুনে যাব।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

সাগর। কে গা ?

নেপথ্যে। আমি গো।

সাগর। (প্রফুল্লের গা টিপিয়া) কথা কস্ নে, সেই কাল-প্যাঁচাটা এসেছে।

প্রফুল্ল। সতীন ?

সাগর। হ্যাঁ, চুপ।

নেপথ্যে। কে গা ঘরে ? কথা কস্ নে কেন ? যেন সাগর-বৌয়ের গলা শুন্‌লেম না ?

সাগর। তুমি কে গা ? যেন নাপিত-বৌয়ের গলা শুন্‌লেম না ?

নেপথ্যে। আ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত-বৌয়ের মতন ?

সাগর। কে তবে তুমি ?

নেপথ্যে। তোর সতীন্! সতীন্! সতীন্! নাম—নয়ান-বৌ।

সাগর। কে! দিদি ? বালাই, তুমি কেন নাপিত-বৌয়ের মতন হ'তে যাবে ? সে যে একটু ফর্‌সা।

নেপথ্যে। মরণ আর কি! আমি কি তার চেয়েও কালো ? তা সতীন্ এমনি বটে। তবু যদি চোদ্দবছুরী না হতিস্!

সাগর। তা চোদ্দ বছর হলো ত কি হলো ? তুমি সতেরো, তোমার চেয়ে আমার রূপও আছে, যৌবনও আছে।

নেপথ্যে। রূপযৌবন নিয়ে বাপের বাড়ীতে বোসে বোসে ধুয়ে খাস্। আমার যেমন মরণ নেই, তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলুম।

সাগর। কি কথা দিদি?

নেপথ্যে। তুই দোরই খুললি নি—তা আর কথা কব কি? সন্ধ্যে রাত্তিরে দোর দিয়েছিস্ কেন্ লা?

সাগর। আমি ভাই লুকিয়ে দুটো সন্দেশ খাচ্চি, তুমি কি খাও না?

নেপথ্যে। সন্দেশ! তা—খা—খা। বলি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম কি, আবার এক জন এয়েছে না কি?

সাগর। আবার এক জন কি? স্বোয়ামী?

নেপথ্যে। মরণ আর কি! তাও কি হয়?

সাগর। হ'লে ভাল হতো। দু'জনে ভাগ ক'রে নিতুম, তোমার ভাগে নূতনটা দিতুম।

নেপথ্যে। ছি! ছি! এ সব কথা কি মুখে আনে?

সাগর। মুখে না হোক্, মনে?

নেপথ্যে। তুই আমায় যা ইচ্ছে তা বল্‌বি কেন লা?

সাগর। তা ভাই, কি জিজ্ঞাসা করবে, না বুঝিয়ে বল্‌লে কেমন ক'রে উত্তর দিই?

নেপথ্যে। বলি গিন্নীর না কি আর একটি বৌ এসেছে?

সাগর। কে বৌ?

নেপথ্যে। সেই মুচি-বৌ।

সাগর। মুচি? কৈ? শুনি নি ত?

নেপথ্যে। মুচি না হয়, বাগ্দী?

সাগর। তাও শুনি নি।

নেপথ্যে। শোন নি? আমাদের এক জন বাগ্দী সতীন আছে।

সাগর। কৈ? না।

নেপথ্যে তুই বড় দুষ্ট, সেই যে প্রথম যে বিয়ে।

সাগর। সে ত বামুনের মেয়ে।

নেপথ্যে। হাঁ, বামুনের মেয়ে, তা হ'লে আর নিয়ে ঘর করে না!

সাগর। কাল যদি তোমায় বিদেয় দিয়ে আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগ্দীর মেয়ে হবে?

নেপথ্যে। তুই আমায় গাল দিবি কেন্ লা—পোড়ারমুখী!

সাগর। তুই আর এক জনকে গাল দিবি কেন্ লা—পোড়ারমুখী?

নেপথ্যে। মর্ গে যা, আমি ঠাকৃরুণকে গিয়ে ব'লে দিই, তুই বড়-মানুষের মেয়ে ব'লে আমায় যা ইচ্ছে তাই বলিস্।

সাগর। না দিদি, ফেরো—ফেরো, ঘাট হয়েছে দিদি, ফেরো। এই দোর খুল্ছি।

[দ্বার খুলিয়া দেওন।

(নয়ান-বৌয়ের প্রবেশ)

নয়ান। হাঁ লা! কটা সন্দেশ, হাঁ লা, কটা সন্দেশ, এ আবার কে?

সাগর। প্রফুল্ল।

নয়ান। সে আবার কে?

সাগর। মুচি-বৌ।

নয়ান। এই সুন্দর?

সাগর। তোমার চেয়ে নয়?

নয়ান। নে, আর আলাস্ নি, তোর চেয়ে ত আর নয়।

সাগর। এত সুখ্যাতি,—চল, তোমায় দুটো সন্দেশ খাইয়ে আনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রফুল্ল। আমিও যাই, অদৃষ্টে কি হয়, জেনে আসি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ঠান্‌দিদির কক্ষ

ব্রহ্মঠাকুরাণী আসীনা

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজে। ঠাকুর-মা!

ব্রহ্ম। কেন ভাই?

ব্রজে। আজ নাকি নূতন খবর?

ব্রহ্ম। কি নূতন? সাগর আমার চর্‌কাটা ভেঙ্গে দিয়েছে, তাই! তা ছেলেমানুষ, দিয়েছে—দিয়েছে। চর্‌কা কাটতে তার সাধ গিয়েছিল।

ব্রজে। তা নয়—তা নয়, বলি আজ না কি?

ব্রহ্ম। সাগরকে কিছু ব'লো না, তোমরা বেঁচে থাক, আমার কত চর্‌কা হবে, তবে বুড়ো মানুষ।

ব্রজে। বলি, আমার কথাটা শুন্‌বে?

ব্রহ্ম। বুড় মানুষ, কবে আছি কবে নেই, দুটো পৈতে তুলে বামুনকে দিই বৈ ত নয়। তা যাক্ গে।

ব্রজে। আমার কথাটা শোন—নইলে তোমার যত চর্‌কা হবে, সব আমি ভেঙ্গে দেব।

ব্রহ্ম। কি বল্‌ছ, চরকার কথা নয়?

ব্রজে। তা নয়, আমার দুটি ব্রাহ্মণী আছে জান ত?

ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণী! মা—মা—মা! যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান-বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর-বৌ। আমার হাড়টা খেলে, কেবল রূপকথা বল—রূপকথা বল। ভাই, এত রূপকথা পাব কোথা?

ব্রজে। রূপকথা থাক্।

ব্রহ্ম। তুমি যেন বল্‌লে, থাক্; তারা ছাড়ে কৈ? শেষে সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা বল্‌লেম। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা জান? বলি শোন। এক বনে বড় একটা শিমুল গাছে এক ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী থাকে।

ব্রজে। সর্ব্বনাশ! ঠাকুরমা! কর কি? এখন রূপকথা রাখ! আমার কথা শোন।

ব্রহ্ম। তোমার আবার কথা কি? আমি বলি, রূপকথা শুন্‌তেই এয়েছ। তোমাদের ত আর কাজ নেই।

ব্রজে। (স্বগত) কবে বুড়ীদের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হবে। (প্রকাশ্যে) আমার দুটি ব্রাহ্মণী আর একটি বাগ্দিনী জান তো? তা সেই—বাগ্দিনী নাকি আজ এয়েছে?

ব্রহ্ম। বালাই! বালাই! বাগ্দিনী কেন? সে বামুনের মেয়ে।

ব্রজে। এয়েছে?

ব্রহ্ম। হ্যাঁ!

ব্রজে। কোথায়, একবার দেখা হয় না?

ব্রহ্ম। হ্যাঁ, আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ-মার দু'চোখের বিষ হই। তার চেয়ে ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর কথা শোন।

ব্রজে। ভয় নেই, বাপ-মা আমাকে ডাকিয়ে বলেছেন, তাকে তাড়িয়ে দাও। তা দেখা না পেলে তাড়িয়ে দেব কি ক'রে? তুমি ঠাকুরমা, তাই তোমার কাছে সন্ধানের জন্যে এসেছি।

ব্রহ্ম। ভাই! আমি বুড়ো মানুষ, কেষ্ট নাম জপ করি, আর আলো চাল খাই, রূপকথা শোন ত বল্‌তে পারি। বাগ্দীর কথাতেও নেই, বামনীর কথাতেও নেই।

ব্রজে। হায়! বুড়োবয়সে কবে তুমি ডাকাতের হাতে পড়বে?

ব্রহ্ম। অমন কথা বলিস্ নি। বড় ডাকাতের ভয়! কি, দেখা করবি?

ব্রজে। তা নইলে কি তোমার মালা-জপা দেখতে এয়েছি!

ব্রহ্ম। দেখা করিস্ ত সাগর-বৌয়ের কাছে যা।

ব্রজে। সতীনে কি সতীনকে দেখায়?

ব্রহ্ম। তুই যা না। সাগর তোকে ডেকেছে, ঘরে গিয়ে ব'সে আছে। অমন মেয়ে আর হয় না!

ব্রজে। চরকা ভেঙ্গেছে ব'লে? নয়ানকে ব'লে দেব, সে যেন রোজ একটা ক'রে চরকা ভেঙ্গে দেয়।

ব্রহ্ম। হ্যাঁ! সাগরে আর নয়ানে। যা—যা।

ব্রজে। গেলে বাগ্দিনী দেখতে পাব?

ব্রহ্ম। বুড়ীর কথাটাই শোন না। কি জ্বালাতনেই পড়লেম গা। আমার মালা-জপা হলো না। (মালা রাখিয়া) দেখ, তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল। কিন্তু চৌদ্দ বছরেরই হোক্ আর চুয়াত্তর বছরের হোক্, কেউ ডাক্‌লে ত সে কখন না বল্‌তো না।

ব্রজে। ঠাকুরদাদার অক্ষয় স্বর্গ হোক্। আমি চৌদ্দ বছরের সন্ধানে চল্‌লেম। ফিরে এসে চুয়াত্তর বছরের সন্ধান নেব কি?

ব্রহ্ম। যা-যা, আমার মালা-জপা ঘুরে গেল। আমি নয়নতারাকে ব'লে দেব, তুই বড় চেঙ্গড়া হয়েছিস্।

ব্রজে। ব'লে দিও। খুসী হয়ে ছুটো ছোলা ভাজা পাঠিয়ে দেবে।

[প্রস্থান।

ব্রহ্ম। (স্বগত) কথায় থাকা না থাকা ছুই-ই দোষ। এমন সোনার বৌ বাগ্দিনী গা? কি বল্‌বো, হর পাগল, বৌ-গিন্নীটি নামে গিন্নী, আর ব্রজ আমার উদোমাদা, নইলে অমন সোনার প্রতিমে কি ঘরে এসে ফিরে যায়! আমার মালা-জপা ঘুরে গেল! ছি—ছি—ছি, চাঁদপানা বৌ মা—চাঁদপানা বৌ!

(সাগরের প্রবেশ ও শয়ন)

কি লো সাগর-বৌ, কি হয়েছে, এখানে এসে শুলি যে? তোকে ব্রজ তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

সাগর। তা নইলে আর তোমার আশ্রয়ে আসি? আজ তোমার কাছে শোব।

ব্রহ্ম। তা শো-শো! এখনি আবার ডাক্‌বে এখন। আহা, তোর ঠাকুরদাদা এমন বারোমাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে, আবার তখনি ডেকেছে। আমি আরও রাগ ক'রে যেতেম না, তা মেয়েমানুষের প্রাণ, তাই থাকৃতে পারতেম না। এক দিন হলো কি—

সাগর। ঠান্‌দিদি, একটা রূপকথা বল না।

ব্রহ্ম। কোন্‌টা বল্‌বো? ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা বল্‌বো? একলা শুন্‌বি! তা নতুন বৌটা কোথা, তাকে ডাক না, দু'জনে শুন্‌বি।

সাগর। সে কোথায়, আমি এখন খুঁজতে পারি নি, আমি একাই শুন্‌বো।

ব্রহ্ম। তবে শোন্‌, এই এক বনে বড় একটা শিমুলগাছ—



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সাগর-বৌয়ের কক্ষ

(প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বরের ঘরের ভিতর হইতে প্রবেশ,
সাগরের শিকল খুলিয়া দিয়া প্রস্থান)

প্রফুল্ল। সাগর শেকল খুলেছে, ঐ দেখ সকাল হয়েছে, আমি চল্‌লেম। স্ত্রী ব'লে স্বীকার কর আর না কর, দাসী ব'লে মনে রেখো।

ব্রজে। এখন যেও না, আজ একবার কর্ত্তাকে ব'লে দেখবো।

প্রফুল্ল। বল্‌লে কি তাঁর মন ফির্‌বে?

ব্রজে। না ফিরুক্, আমার কাজ আমায় কর্‌তে হবে। অকারণে তোমায় ত্যাগ ক'রে আমি কি ধর্ম্মে পতিত হব?

প্রফুল্ল। তুমি আমায় ত্যাগ কর নি, গ্রহণ করেছ, আমাকে এক দিনের জন্যে শয্যার পাশে ঠাঁই দিয়েছ, আমার সেই ঢের। তোমার কাছে ভিক্ষা কর্‌ছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করো না, এতে আমি সুখী হব না।

ব্রজে। নিতান্ত পক্ষে, তিনি যাতে তোমার খোরপোষ পাঠিয়ে দেন, তা আমায় কর্‌তে হবে।

প্রফুল্ল। তিনি আমায় ত্যাগ করেছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা নেব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা নেব।

ব্রজে। আমার কিছুই নেই, কেবল আমার এই আংটিটি আছে, এখন এইটি নিয়ে যাও, আপাততঃ এর মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হবে। তার পর যাতে আমি দু'পয়সা রোজগার করতে পারি, সেই চেষ্টা করব। যেমন ক'রে পারি, আমি তোমার ভরণ-পোষণ করবো। (অঙ্গুরী প্রদান)

প্রফুল্ল। (অঙ্গুরী পরিতে পরিতে) যদি তুমি আমাকে ভুলে যাও ?

ব্রজে। সকলকে ভুলবো, তোমায় কখন ভুলব না।

প্রফুল্ল। যদি এর পর চিনতে না পার ?

ব্রজে। ও মুখ কখনও ভুলব না।

প্রফুল্ল। আমি এ আংটিটি বেচবো না, না খেয়ে ম'রে যাব, তবু কখনও বেচবো না, যখন তুমি আমাকে না চিনতে পারবে, তখন তোমাকে এই আংটিটি দেখাব। এতে কি লেখা আছে ?

ব্রজে। আমার নাম।

প্রফুল্ল। নাম ? বুকে রাখব।—ভুলো না।

ব্রজে। কখন না।

প্রফুল্ল। ভুলো না।

ব্রজে। কখন না। [প্রস্থান।

(সাগর ও নয়ান-বৌয়ের প্রবেশ)

নয়ান। দিদি, কাল রাত্রে কোথায় শুয়েছিলে ?

প্রফুল্ল। ভাই ! কেউ তীর্থ করলে সে কথা আপনার মুখে বলে না।

নয়ান। সে আবার কি ?

সাগর। বুঝতে পারিস্ নি, কাল উনি আমাকে তাড়িয়ে আমার পালঙ্কে বিষ্ণুর লক্ষ্মী হয়েছিলেন। মিন্‌ষে আবার সোহাগ ক'রে আংটী দিয়েছে, দেখ—দেখ—(হস্ত ধরিয়া দেখান)।

নয়ান। তুই দেখ, আমার অত সুখ-সোহাগ নেই। (প্রফুল্লের প্রতি) দিদি! ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়েছেন, শুনেছ?

প্রফুল্ল। কি কথার উত্তর?

নয়ান। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে কি ক'রে খাবে!

প্রফুল্ল। তার আর উত্তর কি?

নয়ান। ঠাকুর বলেছেন, চুরী-ডাকাতি ক'রে খেতে বলো।

প্রফুল্ল। ভাল, দেখা যাবে।

[নয়ান-বৌয়ের প্রস্থান।

আমি ভাই, আজ চল্‌লেম। এ বাড়ীতে আর আস্‌ব না, তুমি বাপের বাড়ী গেলে সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

সাগর। তুমি আমার বাপের বাড়ী চেনো?

প্রফুল্ল। না চিনি, চিনে যাব।

সাগর। তুমি আমার বাপের বাড়ী যাবে?

প্রফুল্ল। আমার আর লজ্জা কি।

সাগর। তবে চল। তোমার মা তোমার সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে দাঁড়িয়ে আছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(ফুলমণির প্রবেশ)

ফুল। কেন—প্রফুল্ল ঠাকরুণের মা মরেছিল মরেই ছিল, রাত্রিতে অত বড় মেয়ের একা থাকা ভাল দেখায় না ব'লে আমায় কেন রোজ শুতে যেতে বলা, তাই ত দুল্লুভে পোড়ারমুখো ছুঁড়ীকে তার মনিব পোড়ারমুখোর হাতে তুলে দেবার জন্য পরামর্শ আঁট্‌লে। তাই ত টাকার লোভে আর দুল্লুভে পোড়ারমুখোর মন রাখতে ছুঁড়ীকে রাতদুপুরে মুখ বেঁধে পাল্কীতে তুলে দিতে যেতে হলো। বনের মাঝে ডাকাতের ভয়ে বেহারা বেটারা পাল্কী ফেলে পালাল, দুল্লুভে পোড়ারমুখো ছুট্‌ দিলে, আমাকে বেদম হয়ে এসে পড়তে হলো, এই যে অলকি দেখছি উঠে নাইতে গেছে। এই-বারে একটু শুয়ে জুড়ুই! বাবা—রে, বাবা! পা দুটো যেন খসে পড়ছে।

(অলোকমণির প্রবেশ)

অলোক। আবাগী গেলি কোথায়? ওই যে ফুলী দিদি, ফুলী দিদি, তুই এখন এলি!

ফুল। কেন, আমি কোথায় গেছলুম?

অলোক। কোথায় আর যাবি—বামুনদের বাড়ী শুতে গেছলি, তা এত বেলা অবধি এলি নি, তাই জিজ্ঞেস্ কচ্ছি।

ফুল। তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্, তার কি হবে? ভোরের বেলা তোর সুমুখ দিয়ে এসে শুলেম, দেখিস্ নি?

অলোক। সে কি বোন্? আমি তোর বেলা দেখে তিনবার বামুন-দের বাড়ী গিয়ে তোকে খুঁজে এলেম। তা তোকেও দেখলেম না, তাকেও দেখলেম না। হ্যাঁলা, প্রফুল্ল আজ কোথায় গেছে লা?

ফুল। চুপ কর দিদি! চুপ কর, ও কথা মুখে আনিস্ নি।

অলোক। কেন, কি হয়েছে?

ফুল। সে কথা বল্‌তে নেই।

অলোক। কেন্ না?

ফুল। আমরা ছোট লোক, আমাদের দেবতা-বামুনের কথায় কাজ কি বোন্!

অলোক। সে কি? প্রফুল্ল কি করেছে?

ফুল। প্রফুল্ল কি আর আছে?

অলোক। সে কি? কি বলিস্?

ফুল। কারো সাক্ষাতে বলিস্ নি, কাল তার মরা মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

অলোক। অ্যাঁ!

ফুল। হ্যাঁ লো, আমি কি মিছে বল্‌ছি। রোজ যেমন গিয়ে শুই, কালও তেমনি শুয়ে আছি, রাত দুপুরের সময় ঘুম ভেঙ্গে দেখি, তার মরা মা বিছানায় ব'সে কোটর চোখে চাইছে। যেন আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে

আর ঘরের ভেতর হু হু ক'রে ঝড় বইছে। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁতকপাটী গেলেম ; উঠে দেখি, তার মাও নেই, সেও নেই, ঘরখানা অমনি খাঁ-খাঁ কচ্ছে ! দেখিস্—আমার মাথা খাস্, কাকেও যেন বলিস্ নি !

অলোক। না লো না, এ কথা কি বলা যায়।

[কুলমণির প্রস্থান।

বলি যদি ত পাঁচীর মাকে, আর গুন্নির আইকে, পাঁচীর পিসীকে, ভূতীর মাসীকে আর বলি যদি তেরো হতভাগাকে, হরা মড়াকে। আর সেই গোদা পোড়ারমুখোকে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ঠানদিদির কক্ষ

ব্রহ্ম ঠাকরুণ

ব্রহ্ম। (স্বগত) বুঝতে পারি, সেই বড় বৌ ছুঁড়ীকে দেখে পর্য্যন্ত বেজোর এই ব্যায়রামের সূত্রপাত। গিন্নী মাগী কাঁচা। ও টোট্কা-টাট্কায় আর জারক্ নেবুতে ওর কি হবে ? বলে, রুগীর হয়েছে জ্বরবিকার, অষুধ পড়েছে আমাশার। বেজোর অমন মুখ বুজে সওয়া তো আর সইতে পারি না। আজ একবার দেখা পেলে হয়। মনের কথা মুখ ফুটে বলাবো, তবে ছাড়বো। আহা, নয়ান

বৌ ছুঁড়ী আমার কাছে কেঁদে মরে, বলে দু'মাস তার মুখ দেখে নি।

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

হ্যাঁরে বেজো! তুই আর নয়ান বৌয়ের মুখ দেখিস্ নে কেন?

ব্রজে। মুখখানি একে অমাবস্তার রাত্রি, তাতে মেঘ-ঝড় ছাড়া নেই, কাজেই দেখতে বড় সাধ নেই।

ব্রহ্ম। তা মরুক্ গে, সে নয়ান-বৌ বুঝবে। তুই খাস্ না কেন?

ব্রজে। তুমি যে রাঁধ।

ব্রহ্ম। আমি চিরকাল এমনি রাঁধি।

ব্রজে। আজকাল হাত পেকেছে।

ব্রহ্ম। দুধও বুঝি আমি রাঁধি? সেটাও কি রান্নার দোষ?

ব্রজে। গরুগুলোর দুধ বিগড়ে গিয়েছে।

ব্রহ্ম। তুই হাঁ ক'রে রাতদিন ভাবিস্ কি?

ব্রজে। কবে তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম। আর তোর বড়ায়ে কাজ নেই। মুখে অমন অনেকে বলে। শেষ এই নিম্‌গাছের তলায় আমায় গঙ্গায় দিবি। তুলসীগাছটাও দেখতে পাব না। তা তুই ভাবিস্, ভাবিস্। কিন্তু আমার গঙ্গা ভেবে ভেবে এত রোগা হয়ে গেলি কেন?

ব্রজে। ওটা কি কম ভাবনা গা?

ব্রহ্ম। কাল নাইতে গিয়ে রাণায় বসে কি ভাবছিলি? চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো কেন?

ব্রজে। ভাবছিলেম যে, স্নান ক'রে উঠেই তোমার রান্না খেতে হবে। সেই দুঃখে চোখে জল এসেছিলো।

ব্রহ্ম। সাগর এসে রেঁধে দেবে, তা হ'লে খেতে পারবি তো?

ব্রজে। কেন, সাগর ত রোজ রাঁধে। খেলা-ঘরে যাও নি কোন দিন? ধুলো-চচ্চড়ি, কাদার শুক্তো, ইটের ঘণ্ট, একদিন আপনি খেয়ে দেখো না, তার পর আমায় খেতে বোলো।

ব্রহ্ম। প্রফুল্ল এসে রেঁধে দেবে?

ব্রজে। সে যে বাগ্দী।

ব্রহ্ম। বাগ্দী না। সবাই জানে, সে মিছে কথা। তোমার বাপের কেবল সমাজের ভয়। ছেলের চেয়ে কিছু সমাজ বড় নয়। কথাটা কি আবার পাড়বো?

ব্রজে। না, আমার জন্যে সমাজে আমার বাপের মাথা হেঁট হবে, তা কি হয়?

ব্রহ্ম। তা হোক্, আমি এ কথা পাড়বোই পাড়বো।

[প্রস্থান।

ব্রজে। (স্বগত) আহা, তত রূপ, তত গুণ কোথা পাবো? সেই এক দিনেই জেনেছি, তার বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর। আমায় সে পাগল ক'রে গেছে। জানি না, নয়ান না হোয়ে সে যদি আমার ঘরণী গিন্নী হয়ে থাক্তো, তা হ'লে তাকে কত ভাল-বাস্তেম! তত ভালবাসা পেতেম কোথা! সে যে অনেক ভালবাসা, সে ভালবাসা তো বাসা হলো না, সে ভালবাসবার অতৃপ্ত আশা ত মিটলো না, প্রফুল্ল-বিদ্যুৎ একবার চমকেই যে বুকের অন্ধকারে

মিলিয়ে গেল! সেই সোনার প্রতিমাকে তার অধিকারে বঞ্চিত ক'রে, অপমান ক'রে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে চিরকালের জন্য বহিষ্কৃত ক'রে দিতে হয়েছে। সে এখন অন্নের কাঙ্গাল। হয় ত না খেতে পেয়ে সে সুবর্ণ-লতা শুষ্ক হয়ে যাবে। ওহো ওহো, কি হবে,—কি হবে!

(নয়ান-বৌয়ের প্রবেশ)

নয়ান। আঃ, বাঁচলুম, একটা পাপ গেল। এখন ওষুধ-নাওয়া নেয়ে বাঁচবো, এর সঙ্গে আর একটার জন্য ওষুধ-নাওয়া নাইতে পেলেই শরীরটা জুড়োয়।

ব্রজে। কি হয়েছে?

নয়ান। কি আর হবে? তোমার সেই হতভাগী বাগ্দী ছুঁড়ীটা মরেছে।

ব্রজে। কি বল্‌লে—কি বল্‌লে, প্রফুল্ল মরেছে? কে বল্‌লে?

নয়ান। কে আর বল্‌বে, ঠাকুরের কাছে খবর এয়েছে, বাতশেলেস্মার বিকারে মরেছে। মরবার সময় না কি তার মরা মাকে দেখতে পেয়েছিল।

ব্রজে। প্রফুল্ল মরেছে! প্রফুল্ল মরেছে! ওহো, প্রফুল্ল মরেছে!

নয়ান। হ্যাঁ গো, মরেছে! মরেছে, মরেছে! বেশ হয়েছে, আপদ গেছে।

ব্রজে। ওহো, প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, কোথায় তুমি!

[প্রস্থান।

নয়ান। ও মা! এ কি! প'ড়ে গেলেন যে! কি হলো, প'ড়ে গেলেন যে!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ ভগ্নগৃহ

বৃদ্ধ বৈষ্ণব ও প্রফুল্ল

বৃদ্ধ। আঃ, প্রাণ যায়, পিপাসায় প্রাণ যায়। কাছে কেউ নাই! মধুসূদন! মা, তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা? মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য এলে?

প্রফুল্ল। আমি অনাথা, ঘর থেকে ডাকাতেরা আমার মুখ বেঁধে পাল্কী ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, তার পর কি জানি, কেন আমায় পাল্কী শুদ্ধ জঙ্গলে ফেলে পালালো। আমি সারা রাত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে পথ ভুলে এখানে এয়েছি। তুমিও দেখছি অনাথ, তোমার কোন উপকার করৃতে পারি?

বৃদ্ধ। মা! এ অন্তিমসময়ে অনেক উপকার করৃতে পার। জয় নন্দদুলাল! এ সময় মানুষের মুখ দেখতে পেলেম। পিপাসায় প্রাণ যায়, একটু জল দাও। (প্রফুল্ল কর্ত্তৃক জল প্রদান) আ! ক্ষণেকের তরে বাঁচলেম্, মরণের সঙ্গে আরও খানিক যুঝতে পারৃবো।

প্রফুল্ল। তোমার এ দশা কেন বাবা! তুমি কে?

বৃদ্ধ। আমি মা! বুড়ো বৈষ্ণব। আমার কেউ নেই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল। আমি মরৃতে বসেছি দেখে ঘরের জিনিস-পত্র যা কিছু ছিল নিয়ে বৈষ্ণবী পালিয়েছে। আমি মা বৈষ্ণব, ম'লে যাতে আমার সমাজ হয়, সেই চেষ্টায় বৈষ্ণবীকে ব'লে এই ভাঙ্গা বাড়ীর উঠানে একটি গর্ত্ত কাটিয়ে রেখেছি। এখন মা,

তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি ম'লে সেই গর্ত্তে ঠেলে ফেলে দিয়ে মাটী চাপা দিও। বল মা, এই ভিক্ষা আমায় দিলে?

প্রফুল্ল। দিলেম।

বৃদ্ধ। শোন মা, মন দিয়ে শোন। আমার কিছু টাকা পোঁতা আছে। বৈষ্ণবী এ সন্ধান জান্‌ত না, তা হ'লে নিয়ে পালাত। সে টাকাগুলি কাউকে না দিয়ে গেলে আমার প্রাণ বেরুবে না। যদি কাউকে না দিয়ে মরি, তবে যখ হয়ে টাকার কাছে ঘুরে বেড়াব, আমার গতি হবে না। বৈষ্ণবীকে সেই টাকা দেব মনে করেছিলেম; কিন্তু সে ত পালিয়েছে। আর তার সাক্ষাৎ পাব না। তাই তোমাকে সে টাকাগুলি দিয়ে যাচ্ছি। আমার বিছানার নীচে একখানা চৌকো তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তাখানি তুল্‌বে—তুল্লেই একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পাবে। বরাবর সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌বে। ভয় নেই, আলো নিয়ে যাবে। নীচে মাটীর ভিতর এমনি একটি ঘর দেখবে, সেই ঘরের বায়ুকোণে খুঁজো, টাকা পাবে—টাকা টাকা—অনেক টাকা, সোনা রূপা হীরে, মাণিক, মুক্তো, একটা রাজার ভাণ্ডার —এত টাকা—

(মৃত্যু)

প্রফুল্ল। (স্বগত) বৃদ্ধের ত প্রাণবিয়োগ হলো। ওকে গর্ত্তে ফেলে দিয়ে তার পর কি কর্‌বো? কোথায় যাব। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এই ভাঙ্গা অট্টালিকা। এখানেই বা একা কি ক'রে থাক্‌বো?

বাড়ী ফিরে যাব? আবার ত ডাকাতে ধ'রে নিয়ে যাবে। বৃদ্ধ যে অতুল ধনের কথা বল্‌লে, তা নিয়েই বা যাব কি করে? লোক দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে গেলে জানাজানি হবে—চোর-ডাকাতে কেড়ে নেবে। লোকই বা পাব কোথায়? যাকে পাব তাকেই বা বিশ্বাস কি? আমাকে মেরে ফেলে টাকাগুলি কেড়ে নিতে কতক্ষণ? অত ধনের রাশির লোভ কে সম্বরণ কর্‌বে। অদৃষ্টে যাই হোক্, দারিদ্র্যদুঃখ আর সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। এই-খানেই থাক্‌বো। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এ জঙ্গলে তফাৎ কি? সেখানেও আমাকে ডাকাতে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল, এখানেও না হয় তাই কর্‌বে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ কুটীর-সম্মুখ।

(এক দিক্ দিয়া প্রফুল্ল ও অপর দিক্ দিয়া ভবানী পাঠকের প্রবেশ)

ভবানী। তুমি কোথা যাবে মা?

প্রফুল্ল। আমি হাটে যাব।

ভবানী। এ দিকে হাটের পথ কোথা?

প্রফুল্ল। তবে কোন্ দিকে?

ভবানী। তুমি কোথেকে আস্‌ছো?

প্রফুল্ল। এই জঙ্গল থেকেই।

ভবানী। এই জঙ্গলেই তোমার বাস?

প্রফুল্ল। হাঁ।

ভবানী। তবে তুমি হাটের পথ চেন না?

প্রফুল্ল। আমি নতুন এসেছি।

ভবানী। এ বনে কেউ ইচ্ছাপূর্ব্বক আসে না, তুমি কেন এলে?

প্রফুল্ল। আমাকে হাটের পথ ব'লে দিন।

ভবানী। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যেতে পারবে না। চোর-ডাকাতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে?

প্রফুল্ল। আর কেউ নেই।

ভবানী। (স্বগত) এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি? (প্রকাশ্যে) তুমি একা হাটে যেও না, বিপদে পড়বে। এইখানে, ঐ দেখ, আমার একখানা দোকান আছে, যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান থেকে চাল ডাল কিন্‌তে পার।

প্রফুল্ল। সেই হ'লেই ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে তো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত দেখছি।

ভবানী। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অনেক রকম আছে। বাছা, তুমি আমার সঙ্গে এস। (কুটীরের চাবি খুলিয়া) এখানে এই দেখ—হাঁড়ী, কলসী, চাল, ডাল, নুণ, তেল, কাঠ যথেষ্ট আছে। তুমি যা একা বয়ে নিয়ে যেতে পার, তাই নিয়ে যাও।

প্রফুল্ল। (দ্রব্য লইয়া) যে আজ্ঞে, এর দাম কত দিতে হবে?

ভবানী। এক আনা।

প্রফুল্ল। আমার কাছে পয়সা নেই।

ভবানী। টাকা আছে দাও, ভাঙ্গিয়ে দিই।

প্রফুল্ল। আমার কাছে টাকাও নাই।

ভবানী। তবে কি নিয়ে হাটে যাচ্ছিলে?

প্রফুল্ল। একটি মোহর আছে।

ভবানী। দেখি (দেখিয়া) মোহর ভাঙ্গাইয়া দিই, আমার কাছে এত টাকা নেই। চল, তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই। তুমি সেই-খানে আমায় পয়সা দিও।

প্রফুল্ল। ঘরেও আমার পয়সা নেই।

ভবানী। সবই মোহর? তা হক্, চল, তোমার ঘর চিনে আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়ে নিয়ে আস্‌বো।

প্রফুল্ল। না, আপনি এ সব ফিরিয়ে নিন, আমাকে হাটেই যেতে হবে, আমার কাপড়-চোপড়ের বরাত আছে।

ভবানী। মা! তুমি মনে কর্‌ছো, আমি তোমার বাড়ী চিনে এলে, তোমার মোহরগুলি চুরি ক'রে নেবো। তা তুমি কি মনে কর্‌ছ, হাটে গেলেই আমার হাত এড়াতে পার্‌বে! আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়লে তুমি ছাড়াবে কি ক'রে? দেখ মা, তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা কর্‌বো না। আমাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মনে কর

আর যাই মনে কর, আমি ডাকাতের সর্দ্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।

প্রফুল্ল। ভবানী পাঠক! ভবানী পাঠক! বিখ্যাত দস্যু। তার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। সেই ভবানী পাঠক আপনি—কি ক'রে বিশ্বাস করি?

ভবানী। বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।

(দামামা ও নাগরা বাহির করত আঘাত)

(রংরাজ ও লাঠিয়ালগণের প্রবেশ)

রংরাজ। কি আজ্ঞা হয়?

ভবানী। এই বালিকাকে তোমরা চিনে রাখো, এঁকে আমি মা বলেছি, এঁকে তোমরাও সকলে মা বল্‌বে, আর মা'র মত দেখবে। তোমরা এঁর কোন অনিষ্ট কর্‌বে না, আর কাকেও কর্‌তে দেবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।

[রংরাজ ও লাঠিয়ালগণের প্রস্থান।

প্রফুল্ল। (স্বগত) এঁর শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই, (প্রকাশ্যে) চলুন, আপনাকে আমার বাড়ী দেখাচ্ছি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ভগ্ন অট্টালিকা

ভবানী পাঠক ও প্রফুল্ল

ভবানী। এই ভাঙ্গা বাড়ীতে তুমি মোহর পেয়েছ মা?

প্রফুল্ল। আজ্ঞে হাঁ।

ভবানী। কত?

প্রফুল্ল। অনেক।

ভবানী। ঠিক্ বল কত! ভাঁড়াভাঁড়ি কর্‌লে আমার লোক এসে বাড়ী খুঁড়ে দেখবে।

প্রফুল্ল। কুড়ি ঘড়া।

ভবানী। এ অর্থ নিয়ে তুমি কি কর্‌বে?

প্রফুল্ল। দেশে নিয়ে যাব।

ভবানী। রাখতে পার্‌বে?

প্রফুল্ল। আপনি সাহায্য কর্‌লে পারি।

ভবানী। এই বনে আমার পূর্ণ অধিকার, এই বনের বাইরে আমার তেমন ক্ষমতা নেই। এ বনের বাইরে অর্থ নিয়ে গেলে আমি রাখতে পার্‌বো না।

প্রফুল্ল। তবে আমি এই বনেই অর্থ নিয়ে থাক্‌বো। আপনি রক্ষা কর্‌বেন?

ভবানী। কর্‌বো। কিন্তু তুমি এত অর্থ নিয়ে কি কর্‌বে?

প্রফুল্ল। লোকে ঐশ্বর্য্য নিয়ে কি করে?

ভবানী। ভোগ করে।

প্রফুল্ল। আমিও ভোগ কর্‌বো।

ভবানী। (উচ্চ হাস্য করিয়া) মা! বোকা মেয়ের মত কথাটা বল্‌লে, তাই হাস্‌লেম। তোমার ত কেউ নেই বলেছ, তুমি কাকে নিয়ে এ ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্‌বে? একা কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়? শোন, ঐশ্বর্য্য নিয়ে কেউ ভোগ করে, কেউ পুণ্যসঞ্চয় করে, কেউ নরকের পথ পরিষ্কার করে। তোমার ভোগ কর্‌বার যো নেই; কেন না, তোমার কেউ নেই। তুমি পুণ্যসঞ্চয় কর্‌তে পার, না হয় নরকের পথ পরিষ্কার কর্‌তে পার, কোন্‌টা কর্‌বে?

প্রফুল্ল। এ সকল কথা ত ডাকাতের সর্দ্দারের মত নয়।

ভবানী। না। আমি কেবল ডাকাতের সর্দ্দার নই, অন্ততঃ তোমার কাছে আর আমি ডাকাতের সর্দ্দার নই। তোমাকে আমি মা বলেছি, সুতরাং আমি এখন তোমার পক্ষে যা ভাল, তাই বল্‌বো। অর্থের ভোগ তোমার হ'তে পারে না; কেন না, তোমার কেউ নেই। তবে এই ধনের দ্বারা বিস্তর পাপ, অথবা বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় কর্‌তে পার। কোন্ পথে যেতে চাও?

প্রফুল্ল। যদি বলি পাপই কর্‌বো?

ভবানী। আমি তা হ'লে লোক দিয়ে, তোমার অর্থ তোমার সঙ্গে দিয়ে, তোমাকে এ বনের বার ক'রে দেব। এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে, যে তোমার এই অর্থের লোভে তোমার সঙ্গে পাপাচরণ কর্‌তে সম্মত হবে। অতএব তোমার সে মতি

হ'লে আমি তোমাকে এই দণ্ডেই এখান হ'তে বিদায় করতে বাধ্য। এ বন আমারই।

প্রফুল্ল। লোক দিয়ে আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কি?

ভবানী। রাখতে পারবে কি? তোমার রূপ আছে—যৌবন আছে। যদিও চোর-ডাকাতের হাতে উদ্ধার পাও—কিন্তু রূপ-যৌবনের হাতে উদ্ধার পাবে না। পাপের লালসা না ফুরাতে ফুরাতে অর্থ ফুরাবে। যতই কেন অর্থ থাক্ না, শেষ করলে, শেষ হ'তে বিস্তর দিন লাগে না, তার পর?

প্রফুল্ল। তার পর কি?

ভবানী। নরকের পথ পরিষ্কার, অথচ লালসা আছে; কিন্তু লালসা-পরিতৃপ্তির উপায় নেই, সেই নরকের পরিষ্কার পথ। পুণ্য-সঞ্চয় করবে?

প্রফুল্ল। বাবা! আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাব। আমি বড় কাঙ্গাল, আমার অন্ন-বস্ত্র জুটলেই ঢের। আমি অর্থ চাই না, দিনপাত হ'লেই হলো। এ অর্থ আপনি নিন। আমি নিষ্পাপে যাতে এক মুটো অন্ন পাই, তার ব্যবস্থা ক'রে দিন।

ভবানী। (স্বগত) ধন্য নারী—ধন্য তুমি! (প্রকাশ্যে) মা, অর্থ তোমার, আমি নেব না। তুমি ভাবছ, ডাকাতী ক'রে পরের অর্থ কেড়ে খায়, আবার এ রকম ভাণ করে কেন? সে কথা তোমায় এখন বলবার প্রয়োজন নাই। তবে তুমি যদি পাপাচরণে প্রবৃত্ত

হও, তবে এ ধন তোমার লুট ক'রে নিলেও নিতে পারি। এখন এ অর্থ নেব না। তোমায় আবার জিজ্ঞাসা করছি, এ অর্থ নিয়ে তুমি কি করবে ?

প্রফুল্ল। আপনি দেখছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখিয়ে দিন, অর্থ নিয়ে কি করবো ?

ভবানী। শিখিয়ে দিতে পাঁচ-সাত বছর লাগবে। যদি শেখ, আমি শিখিয়ে দিতে পারি। এই পাঁচ সাত বছর তুমি অর্থ স্পর্শ ক'রো না। তোমার ভরণপোষণের কোন কষ্ট হবে না। তোমার খাবার পরবার জন্য যা-যা আবশ্যক, তা আমি পাঠিয়ে দেব ; কিন্তু আমি যা বলবো, তাতে দ্বিরুক্তি না ক'রে মানতে হবে। কেমন, স্বীকৃত আছ।

প্রফুল্ল। থাকবো কোথা ?

ভবানী। এই খানে। ভাঙ্গা-চোরা একটু-আধটু মেরামত ক'রে দেব।

প্রফুল্ল। এইখানে একা থাকবো ?

ভবানী। না, দুই জন স্ত্রীলোক আমি পাঠিয়ে দেব। তারা তোমার কাছে থাকবে। কোন ভয় করো না। এ বনে আমি কর্ত্তা। আমি থাকতে তোমার কোন অনিষ্ট ঘট্‌বে না।

প্রফুল্ল। আপনি কিরূপে শেখাবেন ?

ভবানী। তুমি লিখতে পড়তে জান ?

প্রফুল্ল। না।

ভবানী। তবে প্রথমে লেখাপড়া শেখাব। আমি এখন আসি—দু'জন স্ত্রীলোক পাঠিয়ে দিই গে।

[প্রস্থান।

প্রফুল্ল। (স্বগত) পরম জ্ঞানী—পণ্ডিত ; তবে এ ডাকাতের আবরণ কেন ? দেবতার মত কথা, অসুরের মত কার্য্য কেন ? এ কি রহস্য কে জানে ! সংসারে সৎলোকের স্থান নাই ব'লে কি এই কানন-রাজ্যে এসে রাজত্ব কর্‌ছেন ! না, অন্য কিছু কারণ আছে !

(গোবরার মা'র প্রবেশ)

প্রফুল্ল। তোমার নাম কি গা ?

গোব-মা। কি বল্‌ছো ?

প্রফুল্ল। তোমার নাম কি ?

গোব-মা। আমি কে জান না ? আমি গোবরার মা।

প্রফুল্ল। গোবরার মা ! তোমার ক'টি ছেলে গা ?

গোব-মা। আমি ছিনু আর কোথা ? বাড়ীতে ছিনু।

প্রফুল্ল। তুমি কি জেতের মেয়ে ?

গোব-মা। যেতে আস্‌তে খুব পার্‌বো, যেখানে বল্‌বে, সেইখানে যাবো।

প্রফুল্ল। বলি তুমি কি লোক ?

গোব-মা। আর তোমার, লোকে কাজ কি মা ! আমি একাই

তোমার সব কাজ ক'রে দেব। কেবল দু'টো একটা কাজ পারবো না।

প্রফুল্ল। পারবে না কি ?

গোব-মা। পারবো না কি ? এই জল তুলতে পারবো না। আমার কাঁকালে জোর নেই। আর কাপড়-চোপড় কাচা, তা না হয় মা, তুমিই করো।

প্রফুল্ল। আর সব পারবে ত ?

গোব-মা। বাসন-টাসনগুলো মাজা, তাও না হয় তুমি আপনিই করলে।

প্রফুল্ল। তাও পারবে না ;—তবে পারবে কি ?

গোব-মা। আর এমন কিছু না। এই ঘর ঝেঁটনো, ঘর নিকনো, এটাও বড় পারি নে।

প্রফুল্ল। তবে পারবে কি ?

গোব-মা। আর যা বল। শোলতে পাকাব, জল গড়িয়ে দেব, আমার এঁটো পাতা ফেলব, আর আসল কাজ যা যা, তাই করবো ; হাট করবো।

প্রফুল্ল। ব্যাসাতির হিসেবটা দিতে পারবে ?

গোব-মা। তা মা! আমি বুড়ো মানুষ, হালা-কালা, আমি কি অত পারি ? তবে কড়িপাতি যা দেবে, তা সব খরচ ক'রে আসবো। তুমি বলতে পারবে না যে, আমার এই খরচটা হলো না।

প্রফুল্ল। (হাসিয়া) বাছা! তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।

গোব-মা। তা মা, যা বল, তোমার আপনার গুণে।

(নিশির প্রবেশ ও গীত)

আমি সদাই হেসে হেসে, বেড়াই ভেসে ভেসে
এ ভব-সাগরে তরি না।
যার তারই আমি, তারই অনুগামী,
তারই কর্ম্ম বই করি না॥
(বেচে) এনেছে, এসেছি, রেখেছে র'য়েছি,
রূপ দেছে রূপে রূপসী হয়েছি,
ঢল ঢল ঢল যৌবন পেয়েছি
তারই প্রাণ বই ধারি না।
(তার) রূপ দিছি তায় দেখুক শুনুক
যৌবন দিয়েছি, রাখুক, ঢাকুক,
প্রাণ দিছি ভালবাস্‌তে হয় বাসুক্
অত শত ভেবে মরি না॥

প্রফুল্ল। তোমার নাম কি গা?

নিশি। তা ভাই জানি না।

প্রফুল্ল। সে কি, বাপ-মায়ে কি নাম রাখে নি?

নিশি। রাখাই সম্ভব। কিন্তু আমি সবিশেষ অবগত নই।

প্রফুল্ল। সে কি গো?

নিশি। জ্ঞান হবার আগে হ'তে আমি বাপ-মার কাছ ছাড়া, ছেলে-বেলায় আমায় ছেলে-ধরায় চুরি ক'রে নিয়ে গেছলো।

প্রফুল্ল। বটে! তা তারাও তো একটা নাম রেখেছিল?

নিশি। নানা রকম।

প্রফুল্ল। কি কি?

নিশি। পোড়ারমুখী, লক্ষ্মীছাড়ী, হতভাগী, আঁটকুড়ী, চুলোমুখী।

গোব-মা। যে আমায় পোড়ার-মুখী বলে, সেই পোড়ার-মুখী, যে আমায় চুলোমুখী বলে, সেই চুলোমুখী, যে আমায় আঁটকুড়ী বলে, সেই আঁটকুড়ী।

নিশি। (হাসিয়া) আঁটকুড়ী বলি নি বাছা!

গোব-মা। তুই আঁটকুড়া বল্‌লেও বলেছিস্, না বল্‌লেও বলেছিস্। কেন বল্‌বি না?

প্রফুল্ল। তোমাকে বল্‌ছে না, ও আমাকে বল্‌ছে।

গোব-মা। ও কপাল! আমাকে না? তা বলুক মা, বলুক, তুমি রাগ করো না, ও বাম্‌নীর মুখটা বড় কদুয্যি। তা বাছা, রাগ কর্‌তে নেই।

প্রফুল্ল। বাম্‌নী? তা আমায় এতক্ষণ বল নি? আমার প্রণাম করা হয় নি। (প্রণাম)

নিশি। আমি বামুনের মেয়ে বটে, এরূপ শুনেছি, কিন্তু বাম্‌নী নই।

প্রফুল্ল। সে কি?

নিশি। বামুন জোটে নি?

প্রফুল্ল। বে হয় নি! সে কি?

নিশি। ছেলে-ধরায় কি বিয়ে দেয়।

প্রফুল্ল। চিরকাল তুমি ছেলে-ধরার ঘরে?

নিশি। না, ছেলে-ধরায় এক রাজার বাড়ী বেচে এয়েছিল।

প্রফুল্ল। রাজারা বিয়ে দিলে না?

নিশি। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বিবাহটা গন্ধর্ব্বমত।

প্রফুল্ল। নিজে পাত্র বুঝি?

নিশি। নয় ত আর কি? তাও ক'দিনের জন্য, বল্‌তে পারি নে।

প্রফুল্ল। তার পর?

নিশি। রাজমহিষী কিছু গয়না দিয়েছিলেন। গয়না-সমেত পালিয়েছিলুম। সুতরাং ডাকাতের হাতে পড়লেম, সে ডাকাতের দলপতি ভবানী ঠাকুর। তিনি আমার কাহিনী শুনে আমার গহনা নিলেন না, বরং আরও কিছু দিলেন; আপনার গৃহে আমায় আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁর কন্যা, তিনি আমার পিতা, তিনি আমাকে একপ্রকার সম্প্রদান করেছেন।

প্রফুল্ল। এক প্রকার কি?

নিশি। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্রফুল্ল। সে কি রকম?

নিশি। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্রফুল্ল। তিনিই তোমার স্বামী?

নিশি। হ্যাঁ, কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল। বল্‌তে পারি নে, কখনও স্বামী দেখ নি, তাই বল্‌ছো। স্বামী দেখলে কখনও শ্রীকৃষ্ণে মন উঠত না।

নিশি। শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠতে পারে। কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত!

প্রফুল্ল। আমি অত কথা ভাই, বুঝতে পারি নি। তোমার নামটি কি, এখনও ত বল্‌লে না।

নিশি। ভবানী ঠাকুর নাম রেখেছেন নিশি, আমি দিবার বোন্‌ নিশি। দিবাকে এক দিন আলাপ কর্‌তে নিয়ে আস্‌বো। কিন্তু যা বল্‌ছিলুম, শোন। তোমার মতে স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা অথচ শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা, দুটো দেবতা কেন ভাই? ঈশ্বর দুই কি? তা যদি হয়, তা হ'লে এই ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ কর্‌লে কতটুকু থাকে?

প্রফুল্ল। দূর! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে? ভাগ কর্‌তে হবে কেন?

নিশি। মেয়েমানুষের ভালবাসারও শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর—

প্রফুল্ল। আমি তা আজও জান্‌তে পারি নি। আমার দুই-ই নতুন। (রোদন)।

নিশি। ও কি, কাঁদ কেন? ওঃ, বুঝেছি, তুমি বড় দুঃখ পেয়েছ, এতো জান্‌তেম না, ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতি-ভক্তি।

(প্রফুল্লের চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে নিশির গীত)

ঝর্‌ ঝর্‌ দর দর নয়নে বারি ;—
কেন কেন কিশোরী।
সতি সোহাগে সাকার পতি শ্রীপতি তরি॥

ওলো দে ভালবাসা, ওলো দে ভালবাসা,
প্রেম-যত্নে মনে পূজি সোহাগ করি ;
বুকে তুলে নে, তুলে নে,—ওলো শ্রীহরি স্মরি ॥

[সকলের প্রস্থান ।

(ভবানী ও রঙ্গরাজের প্রবেশ)

ভবানী। রঙ্গরাজ, এখানে কেন ?

রঙ্গ। আপনার সন্ধানে, আপনি এখানে কেন ?

ভবানী। যা এত দিন সন্ধান কর্‌ছি, তা পেয়েছি।

রঙ্গ। রাজা ?

ভবানী। রাণী।

রঙ্গ। রাজা-রাণী আর খুঁজতে হবে না। কোম্পানী রাজা হচ্ছে। কল্‌কেতায় নাকি নতুন রাজ্য ফেঁদেছে।

ভবানী। আমি সে রকম রাজা খুঁজছি না। আমি খুঁজি যা, তা ত তুমি জান।

রঙ্গ। এখন পেয়েছেন কি ?

ভবানী। সে সামগ্রী পাবার নয়, তোয়ের ক'রে নিতে হবে। জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গ'ড়ে নেয়। ইস্পাত ভাল পেয়েছি ; এখন পাঁচ সাত বছর ধ'রে গোড়তে শাণতে হবে। দেখ, এই বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর কোন পুরুষমানুষ না প্রবেশ কর্‌তে পারে। মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী।

রঙ্গ। যে আজ্ঞে। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুটেছে, তাই আপনাকে খুঁজছি।

ভবানী। ভাল, তবে ইজারাদারের কাছারী লুটে গ্রামের লোকের অর্থ গ্রামের লোকদের দিয়ে এসো। গ্রামের লোক আনুকূল্য করবে।

রঙ্গ। বোধ হয় পারে।

ভবানী। ভাল, তবে যাও!

[রঙ্গরাজের প্রস্থান।

নিশি, আমার মা জননীকে নিয়ে এস।

(নিশি ও প্রফুল্লের প্রবেশ)

(নিশির গীত)

ওগো উথলিছে এ ভক্তি-ভরা প্রাণ,
এ ভাদ্দুরে গাঙ্, দুকূল কাণে কাণ;
তাতে ষাঁড়া-ষাঁড়ি জোর কোটালে—
জোর ডেকেছে বান্!
বাঁধন ভাঙ্গতে চায় ঠেলে
ঢেউয়ের পিছে ঢেউ, পিছে ঢেউ, আছড়ে দেয় ফেলে।
বিষম একটা টান, টানের মুখে কূটো দিলে খান খান॥

ভবানী। শোন মা! যে প্রণালীতে তোমায় শিক্ষা প্রদান করবো তা সব মনোযোগ দিয়া শোন। নিশি, এ শিক্ষার সাথী তুমি—তুমিও শোন। এ শিক্ষায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করতে হবে।

পঠন,—প্রথম বৎসরে বর্ণশিক্ষা, ব্যাকরণ। দ্বিতীয়ে ভট্টি, রঘু, কুমার ও নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্য ও অভিধান। তৃতীয়ে—সাঙ্খ্য, বেদান্ত ও ন্যায়। চতুর্থে—সবিস্তার যোগ-শাস্ত্র। পঞ্চমে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অশন;—প্রথম বৎসরে মোটা চাউল, সৈন্ধব-লবণ, ঘৃত, আর কাঁচকলা। দ্বিতীয়ে—নুণ, লঙ্কা, ভাত। তৃতীয়ে—ঐ নুণ, লঙ্কা, ভাত। চতুর্থে—উপাদেয় ভোজ্য-সামগ্রী। পঞ্চমে—যথেচ্ছা ভোজন। বসন,—প্রথম বৎসরে চারিখানি মাত্র কাপড়। দ্বিতীয়ে—দুইখানি ও তৃতীয়ে গ্রীষ্মকালে মোটা গড়া; শীতকালে ঢাকাই মলমল। চতুর্থে—পাটের কাপড়, ঢাকাই কল্কাদার শান্তিপুরে। পঞ্চমে—ইচ্ছামত। শয়ন;—প্রথম বৎসরে তুলার তোসকে তুলোর বালিসে নিদ্রা ত্রি-যাম। দ্বিতীয়ে—বিচালীর বালিসে বিচালীর বিছানায় নিদ্রা দ্বি-যাম। তৃতীয়ে—ভূমিশয্যায় নিদ্রা দুই দিন অন্তর এক দিন জাগরণ। চতুর্থে—কোমল দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় নিদ্রা, তন্দ্রা এলেই। পঞ্চমে—স্বেচ্ছামত, নিদ্রা ও স্বেচ্ছামত কেশ-বিন্যাস সম্বন্ধে প্রথম বৎসরে—তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষই বাঁধা থাক্‌বে। দ্বিতীয়ে—চুল বাঁধাই হবে না; দিবারাত্র ঐ চুলের রাশ আলুলায়িত থাক্‌বে। তৃতীয়ে—মস্তক মুণ্ডন। চতুর্থে—নূতন কেশ গন্ধতৈলের দ্বারা নিষিক্ত ক'রে সর্ব্বদা রঞ্জিত কর্‌বে। পঞ্চমে—স্বেচ্ছাচার। এ সমস্ত ছাড়া দ্বিতীয় বৎসর হ'তে মা, আর একটি কার্য্য কর্‌তে হবে।

প্রফুল্ল। কি বাবা!

ভবানী। বাছা একটু মল্ল-যুদ্ধ শিখতে হবে।

প্রফুল্ল। ঠাকুর আর যা বলেন তা শিখবো, ঐটী পারবো না।

ভবানী। ঐটি নইলে নয়।

প্রফুল্ল। সে কি ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখে কি করবে?

ভবানী। ইন্দ্রিয়-জয়ের জন্য। দুর্ব্বল শরীরে ইন্দ্রিয়-জয় করতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়-জয় হয় নাই।

প্রফুল্ল। কে আমাকে মল্ল-যুদ্ধ শেখাবে? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্ল-যুদ্ধ শিখতে পারবো না।

ভবানী। নিশি শেখাবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে, তারা বলিষ্ঠ বালক বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না। তাদের সম্প্রদায়ে থেকে নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখেছিলো। আমি এ সকল ভেবেচিন্তেই নিশিকে তোমার কাছে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। তবে শিখব।

ভবানী। আর একটি কথা। প্রথম বৎসরে—এ বাড়ীতে কোন পুরুষকে আসতে দেব না। তুমিও বাড়ীর বাইরে গিয়ে, কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করতে পাবে না। দ্বিতীয় বৎসরে—পুরুষের সঙ্গে আলাপ নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু কোন পুরুষ এ বাড়ীতে প্রবেশ করতে পাবে না। তৃতীয় বৎসরে—আমার বাছা-বাছা শিষ্য সঙ্গে নিয়ে আসবো, তুমি মুণ্ডিত মস্তকে অবনত মুখে তাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করবে। চতুর্থ বৎসরে—আমার অনুচরদের মধ্যে বাছা-বাছা লাঠিয়াল সঙ্গে আনবো, তাদের সঙ্গে মল্ল-যুদ্ধ করবে। পঞ্চম

বৎসরে—কোন বিধি নিষেধ নাই। প্রয়োজন মত পর পুরুষের সঙ্গে আলাপ করবে, নিষ্প্রয়োজনে নয়।

প্রফুল্ল। যে আজ্ঞে, তবে আজ হতেই আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত হই।

ভবানী। হু! আজ হতেই; মা, পাঁচ বৎসরের অভ্যাসে তুমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্য-পাত্রী হবে। আমি চক্ষে দেখে জন্ম সফল করবো। আমার মা বলা সার্থক হবে।

[ভবানীর প্রস্থান।

নিশির গীত

আমার তপ্ত কাঁচা সোণা,
এতে সোহাগার তো ভর সবে না।
আপনি গ'লে চল চলাবে টল-টলাবে আর রবে না।
আমার তপ্ত কাঁচা-সোণা;
ছাঁচে ফেল্‌বার তো তর সবে না।
আপনি পড়ে গড়িয়ে গড়ন গড়বে আপন আর রবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভগ্ন-অট্টালিকা

ভবানী, প্রফুল্ল ও নিশি

ভবানী। পাঁচ বৎসর হ'ল তোমার শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। আজ সমাপ্ত হ'ল। এখন তোমার হস্তগত অর্থ তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করো, আমি নিষেধ কর্‌বো না। আমি পরামর্শ দেব, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর। আহার আর আমি যোগাব না, তুমি আপনি আপনার দিনপাতের উপায় কর্‌বে। কটা কথা ব'লে দেই। কথাগুলি অনেকবার বলেছি আর একবার বলি। এখন তুমি কোন্ পথ অবলম্বন কর্‌বে?

প্রফুল্ল। কর্ম্ম কর্‌বো, জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নয়।

ভবানী। ভাল, ভাল, শুনে সুখী হ'লেম, কিন্তু কর্ম্ম অনাসক্ত হ'য়ে করতে হবে। মনে আছে ত ভগবান্ ব'লেছেন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

এখন অনাসক্তি কি তা জান। এর প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়-সংযম। এই পাচবৎসর ধরে তোমাকে যা শিখিয়েছি, এখন আর বেশী

বল্‌তে হবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ নিরহঙ্কার। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। ভগবান্ ব'লেছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্মকৃত, তাহা 'আমি কর্‌লেম' এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর, তোমার গুণে তা হ'ল, কখনও তা মনে ক'রো না। কর্‌লে পুণ্য কর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর তৃতীয় লক্ষণ এই যে, সর্ব্ব কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর্‌বে। ভগবান্ বলেছেন,—"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্। এখন বল দেখি মা! তোমার এই ধন-রাশি নিয়ে তুমি কি কর্‌বে?

প্রফুল্ল। যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর্‌লেম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর্‌লেম।

ভবানী। সব?

প্রফুল্ল। সব।

ভবানী। ঠিক তা হ'লে কর্ম্ম অনাসক্ত হবে না। আপনার আহারের জন্মে যদি তোমাকে চেষ্টিত হ'তে হয়, তা হ'লে আসক্তি জন্মাবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষা-বৃত্ত হ'তে হ'বে, নয় এই অর্থ হতেই দেহরক্ষা কর্ত্তে হবে। ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হ'তে আপনার দেহরক্ষা কর্‌বে। আর সব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে এ ধন পৌঁছিবে কি প্রকারে?

প্রফুল্ল। শিখেছি, তিনি সর্ব্বভূতস্থিত। অতএব সর্ব্বভূতে এ ধন বিতরণ কর্‌বো।

ভবানী। ভাল, ভাল। ভগবান্ স্বয়ং বলেছেন,

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

কিন্তু এই সর্ব্বভূত-সংক্রামক দানের জন্য, অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন, তা কি তুমি পার্‌বে?

প্রফুল্ল। এত দিন কি শিখলুম?

ভবানী। সে কষ্টের কথা বল্‌ছি শোন। কথনও কখন কিছু দোকানদারী চাই—কিছু বেশবিন্যাস, কিছু ভোগবিলাসের ঠাট্ প্রয়োজন হবে। সে বড় কষ্ট, সইতে পার্‌বে।

প্রফুল্ল। সে কি রকম?

ভবানী। শোন, আমি ত ডাকাতী করি তা পূর্ব্বেই বলেছি।

প্রফুল্ল। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক, এই ধন নিয়ে, ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম্ম হ'তে ক্ষান্ত হ'ন।

ভবানী। ধনে আমার কোন প্রয়োজন নেই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাতী করি না।

প্রফুল্ল। তবে কি?

ভবানী। আমি রাজত্ব করি।

প্রফুল্ল। ডাকাতী কি রকম রাজত্ব?

ভবানী। যার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্রফুল্ল। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভবানী। এ দেশে রাজা নেই। মুসলমান লোপ পেয়েছে। কোম্পানী সম্প্রতি ঢুকেছে, তারা রাজ্যশাসন করতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

প্রফুল্ল। ডাকাতী ক'রে?

ভবানী। শোন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকীদারের ঘর বাড়ী লুট ক'রে লুকোনো অর্থের তল্লাসে ঘর ভেঙ্গে, মেজে খুঁড়ে দেখে, পেলে একগুণের যায়গায় সহস্রগুণ নিয়ে যায়, না পেলে মারে, বাঁধে, ধ'রে কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালিয়ে দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন থেকে শালগ্রাম ফেলে দেয়, শিশুর পা ধরে আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়ে দলে, বৃদ্ধের চোকের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরে বেঁধে রাখে, যুবতীকে কাছারীতে নিয়ে গিয়ে সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে। মারে, স্তন কেটে ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান—চরম বিপদ, সর্ব্বসমক্ষেই তা প্রাপ্ত করায়। এই দুরাত্মাদের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি, তা তুমি দু'দিন সঙ্গে থেকে দেখবে?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, আমি সঙ্গে যাব। ধন-ব্যয়ে যদি আমার এখন অধিকার হয়েছে, তবে আমি ধন সঙ্গে নিয়ে যাব। দুঃখীদের দিয়ে আসব।

ভবানী। এই কাজে দোকানদারী চাই বল্‌ছিলুম। যদি আমার সঙ্গে যাও, সন্ন্যাসিনী বেশে এ কাজ সিদ্ধ হবে না। কিছু কিছু ঠাট্ সাজাতে হবে।

প্রফুল্ল। কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেছি! কর্ম্ম তাঁর, আমার নয়। কর্ম্মোদ্ধারের জন্য যে সুখ দুঃখ, তা আমার নয় তাঁরই। তাঁর কর্ম্মের জন্য যা করতে হয় কর্‌বো।

[ভবানীর প্রস্থান।

প্রফুল্লের গীত

আমি কিছু নই রে, ভবে এনেছে এসেছি রেখেছে রয়েছি।
অজানা অচেনা আপনার সে।
ফিরি যে রাগে ফিরায় করি যা করায়
কর্ম্মফল তাঁর সঁপি তারে
তাঁর খেলাঘরে খেলি, যত আঁখি মেলি,
আমার আমার থাকে না রে,
মহা আমি মোহিনী মায়ায়।
মহা খেলা তাঁর মুখে সে খেলায়
আমার বলিতে রাখে না রে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগরের পিত্রালয়

ব্রজেশ্বরের শ্বশুর ও সাগর আসীন

ব্রজে-শ্ব। শোন মা! তুমি বালিকা হলেও বুদ্ধিমতী, তোমায় বলি, দশবার লোক পাঠিয়ে নিজে গিয়ে যাকে কখনও পাই নি, সেই জামাই বাবাজী নিজে খবর পাঠিয়ে আজ আস্‌ছেন, আঁদের জিনিষ হ'লেও বিষয়ী লোক, এর ভেতর একটা মতলবের গন্ধ পাই নি কি? তাতে আবার সরকারী খাজনার দায়ে বাবাজীর বাপের সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেছে, ইজারাদার দেবীসিংহের পঞ্চাশ হাজারের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছে। এ সময় ধনী লোক আমি, ভাবতে পারি না কি, যে আপনি আছেন ডহর পানিতে, পোলায়ে পাঠিয়েছেন চর। তা তুমি মা, আমার বুদ্ধিমতী, ফলে যদি কিছু বাঁকা কাজ হয়, তাতে ভয় পেয়ো নি' জামাই আমার পর হবে না। আমি ম'লে যে, সব তার। এই যে বাবাজী আস্‌ছেন?

[সাগরের প্রস্থান।

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

এস বাবা এস, বাড়ীর সব মঙ্গল ত?

ব্রজে। আজ্ঞে, না। বড় বিপদ, বাবাকেও হয় ত কয়েদ হ'তে হবে।

ব্রজে-শ্ব। হাঁ শুনেছি দেবীসিংহের দায়ে, তা তিনি পাকা লোক হ'য়ে এত বাকী ফেল্‌লেন কেন ?

ব্রজে। তা জানি না। কিন্তু আপনার যথেষ্ট অর্থ আছে, আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিন, বাবাকে এ যাত্রা রক্ষা করি।

ব্রজে-শ্ব। বাপু হে! আমার যে টাকা—সে তোমারই জন্যে আছে। আমার আর কে আছে বল। কিন্তু টাকাগুলি যতদিন আমার হাতে আছে, তত দিন আছে, তোমার বাপকে দিলে কি আর থাক্‌বে! মহাজনে খাবে; অতএব কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট কর্‌তে চাও ?

ব্রজে। তা হ'ক্! আমি অর্থের প্রত্যাশী নই। আমার বাবাকে বাঁচান আমার প্রথম কাজ, জানেন ত ?—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ, পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

ব্রজে-শ্ব। (রুক্ষভাবে) তোমার বাপ বাঁচলে আমার মেয়ের কি ? আমার মেয়ের টাকা থাক্‌লে দুঃখ ঘুচবে, শ্বশুর বাঁচলে ত দুঃখ ঘুচবে না।

ব্রজে। তবে আপনার মেয়ে টাকা নিয়েই থাকুক। বুঝেছি, জামায়ের আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আমি জন্মের মত বিদায় হলেম।

ব্রজে-শ্ব। (সরোষে) বিদায় হ'লে,—হ'লে। জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস, আজ বাপের টাকার দরকার তাই এসেছ, নইলে ত বাপু! এক রকম জন্মের মত বিদায় নিয়েই আছ।

ব্রজে। কৃপণের ঘরে কুকুর কেঁদে যায়, আমি কোন্ ছার। তেওয়ারি, সবাইকে তৈয়েরি হ'তে বল। আমি এখনি ফিরে যাব।

ব্রজে-শ্ব। যাবে যাও, যাবার ভয় দেখাও, দেখাও ; কিন্তু টাকার কথাটি ভুলো না বাপু।

[প্রস্থান।

ব্রজে। (স্বগত) মানুষ না পাষাণ, ছিঃ-ছিঃ-ছি, মানুষের দুঃখে টলে না, —মানুষ না পাষাণ!

(সাগরের প্রবেশ)

সাগর। (পা ধরিয়া) এক দিন থাক, আমি ত কোন অপরাধ করি নি।

ব্রজে। না, থাক্‌বো না। (পা ছাড়াইতে সাগরকে আঘাত)।

সাগর। কি? আমায় লাথি মার্‌লে!

ব্রজে। যদি মেরেই থাকি। তুমি না হয় বড়-মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার। তোমার বড়-মানুষ বাপও এ পা একদিন পূজো করেছিলেন।

সাগর। ঝকমারী করেছিলেন, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো।

ব্রজে। কি, পাল্‌টে লাথি মেরে?

সাগর। আমি তত অধম নই। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—

দেবী। (জনান্তিক হইতে) আমার পা কোলে নিয়ে চাকরের মত টিপে দেবে।

সাগর। আমার পা কোলে নিয়ে চাকরের মত টিপে দেবে।

ব্রজে। আমারও সেই প্রতিজ্ঞা। যদ্দিন আমি তোমার পা টিপে না দিই, তত দিন আমিও তোমার মুখ দেখবো না। যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ।

[প্রস্থান।

সাগর। (স্বগত) এত রাগ, ছি ছি-ছি, এত নিদয় ভাল, দেখবো সদয় করতে পারি কি না!

(সাগরের ঝিয়ের পানের বাটা লইয়া প্রবেশ)

তুই জান্‌লা থেকে কথা কইছিলি?

ঝি। কই—না।

সাগর। তবে কে জান্‌লায় দেখতো।

(দেবী চৌধুরাণীর প্রবেশ)

দেবী। জান্‌লায় আমি ছিলুম।

সাগর। তুমি কে গা?

দেবী। তোমরা কি কেউ আমায় চেন না?

সাগর। না, কে তুমি?

দেবী। আমি দেবী চৌধুরাণী।

ঝি। আঁ-আঁ-আঁ-আঁ। (হস্ত হইতে পানের বাটা পতন ও ঝিয়ের পতন)

দেবী। চুপ রহো হারামজাদী! খাড়া রহো!

সাগর। দেখি—দেখি—তুমি প্রফুল্ল নয়?

দেবী। চুপ, আমি দেবী চৌধুরাণী। সাগর আয়, ন'ইলে পা টেপাবি কি করে?

[উভয়ের প্রস্থান।

ঝি। ওমা কি হলো! ডাকাতনী যে দিদিমণিকে ধ'রে নিয়ে গেল। ও মা দিদিমণিই বা কি গো! চেঁচাচ্ছে না! কাঁদছে না, হাত পা আছড়াচ্ছে না, ওমা কি হ'ল গো, কি হবে গো। আমিই তবে চেঁচাই, আমিই তবে কাঁদি, আমিই তবে হাত পা আছড়াই। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীবক্ষে বজরা

ছাদের উপর দেবীর বীণা-বাদন

গীত

ঘন ঘন ঘন আবৃত গগন, ঝিম্ ঝিম্ শশী সাজ রে।
ঝণ ঝণ ঝণ, ঝণণ ঝণণ দ্রিম বীণা বাজ রে॥
গভীরে গভীরে ধীরে ধীরে ধীরে,
গরজী গরজী ফিরে ফিরে ফিরে
সাহানা মল্লারে কেদারে হাম্বিরে
দ্রিম দ্রিম বীণা বাজ রে,
দর্ দর্ দরে ঝর্ ঝর্ ঝরে, কাঁদায়ে করুণে সক সুরে স্বরে।
আলেয়া ভৈরবী বেহাগ বাহারে দৃদ্রিম দ্রিম বীণা বাজ রে॥

(ছিপ বাহিয়া রঙ্গরাজের প্রবেশ ও ছাদে আগমন)

রঙ্গ। কি হয়েছে?

দেবী। দেখতে পাচ্ছ না?

রঙ্গ। কিছু না, আস্‌ছে কি?

দেবী। এই দেখ।

রঙ্গ। (দূরবীণে দেখিয়া) দেখেছি ট্যাকের মাথায়, ঐ কি?

দেবী। এ নদীতে আজকাল অন্য কোন বজরা আস্‌বার কথা নাই। রঙ্গরাজ!

রঙ্গ। আজ্ঞে!

দেবী। দেখ কি?

রঙ্গ। বজরায় ক'জন লোক আছে, তাই দেখছি।

দেবী। ক'জন?

রঙ্গ। ঠিক্ ঠাওর পাই নি। বেশী নয়, খুল্‌বো?

দেবী। খোল ছিপ। আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজিয়ে যাও।

রঙ্গ। ছিপ খোল।

[ছিপ বাহিয়া রঙ্গরাজের প্রস্থান।

দেবী। (নেপথ্যের দিকে) রঙ্গরাজ! আগে যা ব'লে দিয়েছি মনে থাকে যেন।

নেপথ্যে-রঙ্গ। মনে আছে।

গীত

নিশি-দিবা। ওগো বীণা বাজে না কেন?
বীণা বাজিতে বাজিতে কেন থামিল হেন।
দেবী। বীণা বাজালে বাজে না, বাজিতে চাহে না
আছে এই পাশে সাজান।

নিশি-দিবা। বীণা বাজালে বাজে না, বাজিতে চাহে না,
না জানি কেমন বাজানো।
ওগো বীণে বাজে না কেন ?
দেবী। বীণা বেসুরো বেতালা, বড় ঝালা ফালা,
বুকে থেকে তাই নামা লো।
নিশি-দিবা। বীণা সুরে তালে ঠিক, বাজে না বেঠিক,
প্রাণে আঁখি ঠেরে থামালো,
ওগো বীণা বাজে না কেন ?
দেবী। বীণা পাগল আমার থাকে থাকে আর
ছিঁড়ে ফেলে তার মানানো !
নিশি-দিবা। বীণা পাগলও নয়, পাগল হৃদয়
আশা-পথ পানে তাকা লো ॥

নেপ-ব্রজে। আমায় কত দূর নিয়ে যাবে ! তোমার রাণীজী কোথায় থাকেন ?

নেপ-রঙ্গ। ঐ বজরা ! দেখছ না ? ঐ বজরা তাঁর।

নেপ-ব্রজে। ও বজরা ! আমি মনে করেছিলেম ওখানা কোম্পানীর ছিপ, রঙ্গপুর লুটতে আস্‌ছে, তা অত বড় বজরা কেন ?

নেপ-রঙ্গ। রাণীকে রাণীর মত থাকতে হয়, ওতে সাতটা কামরা আছে।

নেপ-ব্রজে। এতো কামরা ! কে থাকে ?

[দেবীর বজরার ভিতরে গমন।

(ছিপ বাহিয়া রঙ্গরাজ ও ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

রঙ্গ। একটায় দরবার, একটায় রাণীর শয়নঘর, একটায় চাক্‌রাণীরা থাকে, একটায় স্নান হয়, একটায় পাক হয়, একটায় ফাটক, বোধ হয় আজ আপনাকে সেই কামরায় থাক্‌তে হবে।

[রঙ্গরাজের ছাদের উপর উত্থান।

রাণী-জী কি জয়!

দেবী। কি সংবাদ? সব মঙ্গল?

রঙ্গ। আজ্ঞে হাঁ!

দেবী। তোমাদের কেউ জখম হয়েছে?

রঙ্গ। কেউ না।

দেবী। তাদের কেউ খুন হয়েছে।

রঙ্গ। কেউ না। আপনার আজ্ঞামত কাজ হয়েছে?

দেবী। তাদের কেউ জখম হয়েছে?

রঙ্গ। দুটো হিন্দুস্থানী দুএকটা আঁচড় খেয়েছে, কাঁটাফোটার মত।

দেবী। মাল?

রঙ্গ। সব এনেছি, মাল এমন কিছু ছিল না।

দেবী। বাবু?

রঙ্গ। বাবুকে ধ'রে এনেছি।

দেবী। হাজির কর!

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

দেবী। আপনি কে?

ব্রজে। পরিচয় নিয়ে কি হবে? আমার অর্থের সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ, তা পেয়েছেন, নামে ত টাকা হবে না।

দেবী। হবে বৈ কি! আপনি কি দরের লোক, তা না জান্‌লে টাকার ঠিকানা কি ক'রে হবে?

ব্রজে। সেই জন্যেই কি আমাকে ধ'রে এনেছেন?

দেবী। নইলে আপনাকে আমরা আন্‌তুম না।

ব্রজে। আমি যদি বলি, আমার নাম দুখীরাম চক্রবর্ত্তী, আপনি বিশ্বাস করবেন কি?

দেবী। না।

ব্রজে। তবে জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন কি?

দেবী। আপনি বলেন কি না দেখবার জন্যে।

ব্রজে। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।

দেবী। না।

ব্রজে। দয়ারাম বক্সী।

দেবী। তাও না।

ব্রজে। ব্রজেশ্বর রায়।

দেবী। হ'তে পারে।

নিশি। গলাটা ধ'রে গেছে যে?

দেবী। আমি আর এ রঙ্গ করতে পারি নি। তুই কথা ক'। সব জানিস্ ত।

[দেবীর প্রস্থান।

নিশি। এইবার ঠিক্ বলেছ, তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।

ব্রজে। যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকিয়ে নিন্। আমি স্বস্থানে চ'লে যাই। কি দরে আমাকে ছাড়বেন ?

নিশি। এক কড়া কাণা কড়ি। সঙ্গে আছে কি ? থাকে যদি, দিয়ে চ'লে যান।

ব্রজে। আপাততঃ সঙ্গে নাই।

নিশি। বজরা থেকে এনে দিন।

ব্রজে। বজরাতে যা ছিল, তা আপনার অনুচরেরা নিয়ে এসেছে। আর এক কড়া কাণা কড়িও বজরায় নাই।

নিশি। মাঝিদের কাছে ধার করুন।

ব্রজে। মাঝিরাও কাণা কড়ি রাখে না।

নিশি। তবে যত দিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনিয়ে দিতে পারেন, তত দিন কয়েদ থাকুন।

নেপথ্যে-সাগর। রাণী-জী ! যদি এক কড়া কাণা কড়ি এই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কাণা কড়ি দিচ্ছি, আমার কাছে ওকে বিক্রী করুন।

নে-দেবী। ক্ষতি কি ? মানুষটা নিয়ে তুমি কি কর্‌বে ? ব্রাহ্মণ, জল তুল্‌তে কাঠ কাট্‌তে পার্‌বে না।

নে-সা। আমার রাঁধবার বামুন নেই, আমাকে রেঁধে দেবে।

নিশি। শুন্‌লেন। আপনি বিক্রী হলেন। আমি কাণা কড়ি পেয়েছি। যে আপনাকে কিন্‌লে, আপনি তার সঙ্গে যান, রাঁধতে হবে।

ব্রজে। কৈ তিনি?

নিশি। স্ত্রীলোক বাহিরে যাবে না। আপনি ভেতরে আসুন।

(দিবা ও নিশির গীত)

দিবা-নিশি। ভাল চাও ত ভালয় ভালয় এগিয়ে এস ভাই।
তুমি কাণা কড়ার কেনা গোলাম ডাক্‌ছে তোমায় তাই।
তুমি তাব—ডাক্‌ছে তোমায় তাই।
নিশি। তুমি বাঙ কি সোনা যাচবারি তরে;
কস্‌বে ধনী কষ্টি-পাথরে,
দিবা। তুমি তাল কি মাকাল মিষ্টি কি তেতো,
চাক্‌তে ধনী চাইছে সতত,
উভয়ে। তুমি সস্তাদরের বস্তা-পচা ভিতবে ভরা ছাই।
কিম্বা আছ টাটকা গোটা দেখবে ধনী তাই॥

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বজরার কক্ষ

সাগর ও ব্রজেশ্বর

ব্রজে। হুকুমমত ত বজরার ভেতর এলুম। এখন রাণীজীকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো?

সাগর। আমি রাণীজী নই।

ব্রজে। (স্বগত) এতক্ষণ আমি যার সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, এ তার আওয়াজ নয়, অথচ তার আওয়াজ হ'লেও হতে পারে। কেন না, বোঝা যাচ্ছে, স্ত্রীলোক কণ্ঠবিকৃতি ক'রে কথা কচ্ছে। তবে বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা, মায়াবিনী। অত বুজরুকি না জান্‌লে মেয়েমানুষ হয়ে ডাকাতী করে? (প্রকাশ্যে) এই যে এতক্ষণ আমি যাঁর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেম, তিনি কোথায়?

সাগর। তোমাকে আস্‌তে অনুমতি দিয়ে তিনি শুতে গিয়েছেন। রাণীতে তোমার কি প্রয়োজন?

ব্রজে। তুমি কে?

সাগর। তোমার মনিব।

ব্রজে। আমার মনিব?

সাগর। জান না, এইমাত্র তোমাকে এক কড়া কাণা কড়ি দিয়ে কিনেছি?

ব্রজে। সত্য বটে! তা তোমাকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবো?

সাগর। আশীর্ব্বাদের আবার রকম আছে না কি?

ব্রজে। স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে। সধবাকে এক রকম আশীর্ব্বাদ করতে হয়, বিধবাকে অন্যরূপ। পুত্রবতীকে—

সাগর। আমাকে "শীগ্‌গির মরো" ব'লে আশীর্ব্বাদ কর।

ব্রজে। সে আশীর্ব্বাদ আমি কাকেও করি নি, তোমার একশো তিন বছর পরমায়ু হোক।

সাগর। আমার বয়েস পঁচিশ বছর। পঁচিশ আর কততে একশো তিন বছর হয়?

ব্রজে। আটাত্তর বছর।

সাগর। এই আটাত্তর বছর ধোরে তুমি আমার ভাত রাঁধবে?

ব্রজে। আগে এক দিন ত রাঁধি। খেতে পার ত না হয় আটাত্তর বছর রাঁধবো।

সাগর। তবে বসো, কেমন রাঁধতে জান, পরিচয় দাও। (ব্রজেশ্বরের উপবেশন) তোমার নাম কি?

ব্রজে। তা ত তোমরা সকলেই জান, দেখছি। আমার নাম ব্রজেশ্বর। তোমার নাম কি? গলা অত মোটা ক'রে কথা কচ্ছ কেন? তুমি কি চেনা মানুষ?

সাগর। আমি তোমার মনিব, আমাকে আপনি, মশায়, আর "আজ্ঞা" বলবে।

ব্রজে। আজ্ঞে, তাই হবে। আপনার নাম?

সাগর। আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য, আমার নাম ধর্‌তে পার্‌বে না। বরং বল ত আমিও তোমার নাম ধর্‌বো না।

ব্রজে। তবে কি ব'লে ডাক্‌লে আমি "আজ্ঞা" বল্‌বো?

সাগর। আমি রামধন ব'লে তোমাকে ডাক্‌বো, তুমি আমাকে মনিব ঠাকুরুণ ব'লো। এখন তোমার পরিচয় দাও। বাড়ী কোথায়?

ব্রজে। এক কড়ায় কিনেছ, তাও আবার কাণা, অত পরিচয়ে প্রয়োজন কি?

সাগর। ভাল, সে কথা নাই বল্‌লে। রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বো। রাঢ়ী না বারেন্দ্র না বৈদিক?

ব্রজে। হাতের ভাত ত খাবেন! যা-ই হই না।

সাগর। তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও, তা হ'লে তোমাকে অন্য কাজ দেব।

ব্রজে। অন্য কি কাজ?

সাগর। জল তুল্‌বে, কাঠ কাট্‌বে, কাজের অভাব কি?

ব্রজে। আমি রাঢ়ী।

সাগর। তোমায় তবে জল তুল্‌তে, কাঠ কাট্‌তে হবে। আমি বারেন্দ্র, তুমি রাঢ়ী, কুলীন না বংশজ?

ব্রজে। এ কথা ত বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ জুট্‌বে না কি? আমি কৃতদার!

সাগর। কৃতদার? কয় সংসার করেছেন?

ব্রজে। জল তুল্‌তে হয় জল তুল্‌বো; অত পরিচয় দেব না।

সাগর। (উচ্চৈঃস্বরে) রাণীজী! বামুন ঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।

নিশি। (ভিতর হইতে) বেত লাগাও।

(দিবার ভিতর হইতে বেত প্রদান)

সাগর। (বেত আছড়াইয়া) দেখছ?

ব্রজে। (হাসিয়া) আপনারা সব পারেন। কি করুতে হবে?

সাগর। তোমার পরিচয় চাই নে, পরিচয় নিয়ে কি হবে? তোমার রান্না ত খাব না। তুমি আর কি কাজ করুতে পার, বল।

ব্রজে। হুকুম করুন।

সাগর। জল তুল্‌তে জান?

ব্রজে। না।

সাগর। কাঠ কাট্‌তে জান।

ব্রজে। না।

সাগর। বাজার কর্‌তে জান?

ব্রজে। মোটামুটি রকম।

সাগর। মোটামুটিতে চল্‌বে না। বাতাস কর্‌তে জান?

ব্রজে। পারি।

সাগর। আচ্ছা, এই চামর, বাতাস কর।

(ব্রজেশ্বরের তথাকরণ)

আচ্ছা, আর একটা কাজ জান? পা টিপতে জান?

ব্রজে। তোমাদের মত সুন্দরীর পা টিপবো, সে ত সৌভাগ্য!

সাগর। (পা বাড়াইয়া দেওন) তবে একবার পা'টা টেপ না!

ব্রজে। (পা টিপিতে টিপিতে স্বগত) এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এখন পরিত্রাণ পেলে বাঁচি।

সাগর। রাণীজী! একবার এই দিকে আসুন।

(ব্রজেশ্বরের স্বীয় উরু হইতে সাগরের পদ নামাইয়া দেওন)

সাগর। (স্বাভাবিক গলায়) সে কি, পেছোও কেন?

ব্রজে। (বিস্মিত মইয়া) এ কি? এ গলা ত চেনা গলাই বটে।

(সাগরের মুখ হইতে রুমাল খুলিয়া লওন ও সাগরের হাস্য)

ব্রজে। এ কি! এ কি! তুমি—তুমি! সাগর?

সাগর। আমি সাগর! গঙ্গা নই, যমুনা নই, খাল নই, সাক্ষাৎ সাগর। তোমার বড় অভাগ্য—না? যখন পরের স্ত্রী মনে করেছিলে—তখন বড় আহ্লাদ ক'রে পা টিপছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হয়ে পা টিপতে বলেছিলেম, তখন রাগে গর্‌গর্‌ ক'রে চ'লে গেলে। যাক্‌, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়েছে। তুমি আমার পা টিপেছ। এখন আমার মুখপানে চেয়ে দেখতে পার। আমায় ত্যাগ কর আর পায়ে রাখ, এখন জান্‌লে আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে?

ব্রজে। সাগর, তুমি এখানে কেন?

সাগ। সাগরের স্বামী—তুমিই বা এখানে কেন?

ব্রজে। তাই কি? আমি কয়েদী, তুমিও কি কয়েদী? আমাকে ধ'রে এনেছে, তোমাকেও কি ধ'রে এনেছে?

সাগর। আমি কয়েদী নই, আমাকে কেউ ধরেও আনে নি। আমি ইচ্ছাক্রমে দেবী-রাণীর সাহায্য নিয়েছি। তোমাকে দিয়ে আমার পা টেপাব ব'লে দেবী-রাণীর রাজ্যে বাস কচ্ছি।

(নিশির প্রবেশ)

ব্রজে। (দাঁড়াইয়া) এই বোধ হয় দেবী চৌধুরাণী।

নিশি। স্ত্রীলোক ডাকাত হলেও তার অত সম্মান করতে নেই, আপনি বসুন। এখন শুনলেন, কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাতী করেছি! এখন সাগরের পণ উদ্ধার হয়েছে, এখন আপনাতে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার নৌকায় ফিরে গেলে কেউ আটক করবে না, আপনার জিনিসপত্র এক কপর্দ্দকও কেউ নেবে না। সব আপনার বজরায় ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এই পোড়ারমুখী সাগর-বৌএর কি হবে? এ কি বাপের বাড়ী ফিরে যাবে? একে আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি? মনে করুন, আপনি ওঁর এক কড়ার কেনা গোলাম।

ব্রজে। তোমরা আমায় বোকা বানালে। আমি মনে করেছিলেম, দেবী চৌধুরাণীর দল আমার বজরায় ডাকাতী করেছে!

নিশি। সত্য সত্যই দেবী চৌধুরাণীর এই বজরা। দেবীরাণী সত্য সত্যই ডাকাতী করেন।

ব্রজে। দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাতী করেন, তবে আপনি কি দেবী রাণী নন?

নিশি। আমি দেবী নই। আপনি যদি রাণীজীকে দেখতে চান, তিনি দেখা দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বল্‌ছিলেম তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাতী করি। কিন্তু আপনার ওপর ডাকাতী করবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই; কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ী যায় কি প্রকারে? প্রতিজ্ঞা ত রক্ষা হলো।

ব্রজে। এলো কি প্রকারে?

নিশি। রাণীজীর সঙ্গে।

ব্রজে। আমিও ত সাগরের পিত্রালয়ে গিয়েছিলেম, সেখান হ'তেই আস্‌ছি। কৈ সেখানে ত রাণীজীকে দেখি নি।

নিশি। রাণীজী আপনার আসার পরে সেখানে গেছলেন।

ব্রজে। তবে এর মধ্যে এখানে এলেন কি প্রকারে?

নিশি। আমাদের ছিপ দেখেছেন ত? পঞ্চাশ বোটে।

ব্রজে। তবে আপনারাই কেন ছিপে ক'রে সাগরকে রেখে আসুন না।

নিশি। তাতে একটু বাধা আছে। সাগর কাকেও না ব'লে রাণীর সঙ্গে এসেছে, এজন্য অন্য লোকের সঙ্গে ফিরে গেলে সবাই জিজ্ঞাসা কর্‌বে, কোথায় গিয়েছিলে? আপনার সঙ্গে ফিরে গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্রজে। ভাল, তাই হবে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে ছিপ হুকুম ক'রে দিন।

নিশি। দিচ্ছি।　　　　[নিশির প্রস্থান।

ব্রজে। সাগর! তুমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলে? (সাগরের রোদন) সাগর! তুমি আমায় ডাক্‌লে না কেন? ডাক্‌লেই সব মিটে যেত।

সাগর। কপালের ভোগ, কিন্তু আমি না-ই ডেকেছি, তুমিই বা এলে না কেন?

ব্রজে। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে—না ডাক্‌লে যাই কি ব'লে? সাগর! তুমি ডাকাতের সঙ্গে কেন এলে?

সাগর। দেবী—সম্বন্ধে আমার ভগ্নী হয়, পূর্ব্বে জানা-শুনো ছিল। তুমি চ'লে এলে সে আমার বাপের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো। আমি কাঁদ্‌ছি দেখে সে বল্‌লে, কাঁদ কেন ভাই? তোমার শ্যামচাঁদকে আমি বেঁধে এনে দেবো। আমার সঙ্গে দুই দিনের তরে এস। তাই আমি এলেম। দেবীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবার আমার বিশেষ কারণ আছে। তোমার সঙ্গে আমি পালিয়ে চল্‌লেম, এই কথা আমি চাকরাণীকে ব'লে এসেছি। তোমার জন্য এই সব আলবোলা, সট্‌কা প্রভৃতি সাজিয়ে রেখেছি। একবার তামাক-টামাক খাও, তার পর যেও।

ব্রজে। কৈ, যে মালিক, সে ত কিছু বলে না।

সাগর। দেবী!

(নিশির প্রবেশ)

ব্রজে। (নিশিকে) এখন আপনি ছিপ হুকুম কর্‌লেই যাই।

নিশি। ছিপ তৈয়ারি। কিন্তু দেখ, তুমি রাণীর বোনাই, কুটুম্বকে

স্বস্থানে পেয়ে আমরা আদর করলেম না, কেবল অপমানই করলেম, এ বড় দুঃখ থাকে। আমরা ডাকাত ব'লে আমাদের কি হিঁদুয়ানী নেই।

ব্রজে। কি করতে বলেন ?

নিশি। প্রথমে উঠে ভাল হ'য়ে বসুন।

ব্রজে। কেন, আমি বেস্ ব'সে আছি।

নিশি। (সাগরকে) ভাই, তোমার সামগ্রী তুমি তুলে বসাও, জান ত আমরা পরের জিনিস ছুঁই না। সোনারূপা ছাড়া।

ব্রজে। তবে আমি পেতল-কাঁসার দলে পড়লেম না কি ?

নিশি। আমি ত তাই মনে করি। পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকলে ঘর-সংসার চলে না, তাই রাখতে হয়, কথায় কথায় সক্‌ড়ি হয়! মেজে ঘ'ষে ধুয়ে ঘরে তুলতে নিত্যি প্রাণ বেরিয়ে যায়। নে ভাই সাগর, তোর ঘটীবাটি তফাৎ কর ; কি জানি, যদি সক্‌ড়ি হয়।

ব্রজে। একে ত পেতলকাঁসা, তার মধ্যে আবার ঘটী-বাটি, ঘড়াটা-গাড়ুটার মধ্যে গণ্য হবারও যোগ্য নই ?

নিশি। আমি ভাই বৈষ্ণবী, তৈজসের ধার ধারি নি, আমাদের দৌড় মালসা পর্য্যন্ত। তৈজসের খবর সাগরকে জিজ্ঞাসা কর।

সাগর। আমি ঠিক্ কথা জানি। পুরুষমানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী। সদাই অন্তঃশূন্য, আমরা যাই গুণবতী, তাই জল পূরে পূর্ণকুম্ভ ক'রে রাখি।

নিশি। ঠিক্ বলেছিস্, তাই মেয়েমানুষ এ জিনিস গলায় বেঁধে সংসার-সমুদ্রে ডুবে মরে। নে ভাই, তোর কলসী কলসী-পিঁড়ির উপর তুলে রাখ।

ব্রজে। কলসী মানে মানে আপনি পিঁড়ির উপর উঠছে!

(উঠিয়া উপবেশন)।

নিশি। যা, এখন তোর স্বামীর জন্য আপনার হাতে তামাক সেজে নিয়ে আয়।

(সাগরের কলিকা লইয়া প্রস্থান ও তামাক সাজিয়া আনিয়া দেওন।

ব্রজে। আমাকে একটা হুঁকোয় নল ক'রে তামাক দাও।

নিশি। কোন শঙ্কা নেই, ঐ আল্‌বোলা উচ্ছিষ্ট নয়, ওতে কেউ কখন তামাক খায় নি, আমরা কেউ তামাক খাই না।

ব্রজে। সে কি? তবে এ আল্‌বোলা কেন?

নিশি। দেবীর রাণী-গিরির দোকানদারী।

ব্রজে। তা হ'ক্, আমি যখন এলেম, তখন যে তামাক সাজা ছিল, কে খাচ্ছিল?

নিশি। কেউ না, সেজে রাখাও দোকানদারী। তুই পোড়ারমুখী আর দাঁড়িয়ে কি করিস্, পুরুষমানুষ হুঁকোর নল মুখে করলে আর কি স্ত্রীপরিবারকে মনে ঠাঁই দেয়? যা, তুই গোটাকতক পাণ সেজে আন্। দেখিস্, আপন হাতে সেজে আনিস্, পরের সাজা আনিস্ নি। পারিস্ যদি একটু ওষুধ করিস্।

সাগর। আপন হাতেই সাজা আছে। ওষুধ জান্‌লে আমার এমন দশা হবে কেন ?

(সাগরের প্রস্থান ও বাটা হস্তে প্রবেশ ও প্রদান)

নিশি। তোর স্বামীকে অনেক বকেছিস্, কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।

ব্রজে। সর্ব্বনাশ ! এত রাত্রে জলখাবার ? ঐটি মাপ কর।

(সাগরের ঠাঁইকরণ)

নিশি। ওঠো, ঠাঁই হয়েছে।

ব্রজে। ডাকাতী ক'রে ধ'রে এনে কয়েদ করেছ, সে অত্যাচার সয়েছি ! কিন্তু এত রাত্রে এ অত্যাচার সবে না, দোহাই।

নিশি। তা হবে না, কিছু খেতেই হবে।

(ব্রজেশ্বরের আহারকরণ)

(গীত)

নিশি।　মাথা খাও খাও মেনে ঠাট ছাড় হে রসিক-রায়।
এই টাটকা রসে পাক করা রসবড়ায় রস গড়ায়,
এ রস ভাবিয়ে তারিয়ে খাও,
থাবাভরা এই রসবড়াটি আল্‌তো তুলে নাও,
রসে চুমুক লাগাও, চেটেপুটে খাও, ফোঁটাটি না বৃথা যায়॥

সাগর। (নিশিকে) ব্রাহ্মণ-ভোজন করালে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।

নিশি। দক্ষিণে রাণী স্বয়ং দেবেন। এস ভাই, রাণী দেখবে এস।

পট পরিবর্ত্তন

(বজরার অপর-কক্ষ। দেবী চৌধুরাণী আসীন—
নিশি ও ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

দেবী। আমি আপনাকে আজ জোর ক'রে ধ'রে এনে বড় কষ্ট দিয়েছি। কেন এমন কুকর্ম্ম করেছি, তা শুনেছেন। আমার অপরাধ নেবেন না।

ব্রজে। আমার উপকারই করেছেন।

দেবী। আপনি আমার এখানে দয়া ক'রে জলগ্রহণ করেছেন, তাতে আমার বড় মর্য্যাদা বেড়েছে, আপনি কুলীন, আপনারও মর্য্যাদা রাখা আমার কর্ত্তব্য, তায় আপনি আমার কুটুম্ব! যা মর্য্যাদা-স্বরূপ আমি আপনাকে দিচ্ছি, তা গ্রহণ করুন।

ব্রজে। স্ত্রীর মতন কোন্ ধন। আপনি তাই আমাকে দিয়েছেন। এর বেশী আর কি দেবেন!

দেবী। (কলসী দেখাইয়া) এইটি গ্রহণ কর্‌তে হবে।

ব্রজে। আপনার বজরায় এত সোনা-রূপার ছড়াছড়ি যে, এই কলসীটে নিতে আপত্তি কর্‌লে সাগর আমায় বকবে। কিন্তু একটা কথা আছে।

দেবী। আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, এ চুরি ডাকাতীর নয়! আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে, শুনে থাক্‌বেন; অতএব গ্রহণ পক্ষে কোন সংশয় কর্‌বেন না।

ব্রজে। একি এ? কলসীটে নিরেট না কি?

দেবী। টান্‌বার সময় ওর ভেতর শব্দ হয়েছিল, নিরেট সম্ভবে না।

ব্রজে। তাই ত, এতে কি আছে! (কলসীতে হাত দিয়া মোহর তোলন) এগুলি কিসে ঢেলে রাখবো?

দেবী। ঢেলে রাখবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিচ্ছি।

ব্রজে। সে কি?

দেবী। কেন?

ব্রজে। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শো।

ব্রজে। তেত্রিশ শো মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলেছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনেছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্রজে। তাই দিচ্ছেন?

দেবী। টাকা আমার নয়, আমার দান করবার অধিকার নেই। টাকা দেবতার, দেবত্র আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হ'তে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিচ্ছি।

ব্রজে। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন, বোধ হয় চুরি ডাকাতী ক'রেও যদি আমি এই টাকা সংগ্রহ করি, তাতেও আমার অধর্ম্ম হয় না। কেন না, এ টাকা ন'ইলে আমার বাপের জাত রক্ষা হয় না,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

আমি এ টাকা নেব, কিন্তু কবে এ পরিশোধ করতে হবে?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি দেবতা পেলেই হ'লো। আমার মৃত্যুসংবাদ শুন্‌লে পর ঐ টাকা আসল আর এক মোহর সুদ দেবতার সেবায় ব্যয় কর্‌বেন।

ব্রজে। সে আমারই ব্যয় করা হবে। সে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। আমি এতে স্বীকৃত নই।

দেবী। আপনায় যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ কর্‌বেন।

ব্রজে। আমার টাকা জুট্‌লে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

দেবী। আপনার লোক কেউ আমার কাছে আস্‌বে না, আস্‌তেও পার্‌বে না।

ব্রজে। আমি নিজে টাকা নিয়ে আস্‌বো।

দেবী। কোথায় আসবেন? আমি এক স্থানে থাকি না।

ব্রজে। যেখানে ব'লে দেবেন।

দেবী। দিন ঠিক্ ক'রে বল্‌লে আমি স্থান ঠিক্ ক'রে বল্‌তে পারি।

ব্রজে। আমি মাঘ-ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌বো। কিন্তু একটু বেশী ক'রে সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা পরিশোধ কর্‌বো।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আন্‌বেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত আমি এখানে থাক্‌বো। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর এখানে আমার দেখা পাবেন না।

ব্রজে। যে আজ্ঞে।

দেবী। দিবা, কলসী এঁর ছিপে তুলে দাও। (দিবার তথাকরণ)

আর একটি কথা বাকী আছে। এ ত কর্জ্জ দিলেম, মর্য্যাদা আপনার কৈ!

ব্রজে। কলসীটে মর্য্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্য্যাদা নয়। যথাসাধ্য মর্য্যাদা রাখবো।

(অঙ্গুরী খুলিয়া ব্রজেশ্বরের হাতে পরাইয়া দেওন)

ব্রজে। (স্বগত) এ কি সেই! সেই এই! (মুখ তুলিয়া ধরিয়া) না না, সে যে আজ দশ বছর মরেছে!

(পলায়ন)

(সাগরের প্রবেশ)

সাগর। ধর্! ধর্! আসামী পালায়।

[প্রস্থান।

নিশি। এই কি মা তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস! ভগবদ্বাক্য কোথায় মা এখন?

দেবী। (নীরব)।

(নিশির গীত)

শুধু আঁটা-আঁটি সার হলো মা সিঁদ্ কেটেছে চোর।
বুকের মাঝে সাত রাজার ধন মাণিক চুরি তোর—
হ'লো মাণিক চুরি তোর।
চোরা কল্লে চুরি, রইলি চেয়ে ধল্লি না।
তুই আল্‌গা মেয়ে সাম্‌লে ত কৈ চল্লি না।
তোর মনচোরা ধন এল গেল, তোর প্রাণের নাইক জোর।

নিশি। এ কঠিন ব্রত মেয়েমানুষের নয়। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হ'তে হবে। আমাকে কাঁদাবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।

দেবী। (চক্ষু মুছিয়া) তুমি যমের বাড়ী যাও।

নিশি। আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার ওপর যমের অধিকার নেই। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ ক'রে ঘরে যাও।

দেবী। সে পথ খোলা থাক্‌লে আমি এ পথে আস্‌তেম না। এখন বজরা খুলে দিতে বল, চার পাল উঠাও।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

ব্রজেশ্বর ও সাগর

ব্রজে। আচ্ছা! আমরা আমাদের বজরায় ফিরে আস্‌বার পর দেবীর বজরা কোথা গেল?

সাগর। তা দেবী ভিন্ন আর কেউ জানে না। সে সকল কথা দেবী আর কাকেও বলে না।

ব্রজে। আচ্ছা, দেবী কে?

সাগর। দেবী—দেবী!

ব্রজে। তোমার কে হয়?

সাগর। ভগিনী!

ব্রজে। কি রকম ভগিনী?

সাগর। জ্ঞাতি।

ব্রজে। দেবী কি ডাকাতী করে?

সাগর। তোমার কি বোধ হয়?

ব্রজে। ডাকাতীর মতন ত সব দেখলেম। ডাকাতী কর্‌লেও কর্‌তে পারে, তাও দেখলেম, তবু বিশ্বাস হয় না যে, ডাকাতী করে।

সাগর। তবু কেন বিশ্বাস হয় না?

ব্রজে। কে জানে। ডাকাতী না কর্‌লেই বা এত ধন কোথায় পেলে?

সাগর। কেউ বলে, দেবী দেবতার বরে এত ধন পেয়েছে; কেউ বলে, মাটীর ভেতর পোতা টাকা পেয়েছে; কেউ বলে, দেবী সোনা তৈয়ারী কর্‌তে জানে।

ব্রজে। দেবী কি বলে?

সাগর। দেবী বলে, এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।

ব্রজে। পরের ধন পেলে কোথায়?

সাগর। তা কি জানি।

ব্রজে। পরের ধন হ'লে অত আমীরী করে, পরে কিছু বলে না?

সাগর। দেবী কিছু আমীরী করে না। খুদ খায়, মাটীতে শোয়, গড়া পরে। কাল যা দেখলে, সে সকল তোমার আমার জন্য মাত্র। কেবল দোকানদারী। তোমার হাতে ও কি?

ব্রজে। কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করেছিলেম ব'লে দেবী আমাকে এই আংটীটি মর্য্যাদা দিয়েছে।

সাগর। দেখি! (আংটী লওন) এতে দেবী চৌধুরাণীর নাম লেখা আছে।

ব্রজে। কৈ?

সাগর। ভেতরে ফার্শিতে।

ব্রজে। (পড়িয়া) এ কি? এ যে আমার নাম—আমার আংটী। সাগর! তোমায় আমার দিব্বি, যদি তুমি আমার কাছে সত্যি কথা না বল। আমায় বল, দেবী কে?

সাগর। তুমি চিন্‌তে পার নি, সে কি আমার দোষ? আমি ত তদ্দণ্ডে চিনেছিলেম।

ব্রজে। তবে বল—দেবী কে?

সাগর। আমার বড় সতীন।

ব্রজে। অ্যাঁ? প্রফুল্ল! প্রফুল্ল—ডাকাত! ছিঃ।

সাগর। ও মা! ঠাকুর আস্‌ছেন। আমি ও ঘরে যাই।

[প্রস্থান।

(হরবল্লভের প্রবেশ)

হর। সংবাদ কি? টাকার কি হ'ল?

ব্রজে। আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নি।

হর। সে কি? তবে টাকা পাও নি?

ব্রজে। আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নি, কিন্তু আর এক স্থানে টাকা পেয়েছি।

হর। পেয়েছ! তা আমায় এতক্ষণ বল নি? দুর্গা, বাঁচলেম।

ব্রজে। টাকাটা যে স্থানে পেয়েছি, তাতে সে টাকা গ্রহণ করা উচিত কি না, বলা যায় না।

হর। কে দিলে?

ব্রজে। তার নামটা মনে আস্‌ছে না, সেই যে কে এক জন মেয়ে ডাকাত আছে।

হর। কে, দেবী চৌধুরাণী?

ব্রজে। সেই।

হর। তার কাছে টাকা পেলে কি প্রকারে?

ব্রজে। টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়েছে।

হর। বদলোকের টাকা, তা লেখাপড়া কি রকম হয়েছে?

ব্রজে। একটু সুযোগে পাওয়া গিয়েছে ব'লেই লেখাপড়া কর্‌তে হয় নাই। তা পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই ও টাকা নেওয়া-সম্বন্ধে আমার তেমন মত নয়।

হর। টাকা নেব না ত ফাটকে যাব না কি? টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা, পুণ্যের টাকা কি? আর জপ-তপের টাকাই বা কোথা পাব? সে আপত্তি ক'রে কাজ নেই। কিন্তু আসল আপত্তি এই যে, ডাকাতের টাকা, তাতে আবার লেখাপড়া হয় নি, ভয় হয়, পাছে দেবী হ'লে বাড়ী ঘর লুঠপাট ক'রে নিয়ে যায়। তা টাকার মেয়াদ কত দিন?

ব্রজে। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত।

হর। তা সে হলো ডাকাত। দেখা দেয় না, কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে যে, তার টাকা পাঠিয়ে দেব?

ব্রজে। ঐ দিন সন্ধ্যার পর সে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে বজরায় থাক্‌বে। সেইখানে টাকা পৌঁছিলেই হবে।

হর। ভাল, সে দিন সেইখানে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

ব্রজে। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

হর। হাঃ হাঃ হাঃ! সে বেটীর আবার টাকা শোধ দিতে যাবে! সরকারী সেপাই এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বৈশাখী সপ্তমীর সন্ধ্যার সময় কাপ্তেন সাহেব পণ্টন শুদ্ধ তার বজরায় না ওঠে ত আমার নাম হরবল্লভই নয়, তাকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবে না। সময় বুঝে ঠিক রঙ্গপুরের কাপ্তেন সাহেবের কাছে গিয়ে এতলা করবো।

[প্রস্থান।

(ব্রজেশ্বর ও ব্রহ্মঠাকুরুণের প্রবেশ)

ব্রহ্ম। হাঁ রে ব্রজ, তুই না কি এক রাজ-রাণীর বজরায় গিয়ে তাকে বিয়ে ক'রে এসেছিস্, সাগর আমায় বলছিল।

ব্রজে। বিয়ে করেছি, ঠাকুরমা!

ব্রহ্ম। সাগর না কি অনেক মানা করেছিল, তুই শুনিস্ নি?

ব্রজে। শুনি নি ঠাকুরমা!

ব্রহ্ম। মাগী না কি জেতে কৈবর্ত্ত, আর তার দুটো বিয়ে।

ব্রজে। রাণীজী জাত্যংশে ভাল, আমার পিতাঠাকুরের পিসী। আর বিয়ে আমারও তিনটে, তাঁরও তিনটে।

ব্রহ্ম। বটে, তবে ঠাট্টা? আচ্ছা, যাই ত একবার নয়ান-বৌএর কাছে।

[প্রস্থান।

ব্রজে। এ বিয়ের কথা রটনার ভেতর সাগরের কিছু কৌশল আছে। কৌশল আর কি! নয়ানকে চটানো, তা হলেই সে দিকে আমি এখন দিন কতক যেতে পাব না, তার ইজারা মহল হয়ে থাক্‌বো।

[প্রস্থান।

(গিন্নী ও নয়ানতারার প্রবেশ)

নয়ান। ঠাকুরুণ! তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর্‌ছি, বিয়ে করেছে। সাগর কি মিথ্যে বল্‌লে! সাগর চোখে দেখেছে। কত বারণ করেছে?

গিন্নী। তুমি বাছা, পাগল মেয়ে, বামুনের ছেলে কি কৈবর্ত্ত বিয়ে করে গা! তোমাকে সবাই ক্ষেপায়, তুমিও ক্ষ্যাপো।

নয়ান। যদি সত্য সত্যই বিয়ে হয়ে থাকে?

গিন্নী। যদি সত্য সত্যই হয়, তবে বৌ-বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌বো, বেটার বৌ ত আর ফেল্‌তে পার্‌বো না।

[নয়ান-বৌএর প্রস্থান।

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজে। মা, কি বল্‌ছিলে গা?

গিন্নী। এই বল্‌ছিলেম যে, তুই যদি আবার বিয়ে করিস্‌, তবে আবার বৌ-বরণ ক'রে ঘরে তুলি।

[ব্রজেশ্বরের নিরুত্তরে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবমন্দির

ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী

দেবী। দরজা খুলুন, আমি এসেছি।

ভবানী। কা'ল রাত্রে তুমি কি করেছ? তুমি ডাকাতী করেছ না কি?

দেবী। আপনার কি বিশ্বাস হয়?

ভবানী। কি জানি?

দেবী। কি জানি কি ঠাকুর! আপনি কি আমায় জানেন না? দশ বছর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে বেড়ালেম। লোকে জানে, যত ডাকাতী হয়, সব আমিই করি, তথাপি এক দিনের জন্য এ কাজ আমা হ'তে হয় নি, তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলেন, কি জানি?

ভবানী। রাগ কর কেন? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাতী করি, তা মন্দ কাজ ব'লে আমরা জানি না, তা হ'লে এক দিনের তরেও ঐ কাজ কর্‌তেম না! তুমিও এ কাজ মন্দ মনে কর না বোধ হয়? কেন না, তা হ'লে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফির্‌ছে। আমি আপনার কথায় এত দিন ভুলেছিলাম, আর ভুল্‌বো না। পরদ্রব্য কেড়ে নেওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক আর কি? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই আমি রাখবো না।

ভবানী। সে কি! যা এত দিন বুঝিয়ে দিয়েছি, তাই কি আবার তোমায় বোঝাতে হবে? যদি আমি এ সকল ডাকাতীর ধন এক কপর্দ্দক গ্রহণ করতেম, তবে মহাপাতক বটে; কিন্তু তুমি ত জান যে, কেবল পরকে দেবার জন্য ডাকাতী করি। যে ধার্ম্মিক, যে সৎপথে থেকে ধন উপার্জ্জন করে, যার ধন-হানি হ'লে ভরণ-পোষণের কষ্ট হবে, রঙ্গরাজ কি আমি কখন তাদের এক পয়সাও নিই নি। যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কেড়ে বা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে, আমরা তাদের ওপর ডাকাতী করি; ক'রে এক পয়সা নিই না, যার ধন বঞ্চকেরা নিয়েছিল, তাকেই দিই। এ সকল কি তুমি জান না? দেশ অরাজক, দেশে রাজ-শাসন নেই, দুষ্টের দমন নেই, যে যার পায়, কেড়ে খায়, আমরা তাই তোমায় রাণী ক'রে রাজ্যশাসন করছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম্ম?

দেবী। রাজা-রাণী যাকে করবেন, সেই হ'তে পারবে। আমাকে অব্যাহতি দিন। আমার এ রাণী-গিরিতে আর চিত্ত নেই।

ভবানী। আর কাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কারো অতুল ঐশ্বর্য্য নেই, তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিচ্ছি। আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করতেম, আপনিও সেইরূপে খরচ করবেন। আমি কাশী গিয়ে বাস করবো মনে করেছি।

ভবানী। কেবল তোমার ধনেই কি সকলে বশ? তুমি রূপে যথার্থ রাজরাণী, গুণে যথার্থ রাজরাণী, ঐশ্বর্য্যে যথার্থ রাজরাণী। অনেকে তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী ব'লে জানে; কেন না, তুমি সন্ন্যাসিনী, মা'র মত পরের মঙ্গলকামনা কর; অকাতরে ধন দান কর। আবার ভগবতীর মত রূপবতী। তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্য শাসন করি, নইলে আমাদের কে মান্‌তো মা?

দেবী। তাই লোকে আমাকে ডাকাতনী ব'লে জানে, এ অখ্যাতি মলেও যাবে না।

ভবানী। অখ্যাতি কি? এ বরেন্দ্রভূমে আজকাল কে এমন আছে যে, এ নামে লজ্জিত! কিন্তু সে কথা থাক্‌। ধর্ম্মাচরণের জন্য সুখ্যাতি অখ্যাতি খোঁজবার দরকার কি? অখ্যাতির কামনা কর্‌লেই কর্ম্ম আর নিষ্কাম হ'লো কৈ। তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজ্‌লে, পরের ভাব্‌লে না। আত্মবিসর্জ্জন হলো কৈ?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বো না। আপনি মহামহোপাধ্যায়, আমার স্ত্রীবুদ্ধিতে যা আস্‌ছে, বল্‌ছি। আমি রাণীগিরি হ'তে অবসর পেতে চাই। আমার এ আর ভাল লাগে না।

ভবানী। যদি ভাল লাগে না, তবে রঙ্গরাজকে ডাকাতী কর্‌তে পাঠিয়েছিলে কেন? সে কথা যে আমার অবিদিত নেই, তা বলা বেশীর ভাগ।

দেবী। কথা যদি অবিদিত নাই, তবে অবশ্য এটাও জানেন

যে, কাল রঙ্গরাজ ডাকাতী করে নি, ডাকাতীর ভাণ করেছিল মাত্র।

ভবানী। কেন? তা আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

দেবী। একটা লোককে ধ'রে আনবার জন্য।

ভবানী। লোকটা কে?

দেবী। তার নাম ব্রজেশ্বর রায়।

ভবানী। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

দেবী। কিছু দেবার প্রয়োজন ছিল। তার বাপ ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়, কিছু দিয়ে ব্রাহ্মণের জাত রক্ষা করেছি।

ভবানী। ভাল কর নি। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড, খামকা আপনার বেয়ানের জাত মেরেছিল। তার জাত যাওয়াই ভাল ছিল।

দেবী। সে কি রকম?

ভবানী। তার একটা পুত্রবধূর কেহ ছিল না, কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরীবের বাগ্দী অপবাদ দিয়ে বউটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে, দুঃখে বউটার মা ম'রে গেল।

দেবী। আর বউটা?

ভবানী। শুনেছি, খেতে না পেয়ে ম'রে গেছে।

দেবী। আমাদের সে সব কথায় কাজ কি? আমরা পরহিতব্রত নিয়েছি, যার দুঃখ দেখবো, তারই দুঃখমোচন করবো।

ভবানী। ক্ষতি নাই, কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোক দারিদ্র্যগ্রস্ত। ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বস্ব গিয়েছে, এখন কিছু কিছু পেলেই তারা আহার ক'রে গায়ে বল পায়। গায় বল পেলেই তারা লাঠি-বাজী ক'রে আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করতে পারে। তুমি শীঘ্র এক দিন দরবার ক'রে তাদের রক্ষা কর।

দেবী। তবে প্রচার করুন যে, এইখানে আগামী সোমবার দরবার হবে।

ভবানী। না, এখানে আর তোমার থাকা হবে না, কোম্পানী সন্ধান পেয়েছে, তুমি এখন এ প্রদেশে আছ ; এবার পাঁচ শত সেপাই নিয়ে তোমার সন্ধানে আস্‌ছে। অতএব এখানে দরবার হবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হবে, প্রচার করেছি, সোমবার দিন অবধারিত করেছি, সে জঙ্গলে সেপাই যেতে সাহস কর্‌বে না, কর্‌লে মারা পড়বে। তুমি ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে নিয়ে আজই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দেবী। এইবার চল্লেম, কিন্তু আর এ কাজ কর্‌বো কি না সন্দেহ। এতে আর আমার মন নাই।

[প্রস্থান।

ভবানী। ব্রহ্মাস্ত্র আমার তূণ শূন্য ক'রে কোথায় যাবে? ভগবান্‌, রক্ষা কর। অনেক যত্নে পেয়েছি, এ রত্ন গেলে আর পাব না।

[মন্দিরমধ্যে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নদীবক্ষে বজরা—বজরার ছাদে দেবী চৌধুরাণী, নিশি ও দিবা।

দিবা। হ্যাঁ, পরমেশ্বরকে না কি আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়?

দেবী। না, প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখবার কথা বল্‌ছিলেম না, প্রত্যক্ষ করবার কথা বল্‌ছিলেম। কোম্পানীর সেপাই আমাকে আজ ধরুতে আস্‌ছে, জান?

দিবা। তা ত জানি।

দেবী। সেপাই প্রত্যক্ষ করেছ?

দিবা। না। কিন্তু এলে প্রত্যক্ষ করবো।

দেবী। আমি বল্‌ছি এসেছে, কিন্তু বিনা সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারছ না। এই সাহায্য গ্রহণ কর।

(দূরবীক্ষণ প্রদান)

(দিবা ও নিশির দূরবীক্ষণ দর্শন)

দেবী। কি দেখলে?

দিবা। একখানা ছিপ, ওতে অনেক মানুষ দেখছি বটে।

দেবী। ছিপে সেপাই আছে।

দিবা। ছিপগুলো চরে লাগান আছে দেখছি, আমাদের ধর্‌তে আস্‌ছে, কিন্তু আমাদের কাছে না এসে ছিপ তীরে লাগান আছে কেন?

দেবী। বোধ হয়, ডাঙ্গাপথে যে সকল সেপাই আসবে, তারা এসে পৌঁছয় নি। ছিপের সেপাই তাদের অপেক্ষায় আছে। ডাঙ্গার সেপাই আস্‌বার আগে ছিপের সেপাই এগুলে আমি ডাঙ্গাপথে পালাতে পারি, এই শঙ্কায় ওরা এগুচ্ছে না।

দিবা। কিন্তু আমরা ত তাদের দেখতে পাচ্ছি, মনে কর্‌লেই ত পালাতে পারি।

দিবা। ওরা তা জানে না। ওরা জানে না যে, আমরা দূরবীণ রাখি।

নিশি। ভগিনি! প্রাণে বাঁচলে এক দিন না এক দিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আজ ডাঙ্গায় উঠে প্রাণরক্ষা কর্‌বে চল। এখনও ডাঙ্গাপথে সেপাই আসে নি, তবে ডাঙ্গাপথে এখনও প্রাণরক্ষার উপায় আছে।

দেবী। ভগিনি, যদি প্রাণের জন্য আমি এত কাতর হব, তবে আমি সকল সংবাদ জেনে শুনে এখানে এলেম কেন? এলেম যদি, তবে লোকজন সবাইকে বিদায় দিলেম কেন? আমার হাজার বরকন্দাজ আছে, তাদের সকলকে অন্যস্থানে পাঠালেম কেন?

দিবা। আমরা আগে যদি জান্‌তেম, তা হ'লে তোমায় এমন কর্ম্ম কর্‌তে দিতেম না।

দেবী। তোমার সাধ্য কি দিবা? যা আমি স্থির করেছি, তা অবশ্য কর্‌বো। আজ স্বামিদর্শন কর্‌বো, স্বামীর অনুমতি নিয়ে

জন্মান্তরে তাঁকে কামনা ক'রে প্রাণ সমর্পণ করবো। তোমরা আমার কথা শোন, দিবা, নিশি! আমার স্বামী যখন ফিরে যাবেন, তখন তাঁর নৌকায় উঠে তাঁর সঙ্গে তোমরা চ'লে যেও। আমি একা ধরা দেব। আমি একা ফাঁসী যাব, সেই জন্যে বজরা হ'তে আর সকলকে বিদায় দিয়েছি। এই ভিক্ষা দাও, আমার স্বামীর নৌকায় উঠে পালিও।

নিশি। ধড়ে প্রাণ থাকতে তোমায় ছাড়বো না! যদি মরতেই হয়, একত্রে মরবো। সম্প্রতি উপস্থিত গোলযোগ।

দেবী। সে আবার কি, আবার গোলযোগ কি?

নিশি। একখানা পান্সী আসছে, বুঝি শত্রুর চর।

দেবী। এই আমার সুযোগ, তিনিই আসছেন, তোমরা নীচে যাও।

(দিবা ও নিশির নিম্নে অবতরণ)

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজে। আজ টাকা আনতে পারি নি, দু চার দিনে দিতে পারবো বোধ হয়। দু চার দিনের পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সেটা জানা চাই।

দেবী। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিন্তু আমার ঋণ শোধবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হবে, ঐ টাকা গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেবেন, তা হ'লেই আমি পাব।

ব্রজে। দেখ প্রফুল্ল! তোমার টাকা আমার টাকা, তার পরিশোধের জন্য আমি কেন কাতর হব? কিন্তু আমি বড় কাতর হয়েছি।

আমি আজ দশ বছর কেবল তোমাকেই ভেবেছি। আমার আর দুই স্ত্রী আছে, আমি তাদের এ দশ বছর স্ত্রী মনে করি নি, তোমাকেই স্ত্রী জানি। কেন, তা বুঝি তোমায় আমি বোঝাতে পার্‌বো না। শুনেছিলেম, তুমি নেই। কিন্তু আমার পক্ষে তুমি ছিলে। আমি তার পরেও মনে জান্‌তেম, তুমিই আমার স্ত্রী। মনে আর কারও স্থান ছিল না। বল্‌বো না মনে করেছিলেম, কিন্তু বল্‌তেও ক্ষতি নাই। তুমি মরেছ শুনে আমি মর্‌তে বসেছিলেম। এখন মনে হয়, ম'লেই ভাল হতো। তুমি ম'লে ভাল হ'তো, না মরেছিলে ত আমি ম'লেই ভাল হতো। এখন যা শুনেছি, বুঝেছি, তা শুন্‌তে হতো না, বুঝতে হতো না, আজ দশ বছরের হারা ধন তোমায় পেয়ে, আমার স্বর্গ-সুখের অপেক্ষা অধিক সুখ হতো। তা না হয়ে প্রফুল্ল, আজ তোমায় পেয়ে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা। মনের মন্দিরের ভিতর সোনার প্রতিমা গোড়ে রেখেছিলেম, আমার সেই প্রফুল্ল, মুখে আসে না, সেই প্রফুল্লর এই বৃত্তি?

দেবী। কি? ডাকাতী করি?

ব্রজে। কর না কি?

দেবী। আমি ডাকাত নই। আমি তোমার কাছে শপথ কচ্ছি, আমি কখনও ডাকাতী করি নি। কখনও ডাকাতীর এক কড়া নিই নি। তুমিই আমার দেবতা, আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা কর্‌তে শিখছিলেম, শিখতে পারি নি, তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করেছ, তুমিই একমাত্র আমার দেবতা। আমি

তোমার কাছে শপথ করেছি, আমি ডাকাত নই, এখন পায়ের ধূলো দিয়ে এ জন্মের মত আমায় বিদায় দাও। আর এখানে বিলম্ব করো না। সম্মুখে কোন বিঘ্ন আছে। তোমায় এই দশ বছরের পর পেয়ে এখনই উপযাচিকা হয়ে বিদায় দিচ্ছি, এতেই বুঝবে যে, বিঘ্ন বড় সামান্য নয়। আমার দুটি সখী এই নৌকায় আছে, তারা বড় গুণবতী, আমিও তাদের বড় ভাল-বাসি। তোমার নৌকায় তাদের নিয়ে যাও। বাড়ী পৌঁছে তারা যেখানে যেতে চায়, সেইখানে পাঠিয়ে দিও। আমায় যেমন মনে রেখেছিলে, তেমনই মনে রেখো। সাগর যেন আমায় না ভোলে।

ব্রজে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি নি, প্রফুল্ল! আমায় বুঝিয়ে দাও। তোমার এত লোক, কেউ নেই। বজরার মাঝিরা পর্য্যন্ত নেই। কেবল দুটি স্ত্রীলোক আছে, তাদেরও বিদায় করতে চাচ্ছ। সম্মুখে বিঘ্ন বল্‌ছ, আমাকে থাকতে নিষেধ কর্‌ছ। আর এ জন্মে সাক্ষাৎ হবে না বল্‌ছো। এ সব কি? সম্মুখে কি বিঘ্ন, আমাকে না বল্‌লে আমি যাব না। বিঘ্ন কি, তা শুন্‌লেও যাব কি না, তাও বল্‌তে পারি নি।

দেবী। সে সব কথা তোমার শোন্‌বার নয়।

ব্রজে। তবে আমি কি তোমার কেউ নই?

(নেপথ্যে বন্দুকধ্বনি)

দেবী। আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করো না। শীঘ্র আপনার পান্সীতে উঠে চ'লে যাও।

ব্রজে। কেন? এ ছিপগুলো কিসের? বন্দুক কিসের?

দেবী। না শুন্‌লে যাবে না?

ব্রজে। কোনমতেই না।

দেবী। এ ছিপে কোম্পানীর সেপাই আছে। এ বন্দুক ডাঙ্গা হ'তে কোম্পানীর সেপাই আওয়াজ কর্‌লে।

ব্রজে। কেন এত সেপাই এ দিকে আস্‌ছে? তোমাকে ধর্‌বার জন্যে? তোমার কথায় বোধ হচ্ছে, তুমি পূর্ব্বে হ'তে এ সংবাদ জান্‌তে?

দেবী। জান্‌তেম, আমার চর সর্ব্বত্র আছে।

ব্রজে। এ ঘাটে এসে জেনেছ, না আগে জেনেছ?

দেবী। আগে জেনেছিলেম।

ব্রজে। তবে জেনে শুনে এখানে এলে কেন?

দেবী। তোমাকে আর একবার দেখবো ব'লে।

ব্রজে। লোকজন কোথায়?

দেবী। বিদায় দিয়েছি, তারা কেন আমার জন্যে মর্‌বে?

ব্রজে। নিশ্চিত ধরা দেবে স্থির করেছ?

দেবী। আর বেঁচে কি হবে? তোমার দেখা পেলেম, তোমাকে মনের কথা বল্‌লেম, তুমি আমায় ভালবাস, তাও শুন্‌লেম। আমার যা কিছু ধন ছিল, তাও বিলিয়ে শেষ করেছি। আর এখন বেঁচে কোন্ কাজ কর্‌বো—কোন্ সাধ মেটাবো? আর বাঁচবো কেন?

ব্রজে। বেঁচে আমার ঘরে গিয়ে ঘর কর্‌বে।

দেবী। সত্য বল্‌ছো ?

ব্রজে। তুমি আমার কাছে শপথ করেছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করেছি, আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার গৃহিণী কর্‌বো।

দেবী। আমার শ্বশুর কি বল্‌বেন ?

ব্রজে। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করবো।

দেবী। হায়, এ কথা কাল শুনি নি কেন ?

ব্রজে। কাল শুন্‌লে কি হ'ত ?

দেবী। তা হ'লে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে।

ব্রজে। এখন ?

দেবী। এখন ? আর উপায় নেই। তোমার পান্সী ডাকো, নিশি ও দিবাকে নিয়ে শীগ্‌গির যাও।

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

ওরে পান্সীওয়ালা !

ব্রজে। (নেপথ্যের দিকে মাঝির প্রতি) ওরে পান্সীওয়ালা, তোরা শীগ্‌গির পালা। ঐ কোম্পানীর সেপাইয়ের ছিপ আস্‌ছে। তোদের দেখলে ওরা বেগার ধর্‌বে। শীগ্‌গির পালা, আমি যাব না, এইখানেই থাকবো।

দেবী। এ কি, তুমি গেলে না ?

ব্রজে। কেন ? তুমি মর্‌তে জান, আমি জানি নি ? তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমায় শতবার ত্যাগ কর্‌তে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী, বিপদে আমি ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি

রক্ষা করতে পারবো না, তাই ব'লে কি তোমায় বিপদে ফেলে পালাবো ?

দেবী। তবে কাজেই আমি স্বীকার করলেম, প্রাণ রক্ষার যদি কোন উপায় হয়, তা আমি করবো। (আকাশ পানে চাহিয়া) কিন্তু আমার প্রাণরক্ষার আর এক অন্তরায় আছে।

ব্রজে। কি ?

দেবী। এ কথা তোমায় বল্‌বো না মনে করেছিলেম, কিন্তু এখন আর না বল্‌লে নয়। এই সেপাইদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না পড়লে তাঁর বিপদ ঘট্‌লেও ঘট্‌তে পারে।

ব্রজে। (মাথায় করাঘাত করিয়া) ওঃ, তিনিই কি গোয়েন্দা ? তাই টাকার চেষ্টায় রংপুর যাওয়া ! কিন্তু প্রফুল্ল, আমি মরি, কোন ক্ষতি নাই, তুমি ম'লে আমার মরার অধিক হবে ; কিন্তু আমি দেখতে আস্‌বো না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার-প্রাণ রাখবার আগে আমার পিতাকে রক্ষা করতে হবে। যেহেতু—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

দেবী। সে জন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমায় রক্ষা করতে পারেন। তবে এও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করছি যে, তাঁর অমঙ্গল-সম্ভাবনা থাকতে আমি আত্মরক্ষার উপায়

করবো না। তুমি বললেও করতেম না—না বললেও করতেম না, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। (নেপথ্যে ভেরীর শব্দ) নিশি, ঐ কার ভেরী ?

নিশি। যেন দেড়ে বাবাজীর ব'লে বোধ হচ্ছে।

দেবী। কি, রঙ্গরাজের ? সে কি ? আমি প্রাতে রঙ্গরাজকে দেবী-গড়ে পাঠিয়েছি।

নিশি। বোধ হয়, পথ হ'তে ফিরে এসেছে।

দেবী। রঙ্গরাজকে ডাক।

ব্রজে। এখান থেকে ডাকলে ডাক শুনতে পাবে না, আমি নিজে গিয়ে ভেরীওয়ালাকে ডেকে আনছি।

দেবী। কিছু করতে হবে না, নিশির কৌশল দেখ, আর এই সাদা নিশেন এইরূপে ধ'রে থাকো। রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে, তাকে বলো, সে দরজা হ'তে আমার হুকুম নেয়। (নীচে আগমন)।

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

রঙ্গ। তুমি কার হুকুমে সাদা নিশেন দেখালে ?

ব্রজে। রাণীজীর হুকুমে।

রঙ্গ। রাণীজীর হুকুমে ? তুমি কে ?

ব্রজে। চিনতে পাচ্ছ না ?

রঙ্গ। চিনেছি, তুমি ব্রজেশ্বর বাবু ! তুমি এখানে কি মনে ক'রে ? বাপ-বেটায় এক কাজে না কি ? এই, কে ও, একে বাঁধ।

ব্রজে। আমায় বাঁধ তায় ক্ষতি নেই। একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও, সাদা নিশান দেখালে দু'দলে যুদ্ধ বন্ধ হলো কেন?

রঙ্গ। কচি খোকা আর কি? জান না, সাদা নিশেন দেখালে যুদ্ধ করতে নেই?

ব্রজে। তা আমি জেনেই করি আর না জেনেই করি, রাণীজীর হুকুমমত করেছি কি না, তুমি রাণীজীকে জিজ্ঞাসা করতে পার। তোমার ওপর আজ্ঞা আছে, তুমি দরজা হ'তে তাঁর হুকুম নেবে।

(নীচে আগমন)

রঙ্গ। রাণী মা!

দেবী। কে, রঙ্গরাজ?

রঙ্গ। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা শাদা নিশেন আমাদের বজরা থেকে দেখান হয়েছে, লড়াই সেই জন্য বন্ধ আছে।

দেবী। সে আমারই হুকুমমত হয়েছে। এখন তুমি ঐ সাদা নিশান নিয়ে লেপ্টন্যাণ্ট সাহেবের কাছে যাও, গিয়ে বলো যে, লড়ায়ে প্রয়োজন নাই, আমি ধরা দেবো।

রঙ্গ। আমার শরীর থাকতে তা কিছুতেই হবে না।

দেবী। শরীরপাত করেও আমায় রক্ষা করতে পারবে না।

রঙ্গ। তথাপি শরীরপাত করবো।

দেবী। শোন, মূর্খের মত গোল করো না, তোমরা প্রাণ দিয়ে আমাকে বাঁচাতে পারবে না। সেপায়ের বন্দুকের কাছে লাঠি-শোঁটা কি করবে?

রঙ্গ। কি না করবে ?

দেবী। যাই করুক, আর এক বিন্দু রক্তপাত হবার আগে আমি প্রাণ দেব। বাহিরে গিয়ে গুলীর মুখে দাঁড়াবো, রাখতে পারবে না। এখন আমি ধরা দিলে পালাবার ভরসা রইল। বরং এখন আপনার আপনার প্রাণ রেখে, সুবিধে মত যাতে আমি বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'তে পারি, সে চেষ্টা করো। আমার অনেক টাকা আছে, পালাবার ভাবনা কি ?

রঙ্গ। যা দিয়ে কোম্পানীর লোক বশ করবেন, তা ত বজরাতেই আছে। আপনি ধরা দিলে বজরাও কোম্পানী নেবে।

দেবী। বারণ করো, বলো যে, আমি ধরা দেব, কিন্তু বজরা দেব না। বজরায় যা আছে, তার কিছুই দেব না, বজরায় যারা আছে, তাদের কাকেও তিনি ধরতে পারবেন না। এই নিয়মে আমি ধরা দিতে রাজি।

রঙ্গ। কোম্পানীর লোক যদি বজরা লুটতে আসে ?

দেবী। বারণ করো—বজরায় না আসে, বজরা স্পর্শ না করে। বলো যে, তা করলে তাদের বিপদ ঘটবে। বজরায় এলে আমি ধরা দেব না। যে মুহূর্ত্তে তারা বজরায় উঠবে, সেই দণ্ডে আবার যুদ্ধ আরম্ভ জানবে। আমার কথায় স্বীকৃত হ'লে তাদের কাউকে এখানে আসতে হবে না। আমি নিজে তার ছিপে যাব।

রঙ্গ। যে আজ্ঞে।

দেবী। ভবানী ঠাকুর কোথায় ?

রঙ্গ। তিনি তীরে বরকন্দাজ নিয়ে যুদ্ধ কর্‌ছেন, আমার কথা শুন্‌লেন না। বোধ করি, এখনও সেইখানে আছেন।

দেবী। আগে তাঁর কাছে যাও। সব বরকন্দাজ নিয়ে নদীর তীরে তীরে স্বস্থানে যেতে বলো। বলো যে, আমার বজরার লোকগুলি রেখে গেলে যথেষ্ট হবে, আরও বোলো, আমার রক্ষার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, আমার রক্ষার জন্য ভগবান্ উপায় করেছেন। এতে যদি তিনি আপত্তি করেন, তাঁকে আকাশ পানে চেয়ে দেখতে বলো, তা হলেই তিনি বুঝতে পার্‌বেন।

রঙ্গ। এ কি! বৈশাখী নবীন নীরদমালায় গগন অন্ধকার হয়ে এলো! মা, আর একটা আজ্ঞার প্রার্থনা করি। হরবল্লভ রায় আজকের গোয়েন্দা। তার ছেলে ব্রজেশ্বরকে নৌকায় দেখলেম, অভিপ্রায়টা যে মন্দ, তার আর কোন সন্দেহ নাই, তাকে বেঁধে রাখতে চাই।

দেবী। বেঁধো না, এখন লুকিয়ে ছাদের উপর ব'সে থাক্‌তে বলো, আর দিবা যখন নাম্‌তে হুকুম দেবে, তখন নামবেন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীতট

লেফটন্যাণ্ট সাহেব ও জমাদার

সাহেব। এই শালা জমাদার, লেও, ডেখো, বলো কেয়া ডেখা, বোলো বোলো, বোলো, সফেদ নিশান বোলো।

জমা। হাঁ হুজুর, সফেদ নিশান বোলো।

সাহেব। বোলো শালা বোলো, লড়াই বন্ধ হুয়া বোলো।

জমা। হাঁ হুজুর, লড়াই বন্ধ হুয়া বোলো।

সাহেব। বোলো শালা বোলো, ডাকুকা বজরা হ্যায় নেই বোলো।

জমা। হাঁ হুজুর, ডাকুকা বজরা হ্যায় নি নেই বোলো।

সাহেব। ইউ শালা জমাদার, তোম ফিন গ্লাস উল্টা পাকৃড়া, কুচ নেই ডেখা।

জমা। হাঁ হুজুর, উল্টা পাকড়া, কুচ নাহি দেখা।

সাহেব। চোপরাও শালা! শূয়ার-কি বাচ্ছা।

(লাথি মারণ ও পতন)

জমা। উঠিয়ে হুজুর, উঠিয়ে।

সাহেব। চোপরাও শালা, মাৎ উঠাও, হাম আপসে উঠকে টোমকো দো লাট মারেঙ্গে।

জমা। যো হুকুম হুজুর, যো কহে, হাম তিন লাথ খানে মন্ন মোস্তাযেদ হুঁ।

(রঙ্গরাজের সাদা নিশান হস্তে প্রবেশ)

সাহেব। তোমরা সাদা নিশান দেখাচ্ছ, ধরা দিবে?

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব কি? যাঁকে ধ'রতে এসেছেন তিনিই ধরা দেবেন, সেই কথা বল্‌তে এসেছি।

সাহেব। দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবে?

রঙ্গ। দিবেন, তাই বল্‌তে আমাকে পাঠিয়েছেন?

সাহেব। তোমরা ধরা দিবে?

রঙ্গ। আমরা কারা?

সাহেব। দেবী চৌধুরাণীর ডল।

রঙ্গ। আমরা ধরা দেব না।

সাহেব। আমি ডল শুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

রঙ্গ। এ দল কারা? কি প্রকারে এই হাজার বরকন্দাজের মধ্যে দল বেদল চিন্‌বেন?

সাহেব। এই হাজার বরকন্দাজ সব ডাকু হ্যায়, ডাকুকা সাট্ এক কাট্টা হোকে সরকারের সাঠে লড়াই করিয়াছে।

রঙ্গ। ওরা যুদ্ধ কর্‌বে না। ঐ দেখুন চ'লে যাচ্ছে।

সাহেব। এ কেয়া? টোমরা সাদা নিশান দেখাইয়া ভাগ যাটা হ্যায়।

রঙ্গ। সাহেব! ধর্‌লে কবে যে পালালুম? এখনও কেউ পালাই নি, পারো ধর, এই আমি সাদা নিশান ফেলে দিচ্ছি।

(নিশান ফেলিয়া দেওন)

সাহেব। (স্বগত) chasing them would be of little or no avail as they will have entered the thick jungles by the time we follow them. It is now night, and the sky is overcast ; it must be pitch dark within the jungles ; my sepoys arestrangers to the way and it is not possible for my men to hold get of them. আচ্ছা, যানে ডেও।

It will be worse than useles to follow them, they will elude our pursuit amidst the thick jungles and so it will be a veritable wild-goose-chose. It is now night the clouds are lowering & there must be pitch dark within the jungles. My sepys are strongers to this part of this country, while the enenies are familiar with every creek and corner. Hence it will be impossible for my men to get hold of them. টোম লোক সব ধরা দিবে ?

রঙ্গ। এক জনও নয়, কেবল দেবী রাণী।

সাহে। পিস্! এখন লড়াই করনেওলা আর কে আছে? দু চার আদমী আমার পাঁচশো সিপাইর সাথে লড়াই কর্‌টে পার্‌বে ? ঐ ত তোমার বরকন্দাজ সব জঙ্গলের ভিতর পলায়ন করিল দেখা যায়।

রঙ্গ। আমি অত জানি না। আমায় আমাদের প্রভু যা বলেছেন, তাই বলছি। বজরা পাবেন না, বজরায় যে ধন আছে, তা পাবেন না, আমাদের কাউকে পাবেন না, কেবল দেবী রাণীকে পাবেন।

সাহে। কেন?

রঙ্গ। তা আমি জানি না।

সাহে। জানি আউর নাই জানি, বজরা এখন আমার। আমি উহা দখল করবো।

রঙ্গ। সাহেব! বজরাতে উঠো না, বজরা ছুঁয়ো না, বিপদ ঘটবে।

সাহে। ফুঃ! পাঁচশো ডিসিপ্লিনড সিপাই নিয়ে টোমাদের দুচারি জন আদমীর কাছে বিপদ! চলো, এখন বজরায় গিয়ে দেখে কি আছে।

রঙ্গ। সাহেব! আপনি জোর ক'রে বজরায় যাচ্ছেন, আমাদের দোষ নেই।

সাহেব। তোমার আবার দোষ কি? লে আও ছিপ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বজরার কামরা

মসনদের উপর নিশি ও দিবা,—দূরে মলিনবেশা দেবী চৌধুরাণী

(সাহেব ও রঙ্গরাজের প্রবেশ)

সাহেব। দেবী চৌধুরাণী কে? আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিবে?

নিশি। আমার সঙ্গে কথা কইবেন, আমি দেবী।

দিবা। সাহেব দেখে রঙ্গ করছিস্ ? এ কি রঙ্গের সময় ? লেফট্‌ন্যাণ্ট সাহেব, আমার এই ভগ্নী, কিছু রঙ্গ-তামাসা ভালবাসে। কিন্তু এ তার সময় নয়। আপনি আমার সঙ্গে কথা কইবেন, আমি দেবী চৌধুরাণী।

নিশি। আ মরণ! তুই কি আমার জন্য ফাঁসী যেতে চাস্ না কি? সাহেব, ওর কথা শুনো না, ও আমার ভগ্নী। বোধ হয়, স্নেহবশতঃ আমাকে রক্ষা করবার জন্য আপনাকে প্রতারণা করছে। কিন্তু কেমন ক'রে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ক'রে ভগ্নীর প্রাণদণ্ড ক'রে আপনার প্রাণ রক্ষা করবো? প্রাণ অতি তুচ্ছ। আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, অক্লেশে ত্যাগ করতে পারি। (উঠিয়া) চলুন, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, যাচ্ছি। আমিই দেবী-রাণী।

দিবা। (উঠিয়া) সাহেব, তোমার যীশু খ্রীষ্টের দিব্বি, তুমি যদি নিরপরাধিনীকে ধ'রে নিয়ে যাও। আমিই দেবী।

সাহেব। (রঙ্গরাজের প্রতি) এ কি টামাসা! দেবী চৌধুরাণী কে? তুমি যঠার্থ বলিবে।

রঙ্গ। (স্বগত) কিছুই ত বুঝতে পারছি না; যাকে হ'ক্ একজনকে দেখিয়ে দিই। (নিশিকে দেখাইয়া প্রকাশ্যে) হুজুর, এই যথার্থ দেবী-রাণী।

দেবী। আমার এতে কথা কওয়া বড় দোষ, কিন্তু কি জানি, এর পর মিছে কথা ধরা পড়লে যদি সকলে মারা যায়, তাই বলছি, এ ব্যক্তি যা বলেছে, তা সত্য নয়। এ দেবী নয়। রাণীজীকে

এরা মা'র মত ভক্তি করে, এই জন্য সেরাণীজীকে বাঁচাবার জন্যে এরা অন্য ব্যক্তির নিশানা দিচ্ছে।

সাহেব। (দেবীর প্রতি) ডেবী টবে কে?

দেবী। আমি দেবী।

নিশি। আমি দেবী।

দিবা। আমি দেবী।

রঙ্গ। (নিশিকে দেখাইয়া) এই দেবী।

দেবী। আমি দেবী।

সাহেব। Tnese trickeries should be put an end to. দেখো, আমি বুঝিয়াছি। টোমাডের ডুটির ভেতর একটি দেবী চৌধুরাণী, আর একটি দাসী বাঁদী চাকরাণী, দেবী চৌধুরাণী নয়। টোমাদের ডুজনের মেধ্যে কোন্ সে পাপিষ্ঠা, হামি জান্‌ছে না, লেকেন হামিভি ছাড়ছে না। আমি ডুজনকে ধরিয়ে নে যাবে। যে দেবী চৌধুরাণী প্রমাণ হবে, সে ফাঁসী যাবে। প্রমাণ না হয়, ডোনোকো ফাঁসী ডেবে।

নিশি। এত গোলযোগে কাজ কি? আপনার সঙ্গে কি গোয়েন্দা নাই? যদি গোয়েন্দা থাকে, তবে তাকে ডাক্‌লেই ত সে ব'লে দিতে পারবে. কে যথার্থ দেবী চৌধুরাণী।

সাহেব। এ আচ্ছা পরামর্শ। এ শালা জমাদার, গোয়েন্দা শালালোককো বোলাও।

নেপথ্যে। ও গোয়েন্দা! ও বেটা গোয়েন্দা! ওরে শালা গোয়েন্দা!

নেপথ্যে-হর। গোয়েন্দাকে খুঁজছ, আমি গোয়েন্দা!

জমাদার। হাঁ! কাপ্তেন সাহেব তোমাকে টলব করেছেন।

নে-হর। কোথায় তিনি ?

জমা। কামরার ভেতর, তুমি কামরার ভেতরে যাও।

দেবী। কাপ্তেন সাহেবের জন্য কিছু জলযোগের উদ্‌যোগ দেখি।

[প্রস্থান।

(হরবল্লভের প্রবেশ)

হর। (ভুলিয়া নিশিকে সেলাম) সেলাম!

নিশি। বন্দে কি খাঁসাহেব! মেজাজ সরিফ?

দিবা। বন্দে কি খাঁসাহেব! আমায় একটা কুর্ণিশ হ'লো না। আমি হলেম এদের রাণী।

সাহেব। দেখো শালা গোয়েন্দা, এ দোনো আওরাত বল্‌ছে, হামি দেবী চৌধুরাণী, টুমি বোলো, কোন্ দেবী চৌধুরাণী।

হর। (নিশিকে দেখিয়া) এই দেবী। না-না-না (দিবাকে দেখাইয়া) না-না, এই দেবী।

নিশি। (হাস্য)!

হর। (দিবাকে দেখাইয়া) এই দেবী চৌধুরাণী।

দিবা। (হাস্য)।

হর। আজ্ঞা, হুজুর (নিশিকে দেখাইয়া) এই দেবী।

সাহেব। টোম্ বজ্জাত শূয়ার। টোম্ পছান্‌টা নেহি?

দিবা। সাহেব, রাগ কর্‌বেন না, উনি চেনেন না, ওঁর ছেলে চেনে। ওঁর ছেলে বজরার ছাদে ব'সে আছে, তাকে আনুন, সে চিন্‌বে।

হর। আমার ছেলে?

দিবা। এইরূপ শুনি।

হর। ব্রজেশ্বর?

দিবা। তিনিই।

হর। কোথায়?

দিবা। ছাদে।

হর। ব্রজ এখানে কেন?

দিবা। তিনি বল্‌বেন।

সাহেব। আচ্ছা, টাহাকে লইয়া আইস।

দিবা। (রঙ্গরাজকে ইঙ্গিত)।

[রঙ্গরাজের প্রস্থান।

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

সাহেব। তুমি দেবী চৌধুরাণীকে চিন?

ব্রজে। চিনি।

সাহেব। এখানে আছে?

ব্রজে। না।

সাহেব। সে কি? এ দুই জনের এক জনও দেবী চৌধুরাণী নয়?

ব্রজে। এরা তার দাসী।

সাহেব। এঃ, তুমি চিনছ না।

ব্রজে। বিলক্ষণ চিনি সাহেব।

সাহেব। আচ্ছা, যদি এরা কেউ দেবী না আছে, তবে দেবী অবশ্য এ বজরারই মধ্যে কোথাও লুকাইয়া আছে। ওঃ, বোধ হয় দেবী সেই চাক্‌রাণীটা। আচ্ছা, আমি বজরা টল্লাসী কর্‌ছি, তুমি নিশানদিহি কর্‌বে আইস।

ব্রজে। সাহেব, তোমরা বজরা তল্লাস কর্‌তে হয় কর, আমি নিশানদিহি কর্‌বো কেন?

সাহেব। কেঁও বজ্জাট্। টোম গোয়েন্দা নেহি?

ব্রজে। (সাহেবকে চপেটাঘাত) নেহি।

হর। কর্‌লে কি! কর্‌লে কি! সর্ব্বনাশ কর্‌লে?

নেপথ্যে। হুজুর, বজরা ছোটা, হুজুর, তুফান উঠা।

(নেপথ্যে ঝড়ের শব্দ ও দেবী চৌধুরাণী কর্ত্তৃক শঙ্খ-ধ্বনি)

হুজুর! বজরা ছোড়া!

হর। এই গেল—গেল—গেল। কর্‌লে কি! কর্‌লে কি! কর্‌লে কি! সর্ব্বনাশ কর্‌লে?

সাহেব। শূয়ারকী বাচ্ছা, (ব্রজেশ্বরকে মারিতে উদ্যত ও ব্রজ কর্ত্তৃক হস্ত ধারণ)।

হর। ও কি কর? কোম্পানীর গায়ে হাত তোলো? একে ঝড় বইছে—তুফান উঠেছে, বজরা ছুট্‌ছে, আর তার ওপর—কোম্পানীর গায়ে হাত?

ব্রজে। আমি সাহেবের গায়ে হাত তুল্‌ছি, না সাহেব আমার গায়ে হাত তুল্‌ছে?

হর। হুজুর! ও ছেলেমানুষ, আজও বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি। আপনি ওর অপরাধ নেবেন না, আপনি ওকে ক্ষমা করুন।

সাহেব। ও বড় বডমায়েস। টবে যদি আমার কাছে ও যোড়-হাট ক'রে মাপ চায়, তবে আমি মাপ কর্‌তে পারে।

হর। ব্রজ, তাই কর। যোড়-হাত ক'রে ওঁকে বল, সাহেব আমায় মাপ করুন।

ব্রজে। সাহেব! আমরা হিন্দু, পিতৃ-আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে যোড়-হাত ক'রে ভিক্ষা কর্‌ছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

সাহেব। আচ্ছা যাও। [ব্রজেশ্বর ও দিবার প্রস্থান] (স্বগত) The Bazra with the help of favourable wind is running like a bullet of a shot. How to escape from the hands of dacoits. I am vanquished by one I came to vanquish. It is crying shame indeed to be subdued by a woman. I have no face to show to my countrymen. I had better not to go back.

হর। গেল—গেল—গেল! একবেড়ে হ'ল। যাঃ, এই বুঝি ডুবে গেল! দুর্গা—দুর্গা! আর দুর্গা—ডুবেই যখন গেল, তখন আর দুর্গা নাম জপ ক'রে কি হবে!

নিশি। ভয় নেই, ডোবে নি।

হর। ডোবে নি! আঃ, বাঁচলুম।

নিশি। আপনি একটু নিদ্রা যাবেন?

হর। আজ কি আর নিদ্রা হয়?

নিশি। আজ না হ'লে ত আর হ'লো না।

হর। সে কি?

নিশি। আবার ঘুমোবার দিন কবে পাবেন?

হর। কেন?

নিশি। আপনি দেবী চৌধুরাণীকে ধরিয়ে দিতে এসেছিলেন?

হর। তা—তা—কি জান!

নিশি। ধরা পড়লে দেবীর কি হতো জান?

হর। কি আর এমন হ'ত?

নিশি। এমন বেশী কিছু নয়—ফাঁসী!

হর। তা-না-এই—তা-কি জান!

নিশি। দেবী তোমার কোন অনিষ্ট করে নি, বরং তোমার উপকার করেছিল। যখন তোমার জাত যায়, প্রাণ যায়, তখন তোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে তোমায় রক্ষা করেছিল। তার প্রত্যুপকারে তুমি তাঁকে ফাঁসী দেবার চেষ্টায় ছিলে! তোমার যোগ্য কি দণ্ড বল দেখি? তাই বলছিলেম, এই বেলায় ঘুমিয়ে নাও, আর ত' রাত্রের মুখ দেখবে না। নৌকা কোথা যাচ্ছে বল দেখি? ডাকিনীর শ্মশান ব'লে এক প্রকাণ্ড শ্মশান আছে, আমরা যাদের প্রাণে মারি, তাদের সেইখানে নিয়ে গিয়ে মারি, বজরা এখন সেইখানে যাচ্ছে। সেইখানে পৌছলে সাহেব ফাঁসী যাবে, রাণীজীর হুকুম হয়েছে; আর তোমার কি হয়েছে জান?

হর। (করযোড়ে) আমায় রক্ষা কর।

নিশি। তোমায় রক্ষা কর্‌বে, এমন পাষণ্ড পামর কে আছে? তোমায় শূলে দেবার হুকুম হয়েছে;

হর। (রোদন)।

সাহেব। রোও মৎ উল্লু! মরণা এক রোজ আলবাৎ হ্যায়!

হর। (সরোদনে) হ্যাঁ গা! আমায় কি কেউ রক্ষা কর্‌তে পারে না গা!

নিশি। তোমার মত নরাধমকে বাঁচিয়ে কে পাতকগ্রস্ত হবে। তবে আমাদের রাণী দয়াময়ী, কিন্তু তোমার জন্য কেউ তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা কর্‌বে না।

হর। আমায় রক্ষা কর, আমি লক্ষ টাকা দেব।

নিশি। মুখে আন্‌তে লজ্জা করে না? পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য এই কৃতঘ্নের কাজ করেছ—আবার লক্ষ টাকা হাঁক!

হর। আমাকে যা বল্‌বে—তাই কর্‌বো।

নিশি। তোমার মত লোকের দ্বারা কোন্ কাজ হয় যে, তুমি তাই কর্‌বে?

হর। অতি ক্ষুদ্রের দ্বারাও উপকার হয়। ওগো, কি কর্‌তে হবে বল। আমি প্রাণপণ ক'রে কর্‌বো,—আমায় বাঁচাও!

নিশি। তোমার দ্বারা আমার একটা উপকার হলেও হ'তে পারে, তা তোমার মত লোকের দ্বারা সে উপকার না হওয়াই বোধ হয় ভাল।

হর। তোমার কাছে যোড় হাত কর্‌ছি, এই আমি তোমার হাতে ধর্‌ছি।

নিশি। সাবধান, ও হাত শ্রীকৃষ্ণের গৃহীত। তোমার হাতে পায়ে ধ'রে কাজ নেই; তুমি যদি এতই কাতর হয়েছ, তবে তুমি যাতে রক্ষা পাও, আমি তা করতে রাজি আছি; কিন্তু তোমায় যা বলবো, তা যে তুমি করবে, এ বিশ্বাস হয় না। তুমি জোচ্চোর—কৃতঘ্ন,—পামর,—গোয়েন্দা-গিরি কর, তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

হর। আমায় যে দিব্বি করতে বল, আমি সেই দিব্বি করছি।

নিশি। তোমার আবার দিব্বি! কি দিব্বি করবে?

হর। গঙ্গাজল তাঁবা তুলসী দাও, আমি স্পর্শ ক'রে দিব্বি করছি।

নিশি। ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করতে পার?

হর। তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর। আমি তা পারবো না। আর যা দিব্বি বল, সেই দিব্বি করবো—রক্ষা কর।

নিশি। আচ্ছা, দিব্বি করতে হবে না, তুমি আমাদের হাতে আছ। শোন, আমি কুলীনের মেয়ে, আমাদের ঘরে পাত্র জোটা ভার। আমার একটি পাত্র জুটেছিল; কিন্তু আমার ছোট বোনের জুটলো না, আজও তার বিবাহ হয় নি।

হর। বয়েস কত হয়েছে?

নিশি। পঁচিশ-ত্রিশ।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে, কিন্তু তার আর বিবাহ না হ'লে অঘরে পড়বে, এমন গতিক হয়েছে। তুমি আমার বাপের পালটী ঘর। তুমি

যদি আমার ভগিনীকে তবে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে, আর আমিও এই কথা ব'লে রাণীজীর কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা ক'রে নিই।

হর। এ আর বড় কথা কি? কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। তবে একটা কথা এই, আমি বুড়ো হয়েছি—আমার আর বিবাহের বয়েস নেই। আমার ছেলে বিবাহ কর্‌লে ভাল হয় না?

নিশি। তিনি কি রাজী হবেন?

হর। আমি বল্‌লেই হবে।

নিশি। তবে আপনি কাল প্রাতে সেই আজ্ঞা দিয়ে যাবেন। তা হ'লে আমি পাল্কী এনে আপনাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেব। আপনি আগে গিয়ে বৌ-ভাতের উদ্যোগ কর্‌বেন। আমরা বিয়ে দিয়ে বৌ-সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

হর। তবে তুমি গিয়ে রাণীজীকে এ সকল কথা জানাও।

নিশি। চল্‌লেম। [প্রস্থান।

সাহেব। স্ত্রীলোকটা তোমাকে কি বলিতেছিল?

হর। কিছুই নয়!

সাহেব। কাঁদিতেছিলে কেন?

হর। কৈ, কাঁদি নি ত!

সাহেব। বাঙ্গালী এমন লায়ারই বটে।

হর। গেল—গেল—গেল—গেল! আবার নৌকো টাল গেল!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নদীতট

দেবী চৌধুরাণী, নিশি ও দিবা

দেবী। নিশি আজ সুপ্রভাত।

নিশি। আমি আজ সুপ্রভাত।

দিবা। তুমি অবসান, আমি আজ সুপ্রভাত।

নিশি। যে দিন আমার অবসান হবে, সেই দিনই আমি সুপ্রভাত বল্‌বো। এ অন্ধকারের অবসান নেই। আজ বুঝলেম, দেবী চৌধুরাণীর সুপ্রভাত, কেন না, আজ দেবী চৌধুরাণীর অবসান।

দিবা। ও কি কথা লা পোড়ারমুখী!

নিশি। কথা ভাল, দেবী মরেছে, প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী চল্‌লো!

দেবী। তার এখন ঢের দেরী। এখন আর যা বলি কর দিকি। রঙ্গরাজকে ডাকো দিকি।

নিশি। রঙ্গরাজ, এ দিকে এস।

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

দেবী। রঙ্গরাজ, এ কোথা এসেছি? রঙ্গপুর কতদূর? ভূতনাথ কতদূর?

রঙ্গ। এক রাত্রে চার দিনের পথ এসেছি। রঙ্গপুর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। ডাঙ্গাপথে ভূতনাথে এক দিনে যাওয়া যেতে পারে।

দেবী। পাল্কী বেহারা পাওয়া যাবে ?

রঙ্গ। আমি চেষ্টা কর্‌লেই পাওয়া যাবে। [প্রস্থান।

দেবী। তবে আমার শ্বশুরকে স্নান-আহ্নিকের জন্য আস্‌তে বল।

দিবা। এত তাড়াতাড়ি কেন ?

নিশি। শ্বশুরের ছেলে সমস্ত রাত বজরার ছাতে ব'সে ছিল, মনে নেই ? বাছাধন সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে লঙ্কায় আস্‌তে পাচ্ছিলেন না দেখ নি। [দেবীর প্রস্থান।

(হরবল্লভ, সাহেব ও রঙ্গরাজের প্রবেশ।)

নিশি। সাহেবটাকে ফাঁসী দিতে হবে। ব্রাহ্মণটাকে এখন শূলে দিয়ে কাজ নেই। ওকে পাহারাবন্দী ক'রে স্নান-আহ্নিকের জন্য পাঠিয়ে দাও। (জনান্তিকে) পাহারাবন্দী মানে জল-আচরণী ভৃত্য। [প্রস্থান।

রঙ্গ। সাহেব ! এ দিকে এস, তোমায় যেতে হবে।

সাহেব। কোটা যাইটে হোবে ?

রঙ্গ। তুমি কয়েদী, জিজ্ঞাসা কর্‌বার কে ?

হর। সাহেবকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

রঙ্গ। ঐ জঙ্গলে।

হর। কেন ?

রঙ্গ। ঐ জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিয়ে ওকে ফাঁসী দেবো। তুমি ঐ পাহারাদারের সঙ্গে স্নানে যাও।

হর। (শিহরিয়া উঠিয়া) দুর্গা—দুর্গা !

[প্রস্থান।

সাহেব। আমার কখন ফাঁসী হোবে ?

রঙ্গ। সাহেব, আমরা কাউকে ফাঁসী দিই না, তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমাদের পেছনে আর লেগো না, তোমাকে ছেড়ে দিলেম।

সাহেব। Ha! Ha! Ha! free at last! Dare the natives to take the life of an Englishman—ভাল, তার পর ?

রঙ্গ। তার পর ? রঙ্গপুরে যাও ; কিন্তু রঙ্গপুর অনেক দিনের পথ, যাবে কি প্রকারে ?

সাহেব। যে প্রকারে পারি !

রঙ্গ। নৌকা ভাড়া কর, নয় গ্রামে গিয়ে ঘোড়া কেনো, নয় পাল্কী কর। তোমাকে আমাদের রাণী একশো মোহর পথ-খরচ দিয়েছেন।

(মোহর প্রদান।

সাহেব। (পাঁচটি মোহর লইয়া) পাঁচটি মোহর যথেষ্ট হইবে। এ আমি কর্জ্জ লইলাম।

রঙ্গ। আচ্ছা, যদি তোমার কাছে কখন আদায় করতে যাই ত তখন শোধ দিও। এ মোহরগুলিও নাও। আর তোমার সেপাই যদি কেউ জখম হয়ে থাকে, তবে তাকে পাঠিয়ে দিও, যদি কেউ ম'রে থাকে, তবে তাদের ওয়ারিশকে পাঠিয়ে দিও।

সাহেব। কেন ?

রঙ্গ। এমন অবস্থায় রাণী কিছু দান ক'রে থাকেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দেবী চৌধুরাণী, নিশি ও ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

দেবী। ভাল হ'লো, দেখা দিলে। তোমার কথা ভিন্ন আজকের কাজ হয় না। তুমি প্রাণ রাখতে হুকুম দিয়েছিলে, তাই প্রাণ রেখেছি, দেবী মরেছে, সে আর নেই! কিন্তু প্রফুল্ল এখনও আছে। সে থাক্‌বে, না দেবীর সঙ্গে যাবে?

ব্রজে। তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হবে। তুমি না যাও—আমি যাব না।

দেবী। আমি ঘরে গেলে আমার শ্বশুর কি বল্‌বেন?

ব্রজে। সে ভার আমার। তুমি উদ্যোগ ক'রে তাঁকে আগে পাঠিয়ে দাও, আমরা পশ্চাৎ যাব।

দেবী। পাল্কী-বেহারা আন্‌তে গিয়েছে।

[ব্রজেশ্বর ও দেবীর প্রস্থান।

(হরবল্লভের প্রবেশ)

হর। হ্যাঁগা, আমার ওপর কিছু হুকুম হয়েছে?

নিশি। হয়েছে বৈকি, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। এখন আপনি আমার কুটুম্ব হলেন, কিছু জলযোগ না ক'রে যেতে পার্‌বেন না।

হর। ব্রজেশ্বর কোথায়, কাল রাত্রে বজরার বাইরে গেল, আর তাকে দেখি নি।

নিশি। তিনি আমার ভগিনীপতি হবেন, তার জন্য ভাববেন না, তিনি এখানেই আছেন। আপনি জলযোগে বসুন, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ; সেই কথাটা তাঁকে ব'লে যাবেন।

[প্রস্থান।

(হরবল্লভের জলযোগে উপবেশন)

(ব্রজেশ্বরকে লইয়া নিশির প্রবেশ)

ব্রজে। (পিতাকে প্রণাম।)

হর। বাপু হে! তুমি যে এখানে কি প্রকারে এলে, আমি তা তো এখনো বুঝতে পারি নি। তা যাক্, সে এখনকার কথা নয়, সে কথা পরে হবে। এখন আমি একটু অনুরোধে পড়েছি, তা অনুরোধটা রাখতে হবে। এই ঠাকরুণটি সৎকুলীনের মেয়ে, ওঁর বাপ আমাদেরি পালটী, তা ওঁর একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে, পাত্র পাওয়া যায় না, কুল যায়। তা কুলীনের কুল রক্ষা কুলীনেরি কাজ, মুটে-মজুরের তো কাজ নয়। আর তুমিও পুনর্ব্বার সংসার কর, সেটাও আমার ইচ্ছা বটে, তোমার গর্ভধারিণীরও ইচ্ছা বটে। বিশেষ বড় বৌ-মাটির পরলোকের পর থেকে আমরা কিছু এ বিষয়ে কাতর আছি। তাই বলছিলেম, যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন কর্ত্তব্যই হয়েছে। আমি অনুমতি করছি, তুমি এঁর ভগিনীকে বিবাহ কর।

ব্রজে। যে আজ্ঞে।

হর। (নিশির প্রতি) এখন আমার পাল্কী-বেহারা এসেছে, আমি

গিয়ে বৌ-ভাতের উদ্যোগ করি। (ব্রজেশ্বরের প্রতি) তুমি যথা-শাস্ত্র বিবাহ ক'রে বৌ নিয়ে বাড়ী যেও।

ব্রজে। যে আজ্ঞে।

হর। তা তোমায় আর বল্‌বো কি? তুমি ছেলেমানুষও নও, কুল শীল, জাতি, মর্য্যাদা—সব আপনি দেখে শুনে বিবাহ কর্‌বে। (অস্ফুট স্বরে) আর আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনা, তা তো জানো।

ব্রজে। যে আজ্ঞে।

হর। (স্বগত) ছেলেটি ডাইনী বেটীদের হাতে রইলো, তা ভয় নেই, ছেলে আপনার পথ চিনেছে। চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়। (প্রকাশ্যে) আমি তবে আসি। [প্রস্থান।

ব্রজে। (নিশিকে) আবার কি ছল! তোমার ছোট বোন্ কে!

নিশি। চেন না? তার নাম প্রফুল্ল।

ব্রজে। ওহো বুঝেছি। কি রকমে এ সম্বন্ধে কর্ত্তাকে রাজি কর্‌লে।

নিশি। মেয়েমানুষের অনেক আছে। ছোট বোনের শাশুড়ী হ'তে নেই, নইলে আরও একটা সম্বন্ধে তাঁকে রাজী কর্‌তে পার্‌তেম!

দিবা। তুমি শীগ্‌গির মর। লজ্জা-সরম কিছুই নেই? পুরুষমানুষের সঙ্গে অমন ক'রে কথা কইতে হয়!

নিশি। কে আবার পুরুষমানুষ? ব্রজেশ্বর? কাল দেখা গেছে কে পুরুষ—কে মেয়ে।

ব্রজে। আজও দেখবে। তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মতই মোটা বুদ্ধির কাজ করেছ। কাজটা ভাল হয় নি।

নিশি। সে আবার কি?

ব্রজে। বাপের সঙ্গে প্রবঞ্চনা চলে? বাপের চোখে ধুলা দিয়ে মিছে কথা বাহাল রেখে আমি স্ত্রী নিয়ে সংসার কর্‌বো? যদি বাপকে ঠকালেম, তবে পৃথিবীতে কার কাছে জোচ্চুরি কর্‌তে আমার আট্‌কাবে।

নিশি। আমি স্বীকার কর্‌ছি, তুমি পুরুষ বটে! কিন্তু এখন উপায়?

ব্রজে। উপায় আছে। চলো, প্রফুল্লকে নিয়ে ঘরে যাই। সেখানে গিয়ে বাবাকে সকল কথা ভেঙ্গে বলি। লুকোচুরি হবে না।

নিশি। তা হ'লে তোমার বাপ কি দেবী চৌধুরাণীকে বাড়ীতে উঠ্‌তে দেবেন!

(দেবী চৌধুরাণীর প্রবেশ)

দেবী। দেবী চৌধুরাণী কে? দেবী চৌধুরাণী মরেছে, তার নাম এ পৃথিবীতে মুখে এন না। প্রফুল্লের কথা বল।

নিশি। প্রফুল্লকেই কি তিনি ঘরে স্থান দেবেন?

ব্রজে। আমি ত বলেছি যে, সে ভার আমার।

[প্রস্থান।

দেবী। আমি জানি, উনি ভার বইবার ক্ষমতা না থাকলে ভার নেবার লোক নন্। এখন এক কাজ কর, রঙ্গরাজকে ডাক দিকি।

নিশি। রঙ্গরাজ! এ দিকে এসো।

(রঙ্গরাজের প্রবেশ)

রঙ্গরাজ, তোমার মা শ্বশুরবাড়ী চল্‌লো।

রঙ্গ। সে কি! মা আমাদের ত্যাগ কর্‌বেন, তা তো কখনও জান্‌তেম না। (রোদন)

দেবী। হ্যাঁ বাবা, আমি যাবো। আমার দেবতা যে পথে, আমিও সে পথে। দেবীগড়ে আমার ঘর বাড়ী দেবত্র সম্পত্তি আছে। সে সকল তোমাকে দিলেম, তুমি সেইখানে বাস করো। নিত্য দেবতার পূজা হয়, প্রসাদ খেয়ে দিনপাত করো, আর কখনও লাঠি ধরো না। তোমরা যাকে পরোপ-কার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন। ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর কর্‌বেন। তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার নিও; কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রেখো, এই সকল কথাগুলি আমার পক্ষ থেকে ভবানী ঠাকুরকে জানিও, আর তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানিও।

রঙ্গ। হায়! হায়! মা বলা ফুরুলো, এত দিনে আমাদের মা বলা ফুরুলো!

[প্রস্থান]

দেবী। দিবা! নিশি! বজরায় আমার যা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, সব তোমাদের দিলেম। তার মধ্যে তোমাদের যা প্রয়োজন,

ব্যয় করবে; বাকি দরিদ্রকে দেবে। এ সকল আমার কিছুই নয়, আমি এর কিছুই নেব না।

নিশি। মা, নিরাভরণে শ্বশুরবাড়ী উঠবে ?

দেবী। (লোহা দেখাইয়া) স্ত্রীলোকের এই আভরণ সকলের ভাল। আর আভরণে কাজ কি মা!

নিশি। আজ তুমি প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ। আমি আজ তোমাকে কিছু যতুক দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবো। তুমি মানা কর না, এই আমার শেষের সাধ মিটুতে দাও।

গীত।

ওমা তুই তো চলিলি গো।
তোর যাতনা জুড়ালো, সাধনা ফুরালো
সিদ্ধি হইলি গো, সাধে সিদ্ধি হইলি গো।
সতী সাধ্বী সধবা সাধে সিদ্ধি হইলি গো।
কুলবতী তুই কুলে পেলি কূল, কালশশী তোর ভুলাইল ভুল,
পেলি মূলে স্থূলে, কাণ্ডারী অকূলে, বক্ষে লইলি গো।
পতিরূপে তোর শ্রীপতি সহায়,
মতি গতি রতি মুক্তি পতি-পায়,
সতী সধবায়, শিখাতে হেলায়, মর্ত্ত্যে রহিলি গো।
ওমা মর্ত্ত্যে রহিলি গো।
পতিভক্তি শিখাতে সতী মর্ত্ত্যে রহিলি গো।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কোম্পানীর শিবির-সম্মুখ

শিবিরদ্বারে জমাদার

(ভবানী ঠাকুর, রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশির প্রবেশ)

রঙ্গ। কি ভয়ানক! প্রভু, এ কোথায় এলেন?

ভবানী কোম্পানীর শিবির।

রঙ্গ। কেন প্রভু, এ সিংহের গহ্বরে?

ভবানী। ধরা দেবো।

নিশি। ও কি কথা বাবা! ধরা দেবে কি?

দিবা। না বাবা! তুমি ধরা দিও না।

জমা। হুকুমদার—ওয়ান্ টু, থ্রি

ভবানী। যাও, তোমার কাপ্তেন সাহেবকো খবর দেও।

রঙ্গ। প্রভু, কি সর্ব্বনাশ করতে বসলেন!

ভবানী। কেন, কি সর্ব্বনাশ? ধরা দিতে এসেছি—ধরা দেবো; দেবী-রাণীর কার্য্য শেষ হয়েছে, সে আপনার পথ বেছে নিয়েছে। আমার কার্য্য শেষ, আমায় আপনার পথ বেছে নিতে দাও।

রঙ্গ। একি কথা প্রভু? আমাদের মা জননী দেবী-রাণী দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন, আপনার কাছে জুড়ুতে এলুম, আপনি আবার এ কি বল্‌ছেন?

(জেনারল সাহেবের প্রবেশ)।

সাহেব। বলো শালা জমাদার, কোন্ সে বজ্জাত নষ্ট?

ভবানী। এই বজ্জাত নষ্ট। সাহেব, চিন্‌তে পার কি?

সাহেব। হ্যাঁ, চিনিয়াছি, তুমি দেবী চৌধুরাণীর ডলের সর্দ্দার ডাকাইট।

রঙ্গ। সর্দ্দার ডাকাত কে? চিন্‌তে পার্‌লে না সাহেব? উনি সর্দ্দার নন—সর্দ্দারের বাবা।

সাহেব। হ্যাঁ, চিনিয়াছি, তুমি সর্দ্দার, আর বুড্ডা সর্দ্দারের বাবা! হাঃ হাঃ, সর্দ্দার বাবা! এখন পালাইবে কোথা? শিকার সব আর পালাইবে কোথা!

ভবানী। পালাব ব'লে কি এসেছি সাহেব?

সাহেব। পালাইবে না? ভাল, ধরা দাও। এই শালা জমাদার, টোম আউর ডু সেপাই মরদ লোককে ডেখো, হাম আউরাৎ লোককো ডেখি।

ভবানী। শোন সাহেব! আমি ধরা দিতে এসেছি। আমায় একলা ধরো, বাঁধ, শূলে দাও, ফাঁসীতে লট্‌কাও—সব সইবো, কিন্তু এদের গায়ে হাত দিও না, এদের ছেড়ে দাও।

সাহেব। ডিবে না, আল্‌বট্ ডিবে।

ভবানী। বার-বার তিনবার—তবে মরো—

সাহেব। এ কেয়া, এ কেয়া! হামারা দোনো আঁখ বন্ধ হো গিয়া।

জমা। হামরাভি সাব, ঐ হাল হুয়া।

সাহেব। এ কেয়া হুয়া?

রঙ্গ। আর কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া কর্‌লে কি হবে, সাহেব? আমার প্রভু পরম যোগী, মন্ত্রবলে তোমাদের দৃষ্টিরোধ করেছেন।

সাহেব। তবে কি হোবে সর্দ্দার বাবা?

ভবানী। উপায় আছে, যদি তোমাদের যিশু-খ্রীষ্টের নামে দিব্বি করো, এদের কিছু বল্‌বে না, তা হ'লে তোমাদের যেমন চক্ষু ছিল, তেমনি হবে।

সাহেব। আচ্ছা, সর্দ্দার বাবা! আমি শপথ কর্‌ছি, এদের কিছু বল্‌বে না।

ভবানী। তবে তোমাদের যেমন চক্ষু ছিল, তেমনি হোক।

সাহেব। অল্‌রাইট্, সমস্ত দেখা যায়। বোলো শালা জমাদার, সমস্ত দেখা যায়।

জমা। হ্যাঁ, হুজুর, সমস্ত দেখা যায়।

ভবানী। সাহেব! তোমরা রাজা হয়েছ, দেবী-রাণীর রাজ্য শেষ হয়েছে। আমারও লীলাখেলা অবসান, এখন তোমাদের ফাঁসি-কাষ্ঠে হোক বা নির্ব্বাসিত অবস্থায় অনশনে হোক আমার আমিত্ব ফুরুলেই বাঁচি। শোনো রঙ্গরাজ, দুঃখ করো না, এ বাজারের বেচা-কেনা আমার শেষ হয়েছে। তোমরা দেবতার

পূজা করো। আহূত অনাহূতকে প্রসাদ বিতরণ করো, অনাহারীকে আহার দিও, পীড়িতের সেবা করো, পাপীকে অনুতাপ শিখিয়ো, তাপীর তাপবিমোচন করো, কারুর পায়ে কাঁটা ফুটলে দাঁত দিয়ে তা তুলে দিও। কাউকে কাঁদতে দিও না, হা হুতাশ করতে দিও না। কান্নাটা যাতে এ জগৎ থেকে একেবারে উঠে যায়, সেই চেষ্টা করো। আর মা দিবা নিশা, তোমরা দুটি জ্বলন্ত দীপ-শিখা, এ সংসার-অন্ধকারে, নর-নারীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। প্রেম ভক্তি, ভালবাসা শেখাবে, আর অবশেষে ভগবানে আত্ম-সমর্পণের মহাভাবে নিমগ্ন হ'য়ে আমার ক্রোড়ে এসে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ কর্‌বে। চলো সাহেব, আমায় নিয়ে চলো।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

হরবল্লভের বাটী

প্রতিবেশিনীগণ

১ম প্রতি। ন্যাখ ন্যাখ, বৌয়ের মুখে দেড় হাত ঘোমটা।

২য় প্রতি। ঐ যে এই দিকে আস্‌ছে. এইবার মুখ দেখতে হবে।

(বধূবেশী প্রফুল্ল, গিন্নী ও অন্যান্য সকলের প্রবেশ)

১ম প্রতি। বৌয়ের মুখ দেখি মা!

গিন্নী। মা, আমার বউ বেটা অনেক দূর থেকে আস্‌ছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, এখন ওদের খাওয়াই দাওয়াই, আমার বৌ ত ঘরেই রইল, তোমরা নিত্য দেখবে, এখন ঘরে যাও, খাও দাও গিয়ে।

১ম প্রতি। ও লো! ধেড়ে বৌ কি না, তাই অপরকে দেখাতে লজ্জা হচ্ছে।

২য় প্রতি। ও কুলীনের ঘরে অমন ঢের হয়।

[প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান।

গিন্নী। তুমি ঘরে যাও মা।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর, একবার এ দিকে এস ত বাবা।

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

বাবা, এ বৌ কোথা পেলে বাবা?

ব্রজ। এ নূতন বিয়ে নয় মা।

গিন্নী। বাবা! এ হারাধন আবার কোথায় পেলে বাবা?

ব্রজ। মা! বিধাতা দয়া ক'রে আবার দিয়েছেন। এখন মা, তুমি বাবাকে কিছু বলো না, নির্জ্জনে পেলে আমি সকলই তাঁর কাছে প্রকাশ করবো।

গিন্নী। তোমাকে কিছু বল্‌তে হবে না, আমিই সব বল্‌বো। কারো কাছে কিছু বলো না। ঐ কর্ত্তা আস্‌ছেন।

[ব্রজেশ্বরের প্রস্থান।

(হরবল্লভের প্রবেশ)

গিন্নী। দেখ গা, এ নতুন বিয়ে নয়, সেই বড় বৌ।

হর। অ্যাঁ, সেই বড় বৌ! কে বল্‌লে?

গিন্নী। আমি চিনিছি আর ব্রজও আমাকে বলেছে।

হর। সে যে দশ বছর হোলো ম'রে গেছে।

গিন্নী। মরা মানুষও কখনও ফিরে থাকে?

হর। এতদিন সে মেয়ে কোথায়—কার কাছে ছিলো?

গিন্নী। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নি, জিজ্ঞাসাও করবো না। ব্রজ যখন ঘরে এনেছে, তখন না বুঝে সুঝে আনে নি।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করছি।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কয়ো না। তুমি একবার কথা কয়েছিলে, তার ফলে আমার ছেলে আমি হারাতে বসেছিলেম। আমার একটি ছেলে; আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও বলো না। যদি তুমি কোন কথা কইবে, তবে আমি গলায় দড়ি দেবো।

হর। তবে লোকের কাছে নতুন বিয়ের কথাটাই প্রচার থাক। পুরোনো কথা প্রকাশ করবার দরকার নাই।

গিন্নী। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নয়ান-বৌএর প্রবেশ)

নয়ান। এমনি ক'রে পোড়ালে, একটা নয়—দুটো নয়, আবার একটা! তাও শুনছি, ধেড়ে সতীন।

(সাগরের প্রবেশ)

নয়ান। এস এস, তুমি আর বাকি থাক কেন? আর ভাগীদার কেউ আছে?

সাগর। কি, আবার নাকি বিয়ে করেছে?

নয়ান। কে জানে, বিয়ে কি নিকে, তার খপর আমি কি জানি!

সাগর। বামুনের মেয়ের কি আবার নিকে হয়?

নয়ান। বামুন কি শূদ্দ্র, কি মুসলমান, তা কি আমি দেখতে গেছি।

সাগর। অমন কথাগুলো মুখে এনো না। আপনার জাত বাঁচিয়ে সবাই কথা কয়।

নয়ান। যার ঘরে অত বড় কোনে-বৌ এলো, তার আবার জাত কি?

সাগর। কত বড় মেয়ে? আমাদের বয়স হবে?

নয়ান। তোর মা'র বয়িসী।

সাগর। চুল পেকেছে?

নয়ান। চুল না পাক্‌লে এসে অবধি বুড়ো মাগী ঘোম্‌টা টেনে বেড়ায়!

সাগর। দাঁত পোড়েছে?

নয়ান। চুল পাক্‌লো, দাঁত আর পড়ে নি!

সাগর। তবে স্বামীর চেয়ে বয়েসে বড় বল?

নয়ান। তবে শুন্‌ছিস্‌ কি ?

সাগর। তাও কি হয় ?

নয়ান। কুলীনের ঘরে এ সব হয়।

সাগর। দেখতে কেমন ?

নয়ান। রূপের ধ্বজা, যেন গাল ফুলো-গোবিন্দীর মা।

সাগর। যে বিয়ে করেছে, তাকে কিছু বল নি ?

নয়ান। দেখতে পাই কি ? দেখতে পেলে হয়, মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি।

সাগর। আমি তবে সেই সোনার প্রতিমাখানা দেখে আসি।

নয়ান। যা—জন্ম সার্থক কর গে যা! আর যেতে হবে না, ঐ আবাগী আস্‌ছে, আমি যাই—থাক্‌তে হয় তুই থাক্‌, দেখতে হয় তুই দেখ!

[নয়ান-বৌএর প্রস্থান।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

সাগর। হ্যাঁ গা, তুমি আমাদের নতুন-বৌ।

প্রফুল্ল। কে, সাগর এসেছ ?

সাগর। কে, দেবী!

প্রফুল্ল। চুপ, দেবী মরেছে।

সাগর। প্রফুল্ল ?

প্রফুল্ল। প্রফুল্লও মরেছে।

সাগর। কে তবে তুমি ?

প্রফুল্ল। আমি নূতন-বৌ।

সাগর। কেমন ক'রে কি হলো, আমায় সব বল দেখি।

প্রফুল্ল। এখানে বল্‌বার যায়গা নয়। আমি একটি ঘর পেয়েছি, সেই খানে চল, সব বল্‌বো।

সাগর। এখন গেরস্থালীতে কি মন টিক্‌বে? রূপোর সিংহাসনে ব'সে, হীরের মুকুট পরে, রাণী-গিরির পর কি বাসন-মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগবে? যোগশাস্ত্রের পর কি বেহ্ম-ঠাকুরুণের রূপকথা ভাল লাগবে? যার হুকুমে দু'হাজার লোক খাটুত, এখন হারির মা'র পারির মা'র হুকুম বর্‌দারি কি তার ভাল লাগবে?

প্রফুল্ল। ভাল লাগবে বলেই ত এসেছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মই এই সংসার-ধর্ম্ম, এর অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর স্বার্থপর অনভিজ্ঞ লোক নিয়ে আমাদের নিত্য ব্যবহার কর্‌তে হয়। এদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন, এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস কর্‌বো।

সাগর। তবে কিছুদিন আমি তোমার কাছে থেকে তোমার তোলুপী বওয়া চেলা হবো। এখন চল, তোমার সব কথা শুনি গে।

[প্রফুল্ল ও সাগরের প্রস্থান।

(ব্রহ্মঠাকুরুণ ও ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রহ্ম। হ্যাঁরা ব্রজ, এখন কেমন রাঁধি।

ব্রজে। বেশ।

ব্রহ্ম। এখন গরুর দুধ কেমন, বেগড়ায় কি?

ব্রজে। বেশ দুধ।

ব্রহ্ম। কই দশ বছর হ'লো, আমায় ত গঙ্গায় দিলি নি।

ব্রজে। ভুলে গেছলেম, ঠাকু-মা।

ব্রহ্ম। তুই আমায় গঙ্গায় দিস্ নি, তুই বাগ্দী হয়েছিস্।

ব্রজে। ঠান্‌দিদি, চুপ, ও কথা না।

ব্রহ্ম। তা দিস্, পারিস্ ত গঙ্গায় দিস্, আমি ও কথা কব না কিন্তু ভাই—কেউ যেন আমার চর্‌কা-টর্‌কা ভাঙ্গে না।

[প্রস্থান।

(প্রফুল্ল ও সাগরের প্রবেশ)

সাগর। ভাঙ্গবো না বৈ কি, এই যাচ্ছি।

[সাগরের প্রস্থান।

প্রফুল্ল। দেখ, আমার একটি কথা শোন। একা আমি তোমার স্ত্রী নই। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান-বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করবো না! স্ত্রীলোকের পতি দেবতা, তোমাকে ওরাও যেন পূজা করতে পায়। আমায় যেমন ভালবাস, ওদেরও তেমনি ভাল না বাস্‌লে আমার উপর ভালবাসা

সম্পূর্ণ হলো না। ওয়াও আমি। এখন আমার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কৰ্জ্জ শোধ কর।

ব্রজে। কেন? তুমি টাকা নিয়ে কি করবে?

প্রফুল্ল। আমি কিছু করবো না, কিন্তু টাকা আমার নয়, শ্রীকৃষ্ণের— কাঙ্গাল গরীবের; কাঙ্গাল গরীবকে দিতে হবে।

ব্রজে। কি প্রকারে দেবে?

প্রফুল্ল। পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক অতিথিশালা নির্ম্মাণ কর।

ব্রজে। বেশ! তার নাম দেব দেবী-নিবাস। দেবী-নিবাসের সিংহদ্বারে সোনার অক্ষরে তোমার নামে সোনার জলে লিখে দেব যে, আমি নূতন নই, আমি পুরাতন, আমি সেই বাক্য মাত্র, কতবার এসেছি, তোমরা আমায় ভুলে গিয়েছ, তাই আবার এসেছি—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যবনিকা